মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৬তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

গিনিপিগ

গিনিপিগ হ'ল ছোট কান বিশিষ্ট বড় ইঁদুর জাতীয় একটি প্রাণী, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনে যবহ করে কেঁটে-ছেটে ইচ্ছামত ব্যবহার করা হয়। অত্যাচারী শাসকরা যখনই কাউকে তাদের স্বার্থের বিরোধী মনে করে, তখনই তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অত্যাচারের খড়গ চালিয়ে তাকে শেষ করে দেয় বা শেষ করে দেবার চেষ্টা করে। এই নিরীহ-নিরপরাধ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকেই বলা হয় 'গিনিপিগ'। এটি এখন আধুনিক রাজনীতির নোংরা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। কখন কাকে যে গিনিপিগ বানানো হবে, কেউ তা ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারে না। অথচ পরে সরকারী অপপ্রচারের মাধ্যমে দেখা যায় ঐ ব্যক্তি বা দল 'জিরো থেকে হিরো'-তে পরিণত হয়েছে। বিগত যুগে নমরূদ ও ফেরাউনরা নবী ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-কে নিয়ে এবং সবশেষে মক্কার কুরায়েশ নেতারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে যে গিনিপিগ রাজনীতি করেছিল, আধুনিক যুগে তার অসংখ্য নযীর রয়েছে সভ্যতাগর্বী দেশগুলিতে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলির উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য গত শতাব্দীতে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের গিনিপিগ বানানো হয় ও তাদেরকে ভিটেছাড়া করে সেখানে সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদের এনে বসিয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সালে 'ইসরাঈল' নামক একটি ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন দেওয়া হয়। অতঃপর ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার অজুহাত তৈরীর জন্য ২০০১ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস করে কথিত 'টুইন টাওয়ার ট্রাজেডী' মঞ্চায়িত করা হয়। যার ফলে আজও ইরাক ও আফগানিস্তানে রক্ত ঝরছে। সেই সাথে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলে শত শত মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সেইসাথে পবিত্র কুরআন পোড়ানো ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের দেশের শাসকরাও কখনো বিদেশী প্রভুদের খুশী করার জন্য, কখনোবা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যকে গিনিপিগ বানিয়ে থাকেন। এজন্য হরহামেশা তাদের মিথ্যা বলতে হয় মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য। ফলে রাজনীতিকদের কোন কথাকেই লোকেরা এখন আর বিশ্বাস করে না। ২০০২ সালের ২১শে আগষ্ট ঢাকায় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার করার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর জনসভায় যে বোমা হামলা করা হয়, তাতে বর্তমান

প্রেসিডেন্টের স্ত্রীসহ ২৪ জন নিহত হন ও তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত ও চিরদিনের মত পঙ্গু হন। অথচ প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্য নোয়াখালীর এক দরিদ্র মায়ের একমাত্র সন্তান জজ মিয়াকে ধরে এনে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করিয়ে চমৎকার একটি নাটক সাজানো হয়, যা সকলের মুখরোচক 'জজ মিয়া' নাটক নামে পরিচিত। একই সরকার ২০০5 সালের ফেব্রুয়ারীতে নিজেদের লালিত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে গিনিপিগ বানায় এবং মিথ্যা মামলা ও জেল-যুলুমের মাধ্যমে সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা বর্তমান সরকার কেউই এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি মানবতার পক্ষে সদা সোচ্চার তথাকথিত সুশীল সমাজ এই অমানবিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। বরং কথিত গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া আজও এই সংগঠনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহ্র নিকটে বিচার দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, মযলূমের দো'আ আল্লাহ ফিরান না। যালেমকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। সে যতবড় শক্তিশালী হৌক না কেন।

বর্তমান সরকারের আমলে গিনিপিগ হ'ল রামু, উখিয়া ও পটিয়ার নিরপরাধ বৌদ্ধরা ও তাদের বিহারগুলি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। যারা এ কাজ করেছে, তারা মানবতার শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং দেশের শত্রু। প্রকাশ্যে যারা এ কাজ যারা করেছে, তাদের ছবিসহ নাম-ধাম সবকিছু পরের দু'দিনের পত্রিকায় এসেছে। নেপথ্য নায়করা কখনো ধরা পড়বে কি-না সন্দেহ। তবে ঘটনার পরের দিনই সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই বিরোধী দল ও ইসলামী নেতা-কর্মীদের দায়ী করে যেভাবে হম্বিতম্বি শুরু করলেন তা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। ফলে হামলাকারীরা উৎসাহিত হয়ে পরদিন উখিয়ার বৌদ্ধ বিহার ও পটিয়ার বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরে হামলা করল। সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত রামু সফরে গিয়ে বিরোধী দলীয় এম.পিকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেন। যদিও তাঁর কাছ থেকে সকলে নিরপেক্ষ বক্তব্য আশা করেছিল। ফলে এটা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, এ ঘটনার কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না এবং প্রকৃত দোষীরা কখনোই শাস্তি পাবে না। দেখা গেল যে, তাঁর ঐ জনসভায় ৩০/৪০ জনের বেশী বৌদ্ধ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন না এবং মঞ্চে মাত্র একজনকে ডাকা হয়েছিল যাকে মন খুলে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধ নেতারা দুঃখ করে বলেছেন, শত শত বছর ধরে আমরা মুসলমান প্রতিবেশী ভাইদের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছি। একদিন আগেও আমাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না। হঠাৎ ফেসবুকে অপপ্রচারের দোহাই দিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর রবিবার দিবাগত রাত ১১-টার দিকে শত শত বহিরাগত ব্যক্তি ট্রাকে করে এসে আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিল ও উপাসনালয় ধ্বংস করল। ধ্বংস কার্যে ব্যবহৃত গান পাউডার, পেট্রোল জেরিকেন, আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের সিমেন্টের রক এখানে কিভাবে এল? এসব তো রামুতে পাওয়া যায় না। কক্সবাজার যেলার রামু উপযেলার হাইটুপি গ্রামের বৌদ্ধ যুবক উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক একাউন্টে 'ইনসাল্ট আল্লাহ' নামক পেজ থেকে অন্য কেউ ট্যাগ করে দেয়। যাতে আল্লাহ শব্দকে বিকৃত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, 'পবিত্র কুরআনের উপর একজন মহিলার দু'টি পা' এবং 'কা'বা শরীফে কেউ ছালাত পড়ছেন, কেউ পূজা করছেন'। স্থানীয় সরকারী দলের এক নেতা ঐ ছেলেকে এজন্য মোবাইলে কৈফিয়ত তলব করেন রাত ১০ টায়। অতঃপর ঘন্টা খানেকের মধ্যে মিছিল অতঃপর হামলা শুরু হয়। প্রশ্ন হ'ল, এই ঘটনা ঐ এলাকার কয়জন লোক জেনেছিল? কয়জনের বাড়ীতে ইন্টারনেট আছে? তাছাড়া বাবরী মসজিদ, গুজরাট ইস্যু, আসামে মুসলিম নিধন, মিয়ানমারের বৌদ্ধদের দ্বারা রোহিঙ্গা মুসলিম বিতাড়নের টাটকা ইস্যুতেও যখন মুসলমানেরা হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর হামলা করেনি, সেখানে আজকে ফেসবুকের কয়েকটা ছবিকে ইস্যু করে মুসলমানেরা কেন এমন কাজ করবে? এদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারাই বা কেন তাদের উপর হামলা করে নিজেদের একমাত্র আশ্রয়স্থলকে হুমকির সম্মুখীন করবে?

নিঃসন্দেহে এটি আকস্মিক উত্তেজনার ফল নয়। বরং পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন, এ ফলে বৌদ্ধদের সাথে গিনিপিগ বনে গেছে খোদ সরকার এবং সেই সাথে পুরা দেশ। কেননা এর মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এদেশের হাযার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সোনালী ঐতিহ্য। গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সজাগ থাকলে এই নারকীয় কর্মকাণ্ড আদৌ ঘটতে পারত কি-না সন্দেহ। এজন্য তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্বের ন্যায় সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখবেন এবং চক্রান্তকারীদের ব্যাপারে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকবেন।

উক্ত ঘটনাকে পুঁজি করে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের পুরানো কোরাস গেয়ে চলেছেন। ইসলামই

যত নষ্টের মূল। অতএব ইসলাম হটাও। তাহ'লে দেশ অসাম্প্রদায়িক হবে এবং সর্বত্র শান্তি ফিরে আসবে। অথচ এরা বুঝেন না যে, মানবতার একমাত্র রক্ষাকবচ হ'ল ইসলাম। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনে যখন ধর্ম নিষিদ্ধ ছিল, তখন সেখানে মানবতার কি করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা কি তাঁরা ভুলে গেছেন? তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম আছে বলেই এদেশে ধর্মের নামে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নেই। অথচ পাশেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হরহামেশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে ও মুসলিম নিধন চলছে। একইভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রতিবেশী মিয়ানমারে চলছে রোহিঙ্গা বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন। অথচ বাংলাদেশী মানবতাবাদীরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেন। তাহ'লে মুসলমানেরা তাদের দৃষ্টিতে কি মানুষও নয়? অমুসলিম সন্ত্রাসীরাই প্রকৃত মানুষ? পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী এনজিওগুলি কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে তাদের খ্রিষ্টান বানাচ্ছে। দেশের অন্যত্রও খ্রিষ্টানীকরণ চলছে। অথচ এর বিরুদ্ধে সরকার বা ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাহ'লে কি একথাই সত্য হয়ে যাচ্ছে না যে, এইসব বুদ্ধিজীবীরা এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির চর? যারা সর্বদা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র বানাবার চক্রান্তে লিপ্ত। উদ্দেশ্য চীনকে ঠেকানো এবং একটা বাফার স্টেট কায়েম করে পাহাড়ের তলদেশের গ্যাস ও তৈলভাণ্ডার লুট করা। এরা সব জানেন, কেবল জানেন না ইসলাম ও ইসলামের নবীকে । তাই তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি-

(১) ইসলাম মানুষের মস্তিষ্কপ্রসুত কোন ধর্ম নয়। এটি বিশ্বমানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত একমাত্র ধর্ম। এ ধর্ম কবুল না করে মারা গেলে তাকে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামী হতে হবে *(মুসলিম হা/১৫৩)*। (২) সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন বিশ্বনবী। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের তিনি একমাত্র নবী। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। (৩) এ ধর্ম মানুষকে সার্বিক জীবনে কেবল আল্লাহ্র দাসত্বের আহ্বান জানায়, অন্যের দাসত্ব নয় (৪) এ ধর্ম মানুষকে নশ্বর জীবনের বিনিময়ে পরকালের অবিনশ্বর জীবনে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায় (৫) এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন সরাসরি আল্লাহ্র কালাম, যার একটি বর্ণও পরিবর্তন হয়নি এবং তা করার সাধ্য কারু নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীছ- সরাসরি তাঁর প্রেরিত রাসূলের অভ্রান্ত বাণী। যাতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। (৬) এ ধর্মে অনুমোদিত জিহাদ, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ। পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যা অপরিহার্য। তা কখনোই কোন নিরপরাধ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। (৭) এ ধর্ম কখনোই অন্যের উপর যবরদস্তিকে সমর্থন করে না। কেননা সরল পথ ও ভ্রান্ত পথ স্পষ্ট' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

উপরের বক্তব্যগুলির বাস্তবতা দেখুন নিম্নের ঘটনাগুলিতে।- (১) চক্রান্তকারী ইহুদী বনু নাযীর গোত্রকে ৪র্থ হিজরীতে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার সময় দুধ-মা হবার সুবাদে তাদের গৃহে প্রতিপালিত আনছার সন্তানদের ফিরিয়ে নেবার জন্য তাদের মুসলিম মায়েরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জোর দাবী জানালো। এই সময় রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হুকুমই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু না। আয়াত নাযিল হ'ল, 'লা ইকরা-হা ফিদ্দীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। (২) এক ইহুদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম ছিল। তার রোগশয্যায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। মৃত্যু লক্ষণ বুঝতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বল, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*। বালকটি তার ইহুদী পিতার দিকে তাকালো। পিতা চুপ রইল। রাসূল (ছাঃ) পুনরায় বললেন। ছেলেটি আবার তার বাপের দিকে তাকাল। এবার পিতা বলল, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) কথা মেনে নাও। ছেলে তখন কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। বেরিয়ে আসার সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার মাধ্যমে ছেলেটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন' *(বুখারী হা/১৩৫৬)*।

এরূপ অসংখ্য ঘটনা রাসূল (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন ও দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনানায়কদের জীবনীতে পাওয়া যাবে। যার কোন তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। অতএব প্রকৃত মুসলমান কখনোই কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর অন্যায়ভাবে হামলা করে না। তবে কেউ অন্যায়াচরণ করলে তার প্রতিরোধ করার অধিকার সবার আছে। বরং এটাই সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের নামে আমাদের দেশে ও বিশ্বব্যাপী যে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। অতএব যদি কেউ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি চান, তাহ'লে তাকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের কাছে, অন্য কোথাও নয়। আল্লাহ আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন- আমীন! *(স.স.)*।

[আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।- *সম্পাদক*।]

অধিক পাওয়ার আকাংখা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ- ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ- كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ- ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ-

(১) অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (৩) কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। (৪) অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে (৫) কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। (৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে। (৮) অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদের দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

বিষয়বস্তু :

প্রাচুর্যের লোভ মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু না, তাকে দুনিয়া ছাড়তেই হবে এবং আখেরাতে পাড়ি দিতেই হবে। একথাগুলো বর্ণিত হয়েছে **১** হ'তে ৫ আয়াত পর্যন্ত।

অতঃপর সেখানে তারা দুনিয়াবী নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং হাতে-নাতে ফলাফল পাবে। একথাগুলো আলোচিত হয়েছে ৬ হ'তে ৮ আয়াত পর্যন্ত।

তাফসীর :

(১)أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (আখেরাত থেকে) গাফেল রাখে'।

أَلْهَاكُمُ অর্থ أنساكم তোমাদের ভুলিয়ে রাখে। التَّكَاثُرُ অর্থ পরস্পরে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। মূল ধাতু (المادة) হ'ল الكثرة 'আধিক্য'।

অর্থাৎ অধিক ধনলিপ্সা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাংখা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য এবং আখেরাতের চিন্তা হ'তে গাফেল রাখে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার এই আকাংখার শেষ হয় না। বস্তুতঃ এটি মানুষের একটি স্বভাবগত প্রবণতা। কাফের-মুনাফিকরা এতে ডুবে থাকে। কিন্তু মুমিন নর-নারী এ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সর্বদা আখেরাতের জন্য প্রস্তুত থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুক্বাতিল ও কালবী বলেন, কুরায়েশ বংশের বনু আবদে মানাফ ও বনু সাহ্ম দুই গোত্র পরস্পরের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য দাবী করে বড়াই করত। সে উপলক্ষে সূরাটি নাযিল হয় (*কুরতুবী*)। কিন্তু বক্তব্য সকল যুগের সকল লোভী ও অহংকারী মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা দুনিয়াবী এই সব শান-শওকত মায়া-মরীচিকার মত। এগুলোর কোন কিছুই বান্দা সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র তার নেক আমল ব্যতীত।

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ-

'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[১] রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীছকে কুরআনের অংশ মনে করতাম, যতক্ষণ না সূরা তাকাছুর নাযিল হয়'।[২]

(২) মুত্বাররিফ (রাঃ) স্বীয় পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ: يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِىْ مَالِىْ- قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলাম। সে সময় তিনি সূরা তাকাছুর পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, বনু আদম বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল কি কেবল অতটুকু নয়, যতটুকু তুমি ভক্ষণ করলে ও শেষ করলে? অথবা পরিধান করলে ও জীর্ণ করলে। অথবা ছাদাক্বা করলে ও তা সঞ্চয় করলে'?[৩]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِه ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল হ'ল মাত্র তিনটি : (১) যা সে খায় ও শেষ করে। (২) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (৩) যা সে ছাদাক্বা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যাবে'।[৪]

---

১. *বুখারী হা/৬৪৩৯, মুসলিম হা/১০৪৮, মিশকাত হা/৫২৭৩।*
২. *বুখারী হা/৬৪৪০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসলিম হা/২৯৫৮, মিশকাত হা/৫১৬৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
৪. *মুসলিম হা/২৯৫৯, মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

'মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু'জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়'।[৫]

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَان: اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَال وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ- 'আদম সন্তান বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু দু'টি বস্তু বৃদ্ধি পায়: সম্পদের লোভ ও অধিক বয়স পাওয়ার আকাংখা'।[৬]

(৬) হাফেয ইবনু আসাকির ইমাম আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (নাম : যাহহাক)-এর জীবনী আলোচনায় বলেন, একদা তিনি একজন ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখে বলেন, এটি কার? সে বলল, আমার। আহনাফ বললেন, ওটা তোমার হবে তখনই, যখন তুমি ওটা কোন নেকীর কাজে বা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। অতঃপর আহনাফ আবু নাওয়াসের নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেন-

أَنْتَ لِلْمَـــالِ إِذَا أَمْسَـــكْتَهُ + فَإِذَا أَنْفَقْـــتَهُ فَالْمَالُ لَـــكَ

'যখন তুমি আটকে রাখলে, তখন তুমি মালের
আর যখন তুমি খরচ করলে, তখন মাল হ'ল তোমার'
(*ইবনু কাছীর*)।

(২) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও'।

حتى زرتُم الْمقابرِ অর্থ حتى أتاكم الموت فوصلتم إلى المقابر وصرتم من أهلها- 'যতক্ষণ না তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। অতঃপর তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও এবং তার বাসিন্দা হয়ে যাও'। اَلْقُبُوْرُ একবচনে مَقْبَرَةٌ অর্থ কবরস্থান। مَقَابِر একবচনে اَلْقَبْرُ 'কবর'। কবরকে আখেরাতের প্রথম মনযিল বলা হয়।

(৩) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'কখনই না। তোমরা সত্বর জানতে পারবে'।

(৪) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 'অতঃপর কখনই না। তোমরা সত্বর জানতে পারবে'।

كَلاَّ পরপর দু'বার আনা হয়েছে শ্রোতাকে ধমক দেওয়ার জন্য ও সতর্ক করার জন্য। এটি كلمة ردع বা অস্বীকারকারী শব্দ। এর মাধ্যমে বান্দার লোভের আধিক্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এর দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রাচুর্যের লোভ করো না। পরিণামে তোমরা লজ্জিত হবে। যা তোমরা সত্বর জানতে পারবে। হাসান বাছরী বলেন, هذا وعيد بعد وعيد 'এটি ধমকের পরে ধমক' (*ইবনু কাছীর*)। দু'বার আনার অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, প্রথমটি দ্বারা কবর এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা আখেরাত বুঝানো হয়েছে। অথবা প্রথমটি দ্বারা ক্বিয়ামত এবং শেষেরটি দ্বারা হাশর অর্থাৎ বিচার দিবস বুঝানো হয়েছে। অথবা প্রথমটিতে বলা হয়েছে, তোমরা সত্বর জানতে পারবে যখন মৃত্যু এসে যাবে ও তোমাদের রূহ তোমাদের দেহ থেকে টেনে বের করা হবে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, পুনরায় তোমরা জানতে পারবে যখন তোমরা কবরে প্রবেশ করবে এবং মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে' (*কুরতুবী*)।

হযরত ওছমান গণী (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন কান্নায় তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা আসলে আপনি কাঁদেন না। অথচ এখানে আপনি কাঁদছেন? জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِل الآخرَة فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ- قَالَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ-

'নিশ্চয়ই কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে, তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলি সহজ হয়ে যাবে। আর যদি সে এখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তীগুলি কঠিন হবে। তিনি বলেন, কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আমি দেখিনি'।[৭]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দেহের একাংশ ধরে বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ- 'পৃথিবীতে তুমি আগন্তক অথবা পথযাত্রীর মত বসবাস কর'।[৮] وَعُدَّ نَفْسَكَ فِى أَهْلِ الْقُبُورِ 'এবং নিজকে সর্বদা কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর'।[৯]

---

৫. *বুখারী হা/৬৫১৪, মুসলিম হ/২৯৬০, মিশকাত হা/৫১৬৭।*
৬. *তিরমিযী হা/২৩৩৯, মুসলিম হা/১০৪৭, বুখারী, মিশকাত হা/৫২৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ।*
৭. *তিরমিযী হা/২৩০৮, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২।*
৮. *বুখারী হা/৬৪১৬।*
৯. *তিরমিযী হা/২৩৩৩, ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; মিশকাত হা৫২৭৪।*

(৫) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ 'কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে'। তৃতীয়বার كَلاَّ এনে বান্দাকে কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে, যদি তোমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে! কেননা ক্বিয়ামত ও আখেরাতে জবাবদিহিতার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তোমরা কখনোই অধিক অর্থ-বিত্ত ও প্রাচুর্যের পিছনে ছুটতে না। এখানে لَوْ (যদি) এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে আজকে নিশ্চিত জানতে, যা তোমরা পরে জানবে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল হ'তে না।

ইবনু আবী হাতেম বলেন, তিনটি স্থানেই كَلاَّ অর্থ أَلاَ অর্থাৎ 'সাবধান'। ফার্রা বলেন, বরং كَلاَّ অর্থ হবে حقًّا 'অবশ্যই'। অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা সত্বর জানতে পারবে (*কুরতুবী*)।

(৬) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ 'তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে'।

(৭) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে'।

এটিতে প্রচ্ছন্নভাবে আরেকবার ধমক দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে শপথ লুকিয়ে রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। তখন তোমাদের মধ্যে দিব্য-প্রত্যয় জন্মাবে।

এখানে 'তোমরা' বলে কাফেরদের বুঝানো হ'তে পারে। কেননা তাদের জন্যে জাহান্নাম অবধারিত। অথবা সাধারণভাবে সকল বনু আদমকে বুঝানো হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيًّا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (জাহান্নামে) পৌঁছবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়ছালা' (*মারিয়াম ১৯/৭১*)। এখানে পৌঁছনোর অর্থ প্রবেশ করা নয়, বরং অতিক্রম করা। একে 'পুলছিরাত' বলা হয়। ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, মুমিনগণ পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে চোখের পলকে বিদ্যুতের বেগে। জাহান্নামের কোন উত্তাপ তারা অনুভব করবে না। কিন্তু কাফের-ফাসেকগণ আটকে যাবে ও জাহান্নামে পতিত হবে...।[১০] যেমন পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেন, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا 'অতঃপর আমরা আল্লাহভীরুদের উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' (*মারিয়াম ১৯/৭২*)। অতএব মুমিন-কাফির সবাই জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে। মুমিনগণ সহজে পার হয়ে যাবে। কিন্তু কাফের-ফাসেকগণ জাহান্নামে পতিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেদিনের কঠিন পাকড়াও থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

এখানে عَيْنَ الْيَقِيْنِ বা 'দিব্য-প্রত্যয়ে' বলার কারণ এই যে, চোখে দেখা কানে শোনার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ 'কানে শোনা কখনো চোখে দেখার সমান নয়'।[১১] النَّفْسُ অর্থ العَيْنُ। ফলে দেখাটাকেই ইয়াক্বীন গণ্য করা হয়েছে (*ক্বাসেমী*)।

দুনিয়াতে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও রাসূলের কথায় বিশ্বাসী হয়ে মনের চোখ দিয়ে সেটা দেখতে পারে এবং আখেরাতে মানুষ সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তখনকার দেখায় কোন কাজ হবে না। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে ও সেই অনুযায়ী সাবধান হয়ে নেক আমল করলে আখেরাতে কাজে লাগবে। ফলে সেদিন জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলেও আল্লাহ্র হুকুমে সেখানে সে পতিত হবে না। বরং সহজে পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। দুঃখ হয় মানুষের জন্য যে নিজে না দেখেও অন্যের কথা শুনে নিজের মাতা-পিতা ও দাদা-দাদীর উপরে ঈমান এনে থাকে। অথচ সে নবী-রাসূলের কথা শুনে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনতে পারে না। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে নরম করে দিন এবং তাকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করুন- আমীন!

(৮) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।

আবু নছর আল-কুশায়রী বলেন, প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। তবে কাফেরদের প্রশ্ন করা হবে ধিক্কার হিসাবে (توبيخًا)। কেননা তারা এগুলোর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত না। আর মুমিনকে প্রশ্ন করা হবে তার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (تشريفًا)। কেননা সে সর্বদা এসব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করত' (*কুরতুবী*)।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, তার হস্ত-পদ-পেট ও মস্তিষ্ক, তার প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সবই আল্লাহ্র দেওয়া অফুরন্ত নে'মতের অংশ। মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে সৃষ্ট আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি, বায়ু-পানি-মাটি, খাদ্য-শস্য, ফল-ফলাদি, পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা, গবাদিপশু ও পক্ষীকুল সবই আল্লাহ্র নে'মতরাজির অংশ। মানুষের জ্ঞান-সম্পদ, তার চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি তার সর্বাধিক মূল্যবান নে'মত। সর্বোপরি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত কিতাব ও নবী-রাসূলগণ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র সবচেয়ে বড়

১০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৯, ৫৫৮১ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।*

১১. *আহমাদ হা/২৪৪৭, মিশকাত হা/৫৭৩৮ সনদ ছহীহ।*

অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا، 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নে'মতরাজি গণনা কর, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' (*ইবরাহীম ১৪/৩৪; নাহল ১৬/১৮*)।

দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান হাযারো নে'মতের মধ্যে আল্লাহ মানুষের লালন-পালন করেন। অকৃতজ্ঞ সন্তান যেমন পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করে না, অকৃতজ্ঞ মানুষ তেমনি তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً،

'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় অনুগত করে দিয়েছেন? এবং তোমাদের উপরে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন...' (*লোকমান ৩১/২০*)। তিনি বলেন,

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং একটি সমুদ্রের সাথে সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর নে'মতসমূহ (كلمات) লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (*লোকমান ৩১/২৭*)।

প্রধান নে'মত সমূহ :

নিম্নে আমরা মানুষের প্রধান প্রধান নে'মত, যা পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে কয়েকটির কথা উল্লেখ করব।-

(১) চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় : আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً–

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' (*বনু ইসরাঈল ১৭/৩৬*)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) النَّعِيْمِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار এটা হ'ল দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থতা। কেননা এগুলি কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে প্রশ্ন করবেন। যদিও আল্লাহ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত' (*ইবনু কাছীর*)।

(২) স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা : ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ–

'দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে- স্বাস্থ্য এবং সচ্ছলতা'।[১২] অর্থাৎ যখন সে সুস্থ ও সচ্ছল থাকে, তখন এ দু'টি নে'মতকে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে না। বরং অলসতা করে এবং এখন নয়, পরে করব বলে শয়তানী ধোঁকায় পতিত হয়। ফলে যখন সে অসুস্থ হয় বা অসচ্ছল হয় কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আর ঐ নেকীর কাজটি করার সুযোগ থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

'পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুতে গণীমত (সম্পদ) মনে কর : (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[১৩] ইবনুল জাওযী বলেন,

مَنِ اسْتَعْمَلَ فَرَاغَهُ وَصِحَّتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَهُوَ الْمَغْبُوطُ وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَهُوَ الْمَغْبُونُ

'যে ব্যক্তি তার সচ্ছলতা ও সুস্বাস্থ্যকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে লাগায়, সে ব্যক্তি হ'ল ঈর্ষণীয়। আর যে ব্যক্তি ঐ দু'টি বস্তুকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে লাগায়, সে ব্যক্তি হ'ল ধোঁকায় পতিত'।[১৪] অত্র হাদীছে সুস্বাস্থ্য ও আর্থিক সচ্ছলতাকে আল্লাহ্‌র বিশেষ নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(৩) সম্পদ, সন্তান ও নেতৃত্ব : আবু হুরায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا... وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ..–

'ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেইনি?... আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ও গণীমতের মাল নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেইনি?'[১৫] অত্র হাদীছে কান ও চোখ ছাড়াও ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও নেতৃত্বকে অন্যতম প্রধান নে'মত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যে বিষয়ে তাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে।

---

১২. *বুখারী হা/৬৪১২, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; মিশকাত হা/৫১৫৫।*
১৩. *হাকেম, বায়হাক্বী-শো'আব, তিরমিযী; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭; মিশকাত হা/৫১৭৪; হাদীছ ছহীহ।*
১৪. *ফাৎহুল বারী হা/৬৪১৪-এর ব্যাখ্যা।*
১৫. *তিরমিযী হা/২৪২৮ সনদ ছহীহ, কুরতুবী হা/৬৪৬৩।*

(৪) আত্মীয়-পরিজন, ব্যবসা ও বাড়ী-ঘর : পবিত্র কুরআনে আরও কয়েকটি বস্তুকে মানুষের প্রিয়বস্তু হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান নে'মত। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا-

'বল তোমাদের নিকটে যদি তোমাদের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিবার ও গোত্র-পরিজন, তোমাদের মাল-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করে থাক, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে থাক এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ করে থাক, যদি আল্লাহ ও রাসূলের চাইতে তোমাদের নিকটে অধিক প্রিয় হয়...' (*তওবা ৯/২৪*)। উপরোক্ত প্রতিটি নে'মতের বিষয়ে বান্দাকে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

(৫) সদাসঙ্গী পুত্রগণ : এই সঙ্গে আরেকটি নে'মতের কথা বলা হয়েছে। وَبَنِينَ شُهُودًا 'সদাসঙ্গী পুত্রবর্গ' (*মুদ্দাছছির ৭৪/১৩*)। অনেকের একাধিক পুত্র সন্তান আছে। কিন্তু কেউ পিতামাতার কাছে থাকেনা। এটা যথার্থ নে'মত নয়। যে সন্তান সর্বদা পিতামাতার সুখ-দুঃখের সাথী থাকে, সেই-ই হ'ল প্রকৃত নে'মত।

(৬) পুণ্যশীলা স্ত্রী : আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ- 'নিশ্চয় সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী'।[১৬] এই শ্রেষ্ঠ নে'মত কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হবে। তেমনি স্ত্রীকেও তার সংসারের গুরু দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'।[১৭]

(৭) ক্ষুধায় অন্ন : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ « مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ». قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ « وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا ». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَيْنَ فُلاَنٌ ». قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ». فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ- رواه مسلم-

'একদা দিনে বা রাত্রিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঘর থেকে বের হ'লেন। রাস্তায় তিনি আবুবকর ও ওমরকে পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তু এই সময় তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছে? তারা উভয়ে বললেন, ক্ষুধা, হে আল্লাহ্র রাসূল! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমাকেও বের করেছে ঐ বস্তু, যা তোমাদেরকে বের করে এনেছে'। অতঃপর বললেন, ওঠো। ফলে তারা উঠলেন ও তাঁর সাথে জনৈক আনছারীর বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু তখন বাড়ীতে কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালার স্ত্রী তাঁদের স্বাগত জানালো। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী বলল, উনি আমাদের জন্য সুপেয় পানি আনতে গেছেন। এমন সময় আনছারী ব্যক্তি এসে গেলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই সাথীকে দেখে বলে ওঠলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى- 'আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা! আজকের দিনে সর্বাধিক সম্মানিত মেহমান কারু নেই আমার ব্যতীত'। অতঃপর তিনি গাছে উঠে টাটকা খেজুরের কাঁদি কেটে আনলেন এবং আধা-পাকা, শুকনা ও পাকা খেজুর পরিবেশন করতে লাগলেন। অতঃপর ছুরি নিয়ে ছাগল যবেহ করতে গেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, খবরদার দুগ্ধবতী বকরী যবেহ করো না। অতঃপর ছাগল যবেহ করা হ'ল এবং তিনজনে মিলে রান্না করা গোশত খেলেন। খেজুর খেলেন ও পানি পান করলেন।

খানাপিনা শেষে পরিতৃপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আজকের এই নে'মত সম্পর্কে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করে এনেছিল। অতঃপর

১৬. *মুসলিম হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ'* অধ্যায়।
১৭. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৮৫*।

তোমরা ফিরে যাওনি এই নে'মত না পাওয়া পর্যন্ত'।[১৮]

মুসনাদে আবু ইয়া'লা *(হা/৭৮)* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং ছহীহ ইবনু হিব্বান *(হা/৫২১৬)* ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে দুপুর বেলায় যোহর ছালাত শেষে দু'জনের মসজিদে ঠেস দিয়ে বসে থাকার কথা এসেছে। তিরমিযী *(হা/২৩৬৯)* ও আবু ইয়া'লা *(হা/২৫০)*-তে উক্ত আনছার ছাহাবীর নাম এসেছে, আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান। সেখানে একথাও এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) গিয়ে প্রথমে তিনবার সালাম করেন। কিন্তু সাড়া না পেয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হ'লেন। এমন সময় তার স্ত্রী ছুটে এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ تَسْلِيْمَكَ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَّزِيْدَنَا مِنْ سَلاَمِكَ 'হে রাসূল! আমি আপনার সালাম শুনেছিলাম। কিন্তু আমাদের উপর আপনার সালাম আরও বেশী পাবার আকাংখায় জবাব না দিয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, خيرًا 'বেশ'। আবুল হায়ছাম কোথায়? তাকে দেখছি না যে? উম্মুল হায়ছাম বললেন, উনি আমাদের জন্য পানি আনতে গিয়েছেন।[১৯]

উল্লেখ্য যে, এই মহা সৌভাগ্যবান মেযবান আবুল হায়ছাম আনছারীর (রাঃ)-এর প্রশংসা করে বিখ্যাত সৈনিক কবি ও পরবর্তীতে ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে রোমকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঐতিহাসিক মুতা যুদ্ধের অন্যতম শহীদ সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) ছয় লাইনের বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন (*কুরতুবী*)। যার দু'টি লাইন নিম্নরূপ :

فَلَمْ أَرَ كَالْإِسْلاَمِ عِزًّا لِأُمَّةٍ + وَلاَ مِثْلَ أَضْيَافِ الْإِرَاشِيِّ مَعْشَرًا

نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَفَارُوْقُ أُمَّةٍ + وَخَيْرُ بَنِي حَوَّاءَ فَرْعًا وَعُنْصُرًا

'উম্মতের জন্য ইসলামের চাইতে সম্মান আমি কিছুতে দেখিনি। ইরাশীর মেহমানদের ন্যায় মর্যাদাবান কাউকে আমি মানবজাতির মধ্যে দেখিনি'। 'নবী, ছিদ্দীক ও উম্মতের ফারূক। শাখা ও মূলে হাওয়ার সন্তানদের মধ্যে সেরা' (*কুরতুবী*)। ইরাশ একটি স্থানের নাম। বাড়ীওয়ালা মেযবান সেদিকে সম্পর্কিত।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় অন্নদান আল্লাহ্র এক অমূল্য নে'মত। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাখি থেকে উপদেশ হাছিল করতে বলেছেন। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পার, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করবেন, যেভাবে তিনি পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় ও পেটভরা অবস্থায় সন্ধ্যায় ফিরে আসে'।[২০]

(৮) জীবন একটি নে'মত : রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তান পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা বাড়াতে পারবে না। ১- তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা শেষ করেছিল। ২- তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা জীর্ণ করেছিল। ৩- তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪- কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫- তার ইল্ম সম্পর্কে, সে অনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না'।[২১]

অত্র হাদীছটি মানুষের পুরা জীবনকেই নে'মত গণ্য করে। বিশেষ করে ইলমের নে'মত। কেননা বাকী চারটা সবার থাকলেও ইল্ম সবার থাকে না। অধিকন্তু ইল্ম অনুযায়ী আমলকারী আলেমের সংখ্যা খুবই কম।

(৯) সকল নবী ও শেষনবী : মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন هو ما أنعم الله علينا بمحمد صلى الله عليه و سلم- 'ঐ নে'মত হ'লেন স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ), যাকে আল্লাহ আমাদের উপরে নে'মত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন'। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

---

১৮. *মুসলিম হা/২০৩৮ 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪২৪৬। উপরোক্ত হাদীছের রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। এতে অনেকে ধারণা করেন ঘটনাটি অনেক পূর্বের, যা তিনি শুনে বর্ণনা করেছেন। কেননা খায়বর যুদ্ধে বিজয়ের পর গণীমত হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে 'ফিদাক' খেজুর বাগানের মালিক হন। এর জবাবে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,* هذا زعم باطل *এটি একটি বাতিল ধারণা মাত্র। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমৃত্যু সচ্ছলতা ও দরিদ্রতার মধ্যে পরিক্রান্ত হয়েছেন। কখনো তিনি সম্পদশালী হয়েছেন, আবার কখনো নিঃস্ব হয়েছেন'। যেমন আয়েশা, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী বর্ণিত হাদীছ সমূহে এসেছে যে, মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দীনার, দিরহাম, বকরী, উট, গোলাম, বাঁদী কিছুই রেখে যাননি। এরপরও যদি কিছু থেকে থাকে, সবই ছাদাক্বা হয়ে গিয়েছিল (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪-৬৭, ফাযায়েল ও মাসায়েল অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ)।*

১৯. *ইবনু আবী হাতেম, মুসনাদে আবি ইয়া'লা হা/২৫০, সনদ যঈফ, বাযযার প্রভৃতি; তাফসীর ইবনু কাছীর; তাফসীরে কুরতুবী।*

২০. *তিরমিযী হা/২৩৪৪, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯, সনদ ছহীহ।*

২১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৪৬।*

'আল্লাহ ঈমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছেন...' (*আলে ইমরান ৩/১৬৪*)।

নবীগণের এই মহা নে'মত সম্পর্কে কাফের ও অহংকারী ফাসেকদের জাহান্নামে নিক্ষেপের সময় জিজ্ঞেস করা হবে-

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا–

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি? তারা কি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করেননি? এবং তোমাদেরকে আজকের দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করেননি'? (*যুমার ৩৯/৭১*)।

(১০) ইসলামের বিধান হালকা হওয়া : হাসান বাছরী ও মুফাযযাল বলেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র বড় নে'মত হ'ল, আমাদের উপর শরী'আতের বিধানসমূহকে হালকা করা এবং কুরআনকে সহজ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'আর তিনি তোমাদের উপরে দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' (*হজ্জ ২২/৭৮*)। যেমন ছালাত জমা ও ক্বছর করা, অপারগ অবস্থায় বসে, কাৎ হয়ে বা ইশারায় ছালাত আদায় করা, সফরে ছিয়াম ক্বাযা করা, ঋতু অবস্থায় মেয়েদের ছালাত মাফ হওয়া ইত্যাদি। অন্যত্র আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ– 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ লাভের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? (*ক্বামার ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০*)। উল্লেখ্য যে, কুরআন সহজ হওয়ার অর্থ হ'ল, এর তেলাওয়াত সহজ এবং এর শিক্ষা-দীক্ষাসমূহ স্পষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য। যেমন ছালাত পড়, ছিয়াম রাখো, অন্যায়-অশ্লীলতা হ'তে দূরে থাক ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন থেকে আহকাম বের করা ও আয়াতের উদ্দেশ্য অনুধাবন করাটা সহজ নয়। এজন্য যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল আলেম হওয়া যরূরী।

(১১) কুরআন ও সুন্নাহ : কুরআন ও সুন্নাহ উম্মতের নিকটে রেখে যাওয়া শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুই জীবন্ত মু'জেযা, দুই পবিত্র আমানত এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র সবচাইতে বড় নে'মত। বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী এক ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'তোমাদের মাঝে আমি দু'টি বস্তু ছেড়ে গেলাম। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন এ দু'টি বস্তুকে তোমরা কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[২২]

এখন রাসূল নেই, খলীফাগণ নেই। উম্মতের সম্মুখে রয়েছে কেবল কুরআন ও হাদীছের দুই অমূল্য নে'মত। অতএব সে অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করেছে কি-না, সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে।

শেষনবী ছিলেন বিশ্বনবী। কুরআন ও সুন্নাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী বিধান। অতএব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই উক্ত ইলাহী নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

বস্তুতঃপক্ষে উপরে বর্ণিত সকল বিষয়ই আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। এগুলি সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা দুনিয়ায় থাকতে এগুলির শুকরিয়া আদায় করেছিল, না কুফরী করেছিল। এই প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষকেই করা হবে। আল্লাহ আমাদের জবাবদানের তাওফীক দিন- আমীন!

সারকথা :

অধিক পাওয়ার আকাংখা পরিহার করতে হবে এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। আখেরাতে আল্লাহ্র নে'মত সমূহের জওয়াবদিহি করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

২২. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬, সনদ হাসান*।

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৫ম কিস্তি)

মোযা, পাগড়ী ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ সম্পর্কিত মাসআলা :

মোযার উপর মাসাহ করার হুকুম :

মোযা দুই প্রকার। যথা- ১- اَلْخُفُّ অর্থাৎ চামড়ার তৈরী মোযা। ২- اَلْجَوْرَبُ অর্থাৎ কাপড়ের তৈরী মোযা। এই উভয় প্রকার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. অর্থাৎ মোযার উপরে মাসাহ করা জায়েয, এতে আমার অন্তরে সামান্যতম সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে ৪০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِه فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِه فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে তিনি (মুগীরাহ) পানি সহ একটা পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করলেন এবং উভয় মোযার উপর মাসাহ করলেন।[২৪]

মোযার উপর মাসাহ ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ :

(ক) পবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ ওযূ অবস্থায় মোযা পরিধান করা। অতএব ওযূ বিহীন অবস্থায় মোযা পরিধান করলে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

উরওয়া ইবনে মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। (ওযূ করার সময়) আমি তাঁর মোযা দু'টি খুলতে চাইলে তিনি বললেন, ও দু'টি থাক, আমি পবিত্র অবস্থায় ওদু'টি পরেছিলাম। (এই বলে) তিনি তার উপর মাসাহ করলেন।[২৫]

(খ) মোযা বৈধ হওয়া। অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কারো মোযা জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে পরিধান করে অথবা চুরিকৃত মোযা পরিধান করে অথবা রেশমী কাপড়ের তৈরী মোযা পরিধান করে। তাহ'লে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

(গ) মোযা পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ অপবিত্র মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়। যেমন কুকুর অথবা গাধার চামড়া দ্বারা তৈরীকৃত মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

(ঘ) শারঈ দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসাহ করা। আর তা হ'ল, মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত।

শুরাইহ ইবনে হানী বলেন, سَأَلْتُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِى طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ. অর্থাৎ আমি আলী ইবনু আবি তালেব (রাঃ)-কে মোযার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (মাসাহ কতদিন যাবৎ করা যায়?) উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিনি রাত এবং মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন'।[২৬]

অতএব মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত অতিক্রম হ'লে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

মোযার উপর মাসাহ করার নিয়ম :

মোযার উপর মাসাহ করার সময় তার উপরিভাগ মাসাহ করতে হবে। অর্থাৎ পায়ের পাতার উপর মাসাহ করতে হবে।

মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোযাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি।[২৭]

অতএব মোযার নিম্নভাগ ও পেছনের দিকে মাসাহ করা বৈধ নয়। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

**. লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

২৩. ইবনে কুদামা (রহঃ), মুগনী, ১/৩৬০ পৃঃ।

২৪. বুখারী, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২০৩, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১১৫ পৃঃ।

২৫. বুখারী, 'পবিত্র অবস্থায় উভয় পা মোযায় প্রবেশ করানো' অনুচ্ছেদ, হা/২০৬, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১১৬ পৃঃ।

২৬. মুসলিম, হা/৬৬১। মিশকাত, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, হা/৪৮২। বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২৯ পৃঃ।

২৭. ছহীহ তিরমিযী, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৮৫। তিনি হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। মিশকাত, হা/৪৮৭, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া, ২/১৩২ পৃঃ।

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

অর্থাৎ দ্বীন যদি বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই হ'ত, তাহ'লে মোযার উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ মাসাহ করাই উত্তম হ'ত। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মোযাদ্বয়ের উপর দিকেই মাসাহ করতেন।[২৮]

মোযার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণ সমূহ :

(ক) গোসল ফরয হ'লে : অর্থাৎ মোযার উপরে মাসাহ করার পরে স্ত্রী মিলন করলে অথবা স্বপ্নদোষ হ'লে তা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ছফওয়ান ইবনু আস্সাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَلاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ... অর্থাৎ আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন আমাদের মোযা না খুলি তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত।[২৯]

(খ) মোযা খুলে ফেললে মাসাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায় মোযা পরিধান করার পরে তা খুলে পুনরায় পরিধান করলে উক্ত মোযার উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়।

(গ) নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে : ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পরে মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়। আর তা হ'ল, মুক্বীমের জন্য এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত।[৩০]

সফর অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই মুক্বীম হ'লে তার হুকুম :

সফর অবস্থায় মোযার উপর তিন দিন, তিন রাত মাসাহ করা বৈধ। কিন্তু সফরকারী এক দিন অথবা দুই দিন পরে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসলে সে মুক্বীম হয়ে গেল। এ অবস্থায় তার জন্য এক দিন, এক রাতের বেশী মাসাহ করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় তার করণীয় হ'ল, সে মুক্বীমের হুকুম পালন করবে। অর্থাৎ যদি এক দিন, এক রাত অতিক্রম হয়ে থাকে তাহ'লে মাসাহ ত্যাগ করবে। আর যদি এক দিন, এক রাতের কিছু অংশ বাকী থাকে তাহ'লে তা পূর্ণ করবে।[৩১]

মুক্বীম অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই সফরে বের হ'লে তার হুকুম :

কেউ মুক্বীম অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে এক দিন অতিক্রম হ'লে এবং এক রাত বাকী থাকতেই সফরে বের হ'ল। এখন যেহেতু সে মুসাফির সেহেতু তার জন্য তিন দিন, তিন রাত মাসাহ করা বৈধ। এমতাবস্থায় তার করণীয় হ'ল, সে মুক্বীমের হুকুম বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ সে তার মুক্বীম অবস্থার বাকী এক রাত মাসাহ করে মাসাহ ত্যাগ করবে। কেননা এক্ষেত্রে মুসাফিরের হুকুম পালন করলে মাসাহ ছহীহ হবে কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অতএব যে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তা থেকে দূরে থাকাই উচিত।[৩২] কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ. 'যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত কাজ কর'।[৩৩]

পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হুকুম

পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয। তবে পাগড়ীর বেশী অংশ মাসাহ করতে হবে। সামান্য কিছু অংশ মাসাহ করলে ছহীহ হবে না।[৩৪] জা'ফর ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. অর্থাৎ আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর পাগড়ীর উপর এবং উভয় মোযার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।[৩৫]

অতএব পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে টুপির উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা হাদীছে টুপির উপর মাসাহ করার কথা বর্ণিত হয়নি। তাছাড়াও পাগড়ী খুলে পুনরায় বাঁধতে যে কষ্ট অনুভূত হয়, টুপিতে তা হয় না।[৩৬]

ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ করার হুকুম :

শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা কেটে গেলে সেই অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। ওযূ করার সময় সেই ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ করা জায়েয। এক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ থাকবে ততদিন পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েয।[৩৭]

---

২৮. *আবু দাউদ, হা/১৬২, মিশকাত, হা/৪৯০, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া, ২/১৩৩ পৃঃ; হাফেয ইবনে হাজার হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্র. তালখীছুল হাবীর ১/১৬০।*

২৯. *তিরমিযী, হা/৯৬, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. ইরওয়াউল গালীল, হা/১০৪।*

৩০. *মুসলিম, হা/৬৬১; মিশকাত, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, হা/৪৮২; বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২৯।*

৩১. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫১।*

৩২. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫২।*

৩৩. *তিরমিযী, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/২৫১৮, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।*

৩৪. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫৯।*

৩৫. *বুখারী, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২০৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১১৫।*

৩৬. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫৩-২৫৪।*

৩৭. *ফিকহুল মুয়াস্সার, মুজাম্মা মালিক ফাহ্‌দ, পৃঃ ২৭।*

গোসল সম্পর্কিত মাসআলা

الغسل-এর আভিধানিক অর্থ-ধৌত করা।

পারিভাষিক অর্থ- ইবাদতের উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট নিয়মে, পবিত্র পানি দ্বারা সর্ব শরীর ধৌত করার নাম গোসল।[৩৮]

الغسل-এর হুকুম : গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সংঘটিত হ'লে গোসল করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَـــاطَّهَّرُوْا 'আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও' *(মায়েদা ৬)*।

যে সকল কারণে গোসল করা ওয়াজিব:

(ক) যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا 'আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও' *(মায়েদা ৬)*।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليْه وسلم لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

অর্থাৎ আমার প্রায়ই মযী নির্গত হ'ত এবং আমি গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করি অথবা অন্য কারো দ্বারা পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি মযী দেখবে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ছালাত আদায়ের জন্য ওযূ করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে'।[৩৯]

অতএব জাগ্রত অবস্থায় অসুস্থতার কারণে যৌন উত্তেজনা ছাড়াই বীর্যপাত হ'লে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।[৪০] অর্থাৎ সে ব্যক্তি শুধুমাত্র লজ্জস্থান ধৌত করবে এবং যে পোষাকে বীর্য লেগেছে তা পরিবর্তন করে নতুনভাবে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে।

পক্ষান্তরে ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হ'লেই গোসল ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য যৌন উত্তেজনা শর্ত নয়।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَــــاءَ. অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হ'লে কি ফরয গোসল করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে'।[৪১]

অতএব স্বপ্নের কিছু বুঝতে পারুক বা না পারুক, ঘুম থেকে জেগে বীর্য দেখলেই তার উপর গোসল ওয়াজিব।

(খ) পুরুষাঙ্গের খাতনার স্থান পর্যন্ত স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে বীর্য নির্গত হোক বা না হোক গোসল ওয়াজিব হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُـــسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ. 'তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দুই হাত ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং সহবাসের চেষ্টা করলে গোসল ফরয হয়, যদিও সে বীর্যপাত না করে'।[৪২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَـــا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا. 'যখন (পুরুষের) খাতনার স্থল (স্ত্রীর) খাতনার স্থলে প্রবেশ করবে, তখন উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছি। অতঃপর উভয়ে গোসল করেছি।[৪৩]

(গ) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَته فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

---

৩৮. *ঐ, পৃঃ ২৮।*

৩৯. *সুনানু আবি দাউদ হা/২০৬, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*

৪০. *শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি, ১/৩৩৪।*

৪১. *বুখারী, 'মহিলাদের স্বপ্নদোষ' অনুচ্ছেদ, হা/২৮২, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১/১৪৬।*

৪২. *মুত্তাফাক 'আলাইহি, মিশকাত, 'গোসল' অনুচ্ছেদ, হা/৩৯৬, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/৯২।*

৪৩. *তিরমিযী, হা/১০৮, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। মিশকাত, হা/৪০৬, বাঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/৯৬।*

অর্থাৎ এক ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থানরত অবস্থায় আকস্মাৎ তার উটনী হ'তে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, ঘাড় মটকে দিল (যাতে সে মারা গেল)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু'কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মস্তক আবৃত করবে না। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে'।[৪৪]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে যুদ্ধে শহীদ হওয়া ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فِي ثَوْب وَاحِد ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

নবী করীম (ছাঃ) ওহুদের শহীদগণের দুই দুই জনকে একই কাপড়ে (ক্ববরে) একত্র করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে কে কুরআন অধিক জানত? দু'জনের মধ্যে একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লে তাকে ক্ববরে পূর্বে রাখলেন এবং বললেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায় তাদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাদের (জানাযা) ছালাতও আদায় করা হয়নি।[৪৫]

(ঘ) হায়েয এবং নিফাসের রক্ত বন্ধ হ'লে তার উপর গোসল ওয়াজিব। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذَلِك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّي.

অর্থাৎ ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রাঃ)-এর ইস্তিহাযা হ'ত। তিনি এ বিষয়ে নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এ হচ্ছে রগের রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। সুতরাং হায়েয শুরু হ'লে ছালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়েয শেষ হ'লে গোসল করে ছালাত আদায় করবে'।[৪৬]

নিফাসের ক্ষেত্রেও হায়েযের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। কেননা নিফাস হায়েযের মতই। কেননা আয়েশা (রাঃ) হজ্জে গিয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে ঋতুবতী হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ) 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'।[৪৭] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিফাস শব্দের ব্যবহার করে হায়েয হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব হায়েয এবং নিফাসের হুকুম একই।

পবিত্রতা অর্জনের গোসলের নিয়ম :

অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। আর সেই গোসলের সুন্নাতী নিয়ম হ'ল- সে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে এবং বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে উভয় হাত ধৌত করবে। অতঃপর লজ্জাস্থান ও তার আশেপাশে যে স্থানগুলোতে বীর্য লেগেছে তা ধৌত করবে। এরপর সে ছালাতের অযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর হাতে পানি নিয়ে মাথার চুল খিলাল করবে। অতঃপর হাত দ্বারা মাথায় তিন বার পানি দিবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অতঃপর ছালাতের অযূর মত ওযূ করতেন। অতঃপর তাঁর অঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[৪৮]

যে সকল কারণে গোসল করা সুন্নাত :

(ক) সহবাসের পরে পুনরায় সহবাসে লিপ্ত হ'তে চাইলে ওযূ করা। আবু রাফে' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

৪৪. বুখারী, 'দু'কাপড়ে কাফন দেওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/১২৬৫; বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/১৩।

৪৫. বুখারী, 'শহীদের জন্য জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৪৩; বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/৪৭।

৪৬. বুখারী, 'হায়েয শুরু ও শেষ হওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৩২০, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৬২।

৪৭. বুখারী 'ঋতুবতী নারী হজ্জের যাবতীয় বিধান পালন করবে তবে কা'বা গৃহের তাওয়াফ ব্যতীত' অনুচ্ছেদ, হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৫৬।

৪৮. বুখারী, 'গোসলের পূর্বে অযূ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৪৮, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৩৩।

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِه يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِه وَعِنْدَ هَذِه. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

অর্থাৎ এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সকল বিবির নিকট ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর নিকট একবার ও তার নিকট একবার গোসল করলেন। আবু রাফে‘ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সর্বশেষে কি একবারই মাত্র কেন গোসল করলেন না? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘এটা হচ্ছে অধিক পবিত্রতাবর্ধক, অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক পরিচ্ছন্ন’।[৪৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. ‘যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় তা করতে ইচ্ছা করে, সে যেন মাঝে ওযূ করে’।[৫০]

(খ) জুম‘আর ছালাতের জন্য গোসল করা। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. ‘তোমাদের মধ্যে কেউ জুম‘আর ছালাতে আসলে সে যেন গোসল করে’।[৫১]

(গ) দুই ঈদের দিনে গোসল করা। যাযান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ قَالَ : اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ. فَقَالَ : لاَ الْغُسْلُ الَّذِى هُوَ الْغُسْلُ قَالَ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

অর্থাৎ এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে প্রতিদিন গোসল করতে পার। ঐ ব্যক্তি বলল, না, তবে গোসল হ’ল (সুন্নাতী) গোসল। তিনি বললেন, জুম‘আর দিনে, আরাফার দিনে, কুরবানীর দিনে এবং ঈদুল ফিতরের দিনে।[৫২]

(ঘ) হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِه وَاغْتَسَلَ. অর্থাৎ তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে এহরামের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করতে ও গোসল করতে দেখেছেন।[৫৩]

(ঙ) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পরে গোসল করা : আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ. ‘যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাল, সে যেন গোসল করে’।[৫৪]

(চ) কোন অমুসলিম ইসলাম কবুল করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। ক্বায়েস ইবনু আছেম (রাঃ) বলেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِىْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. অর্থাৎ আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হ’লে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দিলেন।[৫৫]

গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ :

(ক) মসজিদে অবস্থান করা। তবে মসজিদে অবস্থান না করে তা অতিক্রম করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ‘আর অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও’ *(নিসা ৪৩)*।

(খ) কুরআন স্পর্শ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ‘কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ব্যতীত’ *(ওয়াকিয়া ৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ. ‘কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত’।[৫৬]

(গ) ছালাত আদায় করা। ছালাত ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত হ’ল, ছোট ও বড় উভয় প্রকার নাপাকী হ’তে পবিত্রতা অর্জন করা।

---

৪৯. আবু দাউদ, মিশকাত, ‘নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা-মিশা ও তার পক্ষে যা মোবাহ’ অনুচ্ছেদ, হা/৪৪১, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১১১, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৮৬।

৫০. মুসলিম, মিশকাত, ‘নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা-মিশা ও তার পক্ষে যা মোবাহ’ অনুচ্ছেদ, হা/৪২৬, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১০৬ পৃঃ।

৫১. বুখারী, ‘জুম‘আর দিন গোসল করার তাৎপর্য’ অনুচ্ছেদ, হা/৮৭৭, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৪২৬ পৃঃ।

৫২. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অনুচ্ছেদ, হা/৬৩৪৩।

৫৩. তিরমিযী, ‘এহরামের সময় গোসল করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৮৩০, মিশকাত, হা/২৪৩২, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ৫/১৮৯ পৃঃ।

৫৪. সুনানু ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/১৪৬৩, হাদীছটি ছহীহ। দ্র. ইরউয়াউল গালীল হা/১৪৪।

৫৫. সুনানু আবি দাউদ, ‘ইসলাম গ্রহণের গোসল করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৫৫, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৫৬. মুয়াত্ত্বা মালেক, ১/১৯৯, দারাকুতনী, ১/১২১; নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২২।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُــوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِــنْ غُلُــوْلٍ. 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দ্বারা দান কবুল হয় না'।[৩৫]

(ঘ) পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বা গৃহ তাওয়াফ করবে না'।[৩৬]

[চলবে]

৩৫. *মুসলিম, হা/২২৫, মিশকাত, হা/২৮১, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/৪৮।*

৩৬. *বুখারী, হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৫৬।*

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের সবার একই দাওয়াত ছিল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং শিরকের পথ পরিহার কর। সাথে সাথে তাঁরা মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কিভাবে সফলতা লাভ করতে পারে সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মানব জীবনে সফলতা লাভের কতিপয় উপায় উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) তাওহীদুল ইবাদাহ প্রতিষ্ঠা করা :

ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হ'তে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে' *(বায়্যিনাহ ৫)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ 'হে নবী! আপনি বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে' *(যুমার ১১)*। আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করতে হবে এবং শিরকী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 'অতএব যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

আয়াতটিতে ইবাদত কবুলের দু'টি শর্ত বলা হয়েছে- (১) ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। (২) রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে হ'তে হবে। নচেৎ তা কবুল হবে না।

নবী-রাসূলদের দাওয়াতী মিশন ছিল ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হবে এবং শিরকী কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ- 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ৩৬)*।

আলোচ্য আয়াতটিতে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ইবাদত করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের জন্য যত প্রকার ইবাদত করা হয় সেসব বর্জন করতে বলা হয়েছে। সুতরাং যারা কবরে সিজদা করে, নযর দেয়, কবরে গরু-ছাগল-মুরগী, টাকা-পয়সা দেয়, কবরের নিকট বরকত চায়, ফুল দেয় এবং পীর বাবার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যারা মূর্তি পূজা করে, যাদু করে, গণক গিরি করে সবই তাগূতের পথ, শয়তানের পথ।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ 'আমি তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

তিনি আরো বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ 'নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৫৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً 'আর তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করো না' *(নিসা ৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 'আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে' *(ইসরা ১৭/২৩)*।

তিনি আরো বলেন, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً 'হে মুহাম্মাদ বলুন! তোমরা এসো, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শোনাই। (তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার করবে না' *(আন'আম ১৫১)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্য হবে এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। মূলতঃ তাওহীদুল ইবাদাহ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মুমিনের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যখন মু'য়ায (ইবনে জাবাল) (রাঃ)-কে শাসনকর্তা হিসাবে ইয়ামান পাঠান, তখন বলেছিলেন, তুমি আহ'লে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং প্রথমে

* এম, এ (শেষ বর্ষ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

তাদেরকে এই সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহ'লে তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের হ'তে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকবে।[৫৭]

হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদেরকে তাওহীদুল ইবাদাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সর্বপ্রথম দাওয়াত হবে তাওহীদের। এরপর ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ইবাদতের।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলের মূলকাজ। যেমন তিনি বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদে থাকবে; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত হবে'।[৫৮]

অন্যত্র এসেছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মানুষদের বলেছিলেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে'।[৫৯]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হ'ল- (১) সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করতে হবে। (২) সকল প্রকার শিরকী আমল পরিহার করতে হবে।

অপরদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর হজ্জটাই ছিল তাওহীদের বাণী প্রচার ক্ষেত্র স্বরূপ। যেমন তিনি তালবিয়াহ পাঠ করতেন এভাবে, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَـــكَ لَبَّيْـــكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَشَـــرِيْكَ لَـــكَ- অর্থ : 'আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির। আপনার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই আপনার; আপনার শরীক নেই'।[৬০]

মুহাদ্দিছ আল্লামা আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, হাদীছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হ'তে হবে, অন্যের জন্য নয়।[৬১]

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আরাফার দো'আ সম্পর্কে বলেন, উত্তম দো'আ হ'ল আরাফার দিনের দো'আ। যে দো'আ আমি এবং আমার পূর্বের নবীগণ পড়তেন। তাহ'ল 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই সমস্ত রাজত্বের মালিক এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাবান'।[৬২]

মূলতঃ তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েই মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করে দুনিয়া থেকে পরপারে চলে যায়। এজন্যই আল্লামা ইবনে আবিল-ইয হানাফী (রহঃ) বলেন, 'তাওহীদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথমে ইসলামে প্রবেশ করা হয় এবং সেটার মাধ্যমেই মানব জাতি দুনিয়া থেকে বের হয়ে পরপারে যায়। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির শেষের বাক্য হবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৬৩]

কোন বিদ্বান বলেন, তাওহীদই হচ্ছে প্রথম ওয়াজিব এবং সেটাই হচ্ছে শেষ ওয়াজিব।[৬৪] অপর হাদীছ থেকে পাওয়া যায়, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ জান্নাতের চাবি। ওয়াহ্হাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে কোন চাবির দাঁত থাকে। তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথা তোমার জন্য খোলা হবে না।[৬৫]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কালেমা পড়ে বসে থাকলে হবে না, আমলও করতে হবে, নচেৎ নাজাতের কোন পথ নেই।

প্রত্যেক আদম সন্তানই ইসলামের উপর তথা তাওহীদের উপর জন্ম লাভ করে। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতকই ফিৎরাতের উপর (তাওহীদের উপর) জন্মলাভ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা মাজুসী (অগ্নিপূজক) রূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ পশু একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তিলাওয়াত করলেন 'তাঁর (আল্লাহ্‌র) দেয়া ফিৎরাতের অনুসরণ কর, যে ফিৎরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন'।[৬৬]

---

৫৭. *বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলীম হা/১৯।*
৫৮. *বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২১।*
৫৯. *আহমাদ হা/১৬০৬৬; ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।*
৬০. *ছহীহুল বুখারী হা/১৫৪৯।*
৬১. *তাফসীর আন-নাসিক বে আহকামিল মানাসিক, পৃঃ ৯০-৯১।*
৬২. *তিরমিযী হা/৩৫৮৫; মিশকাত হা/২৫৯৮, সনদ হাসান।*
৬৩. *ইবনে হিব্বান হা/৭১৯ সনদ ছহীহ।*
৬৪. *শরহে আক্বীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ ১/১২৫।*
৬৫. *ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, পৃঃ ১৯৮।*
৬৬. *রূম ৩০; ছহীহুল বুখারী হা/১৩৫৯।*

এ আয়াত ও হাদীছের শিক্ষা হ'ল- (১) প্রথমেই আক্বীদা শুদ্ধ করতে হবে এবং সকল ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হ'তে হবে। কোন পীর, মাজার, দরগা বা অন্য কারো জন্য নয়। কেননা এসব শিরক এবং এর পরিণাম জাহান্নাম।

(২) কালেমা পড়ার সাথে সাথে আমল করতে হবে। অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে, মুখে উচ্চারণ এবং তা কাজে বাস্তবায়ন করতে হবে, নইলে মুসলমান হওয়া যাবে না।

(৩) সকল তাগূতীপথকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাগূত হচ্ছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করা।

(৪) সকল মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর (তাওহীদের উপর) জন্ম গ্রহণ করে। পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজক বানায়।

(৫) সম্পূর্ণ হজ্জ অনুষ্ঠানই তাওহীদের বাণী প্রচারের উপযুক্ত সময়।

(৬) তাওহীদের মাধ্যমেই মানব সন্তান ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাওহীদের মাধ্যমেই দুনিয়া থেকে পরপারে চলে যায়।

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণেই আমল করতে হবে। অন্যথা তা কবুল হবে না।

সাফল্য লাভের দ্বিতীয় উপায় : শিরক মুক্ত আমল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমান যুলুমের সাথে (শিরকের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি, প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী। তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*।

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হ'ল 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের দ্বারা কুলষিত করেনি। তখন তা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এখানে অর্থ তা নয়; বরং এখানে যুলুমের অর্থ হ'ল শিরক। তোমরা কি কুরআনে শুননি লোক্বমান তাঁর ছেলেকে নছীহত করার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক এক মহাপাপ'।[৬৭]

অতএব আমাদের প্রথম দাওয়াত হ'তে হবে তাওহীদের এবং শিরকী কাজ বর্জনের। এ মর্মে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী (ছাঃ)-এর পেছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয! বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক কি এবং আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক্ব হ'ল, তারা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। আর আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক্ব হ'ল, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি মানুষকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, না, তাহ'লে তারা আমল থেকে বিমুখ হয়ে পড়বে'।[৬৮]

শিরক করলে শিরককারীর সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّـا كَـانُواْ يَعْمَلُـونَ 'আর তারা যদি শিরক করতো তবে তারা যা কিছুই করতো, সবই নষ্ট হয়ে যেতো' *(আন'আম ৮৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِـرِيْنَ 'যদি তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*।

শিরক কারীকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَـشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْداً 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করল সে নিশ্চয়ই চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেল' *(নিসা ১১৬)*।

শিরক করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْـصَارٍ 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না' *(মায়েদাহ ৭২)*।

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন সৎ আমলের সাথে শিরক না করলে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। আর যদি তাদের আমল শিরক দ্বারা শুরু হয় তবে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

৬৭. *লোক্বমান ১৩; ছহীহুল বুখারী হা/৩৪২৯।*

৬৮. *বুখারী হা/৬২৬৭, ৫৯৬৭, ২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০, ১৪৪।*

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوْنَنِيْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) দান করবেন। যেমন তিনি (প্রতিনিধিত্ব) দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আর ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী' (ফাসিক্ব) *(নূর ৫৫)*।

শিরককারীকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (রাবী বলেন) আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৬৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। আর (রাবী বলেন,) আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসাবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়? (তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে'।[৭০]

অন্যত্র তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করে সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৭১]

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত অমীয় বাণী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, শিরক করলে পরকাল হারাতে হবে এবং মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে শিরক মিশ্রিত কতিপয় আমল উল্লেখ করা হলো-

(১) রুকূ-সিজদা : রুকূ-সিজদা আল্লাহ্র জন্যই করতে হবে। এ রুকূ-সিজদা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মাযার, কবর, পীর বাবা বা অন্য কারো জন্য করা হ'লে সেটা হয়ে যাবে শিরক মিশ্রিত আমল। তাই কোন মাযার বা কবরকে সিজদা করা যাবে না। রুকূ-সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হ'তে পার' *(হজ্জ ৭৭)*।

পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু মহান আল্লাহকে সিজদা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 'আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকালে ও সন্ধ্যায়' *(রা'দ ১৫)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ 'আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে জীব-জন্তু এবং ফেরেশতাগণও। আর তারা অহংকার করে না' *(নাহল ৪৯)*।

রুকূ-সিজদা শুধু আল্লাহকেই করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর' *(হা-মীম-সাজদাহ ৩৭)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের জন্য সমীচীন হবে না যে, একজন মানুষ অপর মানুষকে সিজদা করবে'।[৭২] কোন মুসলমান কখনও আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে পারে না। আর অন্য কাউকে সিজদা করাটা শুধু কাফেরের দ্বারাই হয়ে থাকে। যেমন মূর্তিকে সিজদা করা এবং চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি ও ক্রুশকে সিজদা করা। যারা এগুলোকে সিজদা করে তারা প্রকাশ্য কুফরী করে।[৭৩]

কবরকে সিজদা করা কুফরী এবং বড় শিরক। তাই নবী করীম (ছাঃ) কবরে সিজদাকারীর জন্য ধ্বংসের দো'আ করেছেন।

---

৬৯. *বুখারী হা/১২৩৮; মুসলিম হা/২৬৮।*
৭০. *বুখারী হা/৪৪৯৭।*
৭১. *মুসলিম হা/২৭০।*
৭২. *আহমাদ ২০/৬৫, হা/১২৬১৪, সনদ জাইয়িদ।*
৭৩. *আশ-শেফা ২/২৯১-২৯২।*

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে'।[৭৪]

হাফেয ইবনে আব্দিল বার্র বলেন, 'নবীদের কবরকে সিজদা করা হারাম। এর অর্থ এই যে, অন্যদের কবরকে সিজদা করা হালাল নয়'।[৭৫] অনুরূপভাবে তিনি কবরকে সিজদা করা বড় শিরক বলেছেন।[৭৬]

যারা মানুষ বা কবরে সিজদা করে তারা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উম্মু সালমাহ (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যেসব প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐসব ব্যক্তির প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব'।[৭৭]

নবী করীম (ছাঃ) নিজেই আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছেন যেন তাঁর কবরকে ইবাদতখানা বানানো না হয়। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে (পূজার ন্যায়) ইবাদতখানা বানায়ে নিও না'।[৭৮]

ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে (কবরে অথবা মাযারে) সিজদা করাকে বড় শিরক বলেছেন।[৭৯]

ইমাম মালেক এবং তাঁর অনুসারীগণও নবী-রাসূল এবং পীর-মাযার, কুব্বাকে সিজদা করা বড় শিরক বলেছেন।[৮০]

অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ ও তাঁদের অনুসারীগণও আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সিজদা করাকে বড় শিরক বলেছেন। ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রুকূ-সিজদা, তাসবীহ, দো'আ, ক্বিরাআত (কুরআন পড়া), ক্বিয়াম (রাতের ছালাত বা অন্য ছালাত) এসবই আল্লাহ্র জন্যই হ'তে হবে। কোন চন্দ্র, সূর্য, নবী-ফেরেশতা বা কোন সৎ মানুষ বা কোন কবরের জন্য নয়।

মোটকথা রুকূ-সিজদা এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই হ'তে হবে। যদি রুকূ-সিজদা কোন কবরে মাযারে বা অন্য কাউকে করা হয়, তাহ'লে বড় শিরক হবে। আর বড় শিরক করলে এবং তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে, যদিও সে ছালাত-ছিয়াম হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি ইবাদত পূর্ণভাবে আদায় করে থাকে। সুতরাং যে সকল ভাই-বোনেরা কবরে রুকূ-সিজদা করেন, সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করেন, তারা এখনই তওবা করুন এবং কবর পূজা ছাড়ুন। নইলে পরকালে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হ'তে হবে।

[চলবে]

---

৭৪. *বুখারী হা/৪৩৭।*
৭৫. *আত-তামহীদ ৬/৩৮৩।*
৭৬. *আত-তামহীদ ৫/৪৫।*
৭৭. *বুখারী হা/৪৩৪।*
৭৮. *মুওয়াত্ত্বা মালেক ২/৭২ হা/৪৫২, সনদ ছহীহ মুরসাল, আত-তামহীদ ৫/৪২-৪৩; নাছীরুদ্দীন আলবানী একে ছহীহ বলেছেন। দ্র. তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ২৫ হা/১১।*
৭৯. *বাহরুর রায়েক ৫/১২৪; রূহুল মা'আনী ১৭/২১৩; মিরক্বাত ২/২০২; আবু হানীফা, উছূলুদ্দীন পৃঃ ২৬০।*
৮০. *জুহূদুল মালেকিয়্যাহ, পৃঃ ৪৩৯-৪৪৬।*

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার :

জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ : Article-3

Everyone has the right to life, liberty and security of person. 'প্রতিটি মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে' *(অনুচ্ছেদ-৩)*।

অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অন্যায়ভাবে কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তেক্ষেপ করবে না ও হত্যা-নিপীড়ন করবে না। মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজন, যা মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ :

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়; একে 'The complete code of life' বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা হয়। এটা শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য তা নয়; বরং গোটা বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ। ইসলামী জীবন বিধানে মৌলিক একটি নির্দেশনা হ'ল- প্রত্যেক মানুষ জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অর্থাৎ কোন মানুষ একে অন্যকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, যুলুম-নির্যাতন করবে না এবং স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার নষ্ট করবে না। এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী আরোপ করা হয়েছে।

ক. জীবনের নিরাপত্তা : পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ গ্যারান্টি। এতে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে চমৎকার দিক-নির্দেশনা রয়েছে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনও করা হয়েছে। কেবল জাতিসংঘ সনদে নয়, অন্য কোন ধর্মেও এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعاً– 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ– 'আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না' *(বনী ইসরাঈল ৩৩)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً– 'আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহ্র গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন' *(নিসা ৯৩)*।

সমাজে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যেন তাদের সন্তানদের হত্যা না করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অধুনা বিশ্বে মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বংশ নিধনের যে কত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেব' *(আন'আম ১৫১)*।

এতদুদ্দেশ্যে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১, আন'আমের ১৪০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তা কতটুকু তা একটি সমীক্ষা দেখলে বুঝা যাবে। যেমন মহাজোট সরকারের আমলে সাড়ে ৩ বছরে ১৬ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।[৮১] চট্টগ্রামে সাড়ে ৫ বছরে ২ হাযার বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে।[৮২] গত ৩ বছরে ঢাকায় ৫৫৭৬টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম।[৮৩]

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ৯ মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী ফোর্স (বিএসএফ) ২৮ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা ও ৭০ জনকে আহত করেছে । এ সময় অপহৃত হন ৫৩জন বাংলাদেশী। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, গত ৯ মাসে কমপক্ষে ৬০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে এবং রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩০ জন নিহত এবং ১২ হাজার ২০৬ জন আহত হয়েছে। এসময় আরো ৬৫১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[৮৪] অর্থাৎ উক্ত রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় যে, হত্যা, নির্যাতন, খুন-খারাবী যেন হিংস্র জানোয়ারকেও হার মানিয়েছে!

জীবন্ত কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ : ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে আরবরা তাদের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে সামাজিক নীচু ও হীন ন্যক্কারজনক কাজ বলে মনে করত। যার জন্য পিতা-মাতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আদরের সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না। একদিকে পিতা-মাতার বুক ফাঁটা চাপা আর্তনাদ, অপর দিকে ঘৃণ্য বর্বর সামাজিক প্রথায়

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৮১. *আমার দেশ, ৮ আগষ্ট ২০১২, ১ম পৃঃ।*
৮২. *আমার দেশ, ৮ জুলাই ২০১২।*
৮৩. *আমার দেশ ২৪ সেপ্টেম্বর'১১, ১ম পৃঃ।*
৮৪. *আমার দেশ, ২ অক্টোবর ২০১২।*

লোকলজ্জার কারণে স্নেহতুল্য কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া- এ যেন পৃথিবীর মুক্ত হাওয়াকে ভারী করে তুলেছিল; আর সে বিষাক্ত ও অমানবিক প্রথা বন্ধ করার তখন কেউ ছিল না। এমনি সময় আবির্ভূত হন মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার নিকটে আল্লাহ পাক নাযিল করলেন আল-কুরআন। এই কুরআনে ঘোষণা এল- وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ– بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ– 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকবীর ৮১/৮-৯)*।

নিষিদ্ধ করা হ'ল কন্যা হত্যার জঘন্য প্রথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বরং কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে আরও উৎসাহ যোগালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করল সে জান্নাতে যাবে। এক ছাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি (ছাঃ) বললেন, দু'টি মেয়েকে লালন-পালন করলেও সে জান্নাতে যাবে'।[৮৫]

অর্থাৎ ইসলাম সকল সামাজিক কুপ্রথাকে পদদলিত করে কন্যাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে অভিষিক্ত করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রগতিবাদীদের চক্ষু উন্মীলিত হয় না। অথচ ভারতে তামিলনাড়ু সরকারী হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী জন্মগ্রহণকারী প্রতি ১০টি কন্যা শিশুর মধ্যে ৪টি শিশুকে মরে যাওয়ার জন্য রেখে দেয়া হয়। ভারতে যখনই কেউ জানে যে মাতৃগর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে, তখনই সে ভ্রূণ হত্যা করে ফেলা হয়। ফলে মেয়ে সংকটও দেখা যাচ্ছে। যেমন জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউ.এন.এফ.পি.ও) তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ১৫ হাযার মানুষ পাচার হচ্ছে। এর বেশীর ভাগ নারী ও শিশু। গত ১০ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় ১ লাখ মানুষ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পাচার হয়েছে ১০ লাখেরও বেশী। এর মধ্যে ৪ লাখ নারী আটক আছে ভারতের বিভিন্ন পতিতালয়ে এবং ১০ হাযারের বেশী নারী বিক্রি হয়েছে পাকিস্তানের বিভিন্ন পতিতালয়ে।[৮৬] এক হিসাবে দেখা যায়, ভারতে প্রতি বছর ১ মিলিয়নেরও বেশী কন্যা ভ্রূণ গর্ভপাত করানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারতে তামিলনাড়ু ও রাজাস্থান প্রদেশসহ বিভিন্ন স্থানে পোষ্টার ও প্রচার পত্রে বলা হচ্ছে ৫০০ রুপী খরচ করুন এবং ৫ লাখ রুপী বাঁচান। অর্থাৎ ৫০০ রুপীর মাধ্যমে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মাতৃগর্ভের শিশুটি ছেলে না মেয়ে জানার জন্য মূলত এই প্রচার পত্র। শুধু এ দেশ কেন বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও এর অনুকরণে কন্যা সন্তানদের বিরুদ্ধে নানাভাবে নীরবে হত্যা-নির্যাতন বাড়ছে যদিও তারা কন্যা তথা নারী অধিকার নামে কোটি কোটি ডলার খরচ করছে।

৮৫. *আদাবুল মুফরাদ হা/৭৮; ছহীহাহ হা/১০২৭।*
৮৬. *আমার দেশ, ২৯ জুলাই ২০১২, ৫ পৃঃ।*

আত্মহত্যা বন্ধ : ইসলাম মানুষকে কেবল অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যা নিষিদ্ধ করেনি। বরং আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বর্তমানে সামান্য কারণেও মানুষ আত্মহত্যা করছে। যা শুধু বাংলাদেশে নয়- ভারত, চীন, আমেরিকা, বৃটেন, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশেও হচ্ছে। যেমন- ভারতের 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে দৈনিক ৪৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ১৯৯৭-২০১০ সাল পর্যন্ত ভারতে ২ লাখ ৩২ হাযার ৪৬৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এদিকে 'ইন্ডিয়া টুডে'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে ভারতে প্রতি ৩০ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করে।[৮৭] বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র (?) বলে পরিচিত যুক্তরাজ্যে মন্দায় ২০০৮-২০১০ সাল পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে ১ হাযার মানুষ।[৮৮] বাংলাদেশের কেবল ঝিনেদা যেলাতেই গত চার দশকে ৪০ হাযার মানুষ আত্মহত্যা করছে, যা দেশের সকল যেলাকে অতিক্রম করেছে। অবশ্য হত্যার পিছনে দারিদ্র, বেকারত্ব, হতাশা, পারিবারিক ও সামাজিক প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান।[৮৯] এটা সম্পূর্ণ অমানবিক ও অপ্রত্যাশিত, যা কুরআনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ 'তোমরা আত্মহত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে'।[৯০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দেখা যায় কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফলাফলকরতে না পারলে, খেলায় হেরে গেলে, এমনকি কারো পসন্দের নায়ক-নায়িকা মারা গেলেও আত্মহত্যা করতে দ্বিধা করে না, যা অত্যন্ত গর্হিত ও পাপের কাজ। এ সমস্ত সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া অতীব যরূরী।

হত্যা কখন করা যাবে :

মানুষ মানুষকে অকারণে ও বেআইনিভাবে হত্যা করতে পারে না। আইন মোতাবেক তথা উপযুক্ত কারণে ইসলামী রাষ্ট্র কোন অপরাধীকে হত্যা করতে পারে। কোন ব্যক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কোনরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারবে না।

ইসলামী আইনের চূড়ান্ত বিচারে মানুষকে হত্যা করা যায়, এমন ছয়টি ক্ষেত্র রয়েছে।-

১. অকারণে হত্যাকারীকে কিছাছের দণ্ড হিসাবে হত্যা করা।

৮৭. *আত-তাহরীক ডিসেম্বর '১১, পৃঃ ৪১।*
৮৮. *ইনকিলাব, ২৫ আগষ্ট ২০১২, ৬ পৃঃ।*
৮৯. *আমার দেশ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২।*
৯০. *বুখারী, মিশকাত, হা/৩৪৫৪, 'কিছাছ' অধ্যায়।*

২. দ্বীন ইসলামের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ করা ও সে যুদ্ধে হত্যা করা।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও তা উৎখাতের চেষ্টাকারীকে হত্যা করা।

৪. বিবাহিত পুরুষ-নারী যেনা করলে দণ্ড স্বরূপ হত্যা করা।

৫. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীকে দণ্ড স্বরূপ হত্যা করা।

৬. ডাকাতির কারণে অথবা নিজের জানমাল ও ইযযত রক্ষার ক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করা যায়।

ইসলামে কেবল উপরোক্ত ছয়টি অবস্থায় মানুষের জীবন ও প্রাণের সম্মান নিঃশেষ হয়ে যায়, বিধায় তাকে হত্যা করা যরূরী হয়ে পড়ে। তবে ব্যক্তিগত হত্যার ক্ষেত্রে নিজে কখনও আগেভাগে উদ্বুদ্ধ হবে না এবং সে হত্যায় মানুষের মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা চলবে না।

মানব হত্যার সূচনা : মানব ইতিহাসে হত্যার সূচনা হয় আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এ হত্যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ– 'তুমি যদি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ২৮)*। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে পৃথিবীতে সংঘটিত সকল হত্যার একটি অংশ কাবীল পাবে।[৯১]

হত্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা কারণে মানুষ হত্যাকে কবীরা গুনাহ বলেছেন। তিনি মারামারি ও সশস্ত্র ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কেননা তাতে অকারণ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবহত্যা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দুই জন মুসলমান তরবারি (মারণাস্ত্র) সহ পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে পড়লে (একজন নিহত হ'লে), হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে। নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূলে করীম (ছাঃ) বললেন, 'কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে উদ্যোগী ছিল। অন্য জনের নিহত হওয়া তো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তার পরিবর্তে তারই হাতে সেও নিহত হ'তে পারত'।[৯২]

মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! আমি যদি একজন অমুসলিম কাফির ব্যক্তির সম্মুখীন হই, আর সে তার তরবারির আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে। পরে সে একটি বৃক্ষের আশ্রয়ে বলতে থাকে, 'আমি ইসলাম কবুল করেছি, আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি- এই কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। রাবী বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলে ঐ কথা বলেছে। তবুও কি আমি তাকে হত্যা করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তাহ'লে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, হত্যার পর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। আর সে যা বলছে, তা বলার পূর্বে সে যে অবস্থায় ছিল, তুমি সে অবস্থায় পৌঁছে যাবে'।[৯৩] অর্থাৎ তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে মুসলিম হিসাবে তোমার যে মর্যাদা ছিল, সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার আগে তার যে স্তর ছিল, তুমি সেই স্তরে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ মুসলিমকে হত্যার কারণে তোমাকে কিছাছের দণ্ড হিসাবে হত্যা করা ওয়াজিব হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উম্মতকে সর্বপ্রকার নিপীড়ন, কষ্টদান ও হত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নছীহত করেছেন। একটি হাদীছে তিনি বলেছেন, 'হে লোক! আমাদের উপর যে অস্ত্র নিক্ষেপ করবে বা সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না'।[৯৪]

তিনি আরও বলেন, 'যে লোক তীর, বর্শা-বল্লম (মারণাস্ত্র) নিয়ে আমাদের মসজিদ কিংবা আমাদের হাটে-বাজারে যাতায়াত করবে সে যেন তার অগ্রভাগ সামলিয়ে রাখে, অথবা বলেছেন সে যেন তার দস্তানা (তলোয়ার) ধরে থাকে। যাতে তা থেকে কোন মুসলিমের গায়ে একবিন্দু আঘাত না লাগে'।[৯৫]

খ. জীবনের মর্যাদা

মানুষের জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল, ইয্যত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল। তোমাদের আজকের এই পবিত্র দিন, এই পবিত্র (যিলহজ্জ) মাস, এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না'।[৯৬]

অতঃপর তাঁর (ছাঃ) এই নছীহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন, জাহিলী যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হ'ল। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইবনুল হারিছের দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ। যাকে হুযাইল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। অদ্য আমি তা ক্ষমা করে

৯১. ইবনু মাজাহ হা/২৬১৬ সনদ হাসান।
৯২. বুখারী হা/৩১; মুসলিম হা/২৮৮৮।
৯৩. বুখারী হা/৪০১৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৪৯।
৯৪. বুখারী হা/৭০৭০; মুসলিম হা/৯৮।
৯৫. বুখারী হা/৬৬৬৪।
৯৬. বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১২১৮।

দিলাম'।[৯৭] মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়া অপেক্ষা সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার'।[৯৮]

যুদ্ধবন্ধী অমুসলিমকে হত্যার বিধি-বিধান :

ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য যেমন প্রেরিত হয়নি, তেমনি হত্যার বিধানও কেবল মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ বিধান ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, শিশু-নারী যিম্মী বা বন্দীদের প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'।[৯৯] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলমানকে হত্যা করল সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১০০]

একবার কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের এক শিশু নিহত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মাহত হ'লেন; তিনি (ছাঃ) বললেন, মুশরিক শিশুরাও তোমাদের চাইতে উত্তম। সাবধান! শিশুদের হত্যা করো না। প্রতিটি জীবন আল্লাহ নির্ধারিত ফিতরাত (সৎ স্বভাব নিয়ে) জন্মগ্রহণ করে থাকে।[১০১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল, কিন্তু হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহানবী (ছাঃ) চরম অসন্তুষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন; 'হে লোক সকল! ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে মানুষ নিহত হচ্ছে এবং তার হত্যকারীর পরিচয় মিলছে না? একজন মানুষ হত্যা করার জন্য আসমান-যমীনের সমগ্র সৃষ্টিও যদি একত্রে হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ এদের সকলকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না'।[১০২]

কোন এক যুদ্ধে এক নারী নিহত হয়। মহানবী (ছাঃ) তাঁর লাশ দেখে বলেন, আহ! এ কি কাজ করলে? সেতো যোদ্ধাদের মধ্যে শামিল ছিল না। যাও সেনাপতি খালিদকে বলে দাও যে, নারী, শিশু ও দুর্বলদের হত্যা করো না। তাহ'লে এখানে স্পষ্ট যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দি ও অমুসলিমদেরকেও কত নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছে।[১০৩]

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিশোধ না নেয়া :

৬৩০ সালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় কাফির-কুরায়েশদের উপর কোন রূপ প্রতিশোধ নেননি। মক্কাতে এমনকি মদীনায় হিজরতের পরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কুরায়েশ ও কাফিররা লোমহর্ষক নির্যাতন-নিপীড়ন, চালিয়েছিল। তারা তাঁকে (ছাঃ) হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, ছাহাবীদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল ও কোন কোন ছাহাবীকে হত্যা করেছিল, যা ইতিহাসের পাতায় নির্মমতার নযীর হিসাবে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। মক্কা বিজয় করলেন রাসূল (ছাঃ)। তিনি তাদের উপর কোনরূপ প্রতিশোধ না নেয়ার অঙ্গীকার করলেন। অতঃপর তিনি (ছাঃ) সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ফরমান জারী করেন :

১. যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে তাদের হত্যা করবে না।

২. যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।

৩. যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।

৪. যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে বসে থাকবে তাকে হত্যা করবে না।

৫. যে হাকীম ইবনে হিযামের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না।

৬. পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না।

৭. আহত ব্যক্তিদের হত্যা করবে না।

রাসূল (ছাঃ) বিশ্ব দাবারে মানুষের জীবনের স্বাধীনতা ও ক্ষমা প্রদর্শনের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যেমন-

গ. জীবনের স্বাধীনতা ও ক্ষমা : মক্কা বিজয়ের পরে কা'বার প্রাঙ্গনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হে কুরায়েশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব বলে তোমরা আশা কর'? সবাই বলে উঠল, 'উত্তম আচরণ। আপনি দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'শোন! আমি তোমাদের সেকথাই বলছি, যেকথা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ নেই' *(ইউসুফ ১২/৯২)*। যাও তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন'।[১০৪] এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার সকল শত্রুকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন।

আধুনিক বিশ্বের কোথাও কোথাও এরূপ ঘোষণার ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত ১০ অক্টোবর '১২ এর পত্রিকায় দেখা গেল যে, মিশরের প্রেসিডেন্ট ডঃ মুরসি ও যুদ্ধ শত্রুদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম। আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর সমর্থনকারীদেরকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এতে সকলে মিলে দেশ গঠনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর পিতার সেই আইনকে বাতিল করে যুদ্ধপরাধীদের বিচার শুরু করল। প্রশ্ন

৯৭. মুসলিম হা/১২১৮।
৯৮. বুখারী, তিরমিযী হা/১৩৯৫।
৯৯. নাসাঈ হা/৪৭৪৭ সনদ ছহীহ।
১০০. বুখারী হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৩৪৫২।
১০১. আহমাদ হা/১৫৬২৬, হাকেম হা/২৫৬৬, সনদ ছহীহ।
১০২. তাবারাণী।
১০৩. আবু দাউদ, মিশকাত হা/৩৯৫৫, সনদ হাসান।

১০৪. ইবনু হিশাম ২/৪১২; আল-বিদায়াহ ৪/৩০১; সীরাতু ইবনে কাছীর ৩/৫৭০; ফিক্বহুস সীরাহ ১/৩৮২; যঈফাহ হা/১১৬৩, সনদ যঈফ।

হ'ল এতে দেশ কতটুকু উপকৃত হবে? এতে বরং জাতিগত দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কুরায়েশদের ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে- কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে জীবনের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু আল্লাহ্র আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই কারণে মহানবী (ছাঃ) গামিদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ দেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী বলে উল্লেখ করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুগ্ধপানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।[১০৫] তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে মাতৃগর্ভের সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা ছিল। সেজন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যতদূর সম্ভব মুসলমান (নাগরিক)-কে বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দাও'।[১০৬]

এখানে বুঝা যায় যে, মানুষ হিসাবে ভুল বা অন্যায় করতে পারে কিন্তু ইসলাম তা থেকে মুক্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা পাওয়ার পথও খুলে রেখেছে। এরকম ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে বহু উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন- মায়েয ইবনু মালিকের ঘটনা। একবার তিনি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর স্বয়ং মহানবী (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, 'ধিক তোমাকে! তুমি চলে যাও। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থ বার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাকে কোন্ জিনিস হ'তে পবিত্র করব'? তিনি বললেন, 'যেনা হ'তে'। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণকে) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি কি পাগল'? লোকেরা বলল, 'না, সে পাগল নয়'। তিনি আবার বললেন, 'লোকটি কি মদ পান করেছে'? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে তার মুখ হ'তে মদের কোন গন্ধ পেল না।

অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সত্যিই যেনা করেছ'? সে বলল, 'হ্যাঁ'। এরপর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে রজম করা হ'ল। এ ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণের নিকট) এসে বললেন, 'তোমরা মায়েয বিন মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ মায়েয বিন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সে এমন তওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে'।

এরপর আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন'। তিনি বললেন, 'ধিক তোমাকে! তুমি চলে যাও। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর'। তখন মহিলাটি বলল, 'আপনি মায়েয বিন মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? আমার গর্ভের এই সন্তান যেনার'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি (সত্যই অন্তঃসত্তা)? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। বর্ণনাকারী বলেন, 'আনছারী এক লোক মহিলাটির সন্তান হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, গামেদী মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। এবার তিনি (ছাঃ) বললেন, 'এ শিশু বাচ্চাটিকে রেখে আমরা মহিলাটিকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে পারি না'। কারণ তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। এ সময় জনৈক আনছারী দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব'। রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাটিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর যখন সে আসল, তখন তিনি বললেন, 'আবার চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খণ্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'ল। এবার মহিলাটি এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র নবী! এই দেখুন আমি তাকে দুধ ছাড়িয়েছি, এমনকি সে নিজে হাতে খানাও খেতে পারে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হ'ল। এরপর জনগণকে নির্দেশ দিলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল।

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলে রক্ত ছিটে এসে তার মুখমণ্ডলের উপর পড়ল। তখন তিনি মহিলাটিকে গাল-মন্দ করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন 'থাম হে খালেদ! যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে, যদি রাজস্ব আদায়ে কারচুপিকারী

১০৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২।
১০৬. বায়হাক্বী, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়াউল গালীল হা/২৩৫৫ আলোচনা দ্রঃ।

ব্যক্তিও এমন তওবা করত, তাহ'লে তাকেও ক্ষমা করা হ'ত'। অতঃপর তিনি ঐ মহিলার জানাযার ছালাত আদায়ের আদেশ দিলেন এবং নিজে তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তাকে দাফন করা হ'ল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়লে ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনি তার জানাযা পড়লেন, অথচ সে যেনা করেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তর জন মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তওবা পাবে, যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে?'।[১০৭]

এ হাদীছ দু'টিতে কয়েকটি দিক ফুটে উঠেছে-

ক. মানুষের মর্যাদা প্রদান ও জীবনের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

খ. প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের দোষ-ত্রুটি যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে হবে। কারো কোন ইয্যাত-আব্রু নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা টানা-হেঁচড়া করা যাবে না।

গ. বড় গুনাহের কারণে মানুষ আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আর এজন্য কোন পাপীকে ঘৃণা করা বা দূরে ছুড়ে ফেলা উচিত নয়।

ঘ. বসবাসের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা :

ইসলাম বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছে। কারণ সকলে যেন তার নিজ নিজ গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহ'লে তাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত' *(নূর ২৭-২৮)*।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। আর প্রয়োজন শেষে খোশ-গল্পের জন্য বসে না থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আধুনিক সমাজে এমনকি মুসলিম সমাজেও কোন মেহমান বা আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে প্রবেশকালে বিনা প্রয়োজনে অযথা সময় নষ্ট করে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন- আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হ'লে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগূল হয়ে পড় না' *(আহযাব ৫৩)*।

তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহে বা পাশে অবস্থান করা যাবে এবং লেন-দেনও করা যাবে। যেমন- কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'নবী সহধর্মিনীদের নিকট থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও' *(আহযাব ৫৩)*।

একইভাবে কারো গৃহে উঁকি-ঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকালে তার চক্ষু ক্ষত-বিক্ষত করে দাও। এতে কোন অপরাধ নেই।[১০৮] সুতরাং সকলের উচিত এ বিষয়গুলোর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা। এছাড়া প্রতিবেশীদের পরস্পরকে সম্মান ও পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে বসবাসের জন্য বলা হয়েছে। কোন গান-বাজনা, অপসংস্কৃতির তোড়-জোড় এবং কোনরূপ শত্রুতামূলক আচরণ করা যাবে না। এটা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হত্যাকারীর তওবা :

আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছেন। আবার কোন পাপী ও হত্যাকারী যদি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন- হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। অতঃপর তাকে একজন খৃষ্টান পাদ্রীর কথা বলা হ'লে সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বইজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? পাদ্রী বলল, নেই। ফলে লোকটি পাদ্রীকেও হত্যা করল। এভাবে তাকে হত্যা করে সে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে একজন আলেমের কথা বলা হ'ল। সে তাঁর নিকট গিয়ে বলল যে, সে একশ' জনকে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলেম বললেন, হ্যাঁ, আছে। তার ও তার

১০৭. *মুসলিম হা/১৬৯৫-৯৬, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়।*

১০৮. *বুখারী হা/৪৯০২।*

তওবার মাঝে কিসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যাবে না। কেননা ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করলে তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'ল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমতের ও আযাবের ফেরেশতামণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতা বলল, এ লোকটি নিখাদ তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতা বলল, লোকটিতো কখনও কোন ভাল কাজ করেনি। এমন সময় অন্য এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে তাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস নিযুক্ত করল। তিনি বললেন, 'তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটবর্তী হবে, সে দিকেরই সে অন্তর্ভুক্ত হবে'। আল্লাহ তা'আলা সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও এবং পিছনে ফেলে আসা স্থানকে আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর জায়গা পরিমাপের পর যেদিকের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করেছিল, তারা তাকে সেদিকেরই এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পেল। ফলে তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল এবং রহমতের ফেরেশতা তার জান কবয করল'।[১০৯]

আল্লাহ যে, অশেষ দয়ালু ও অতিশয় ক্ষমাশীল এ সম্পর্কে তিনি বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– 'বল, হে আমার সেসব বান্দা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন আচরণ করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা তিনিই অতিশয় ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান' *(যুমার ৫৩)*।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারাতে মানুষের জীবন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিধানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু-সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য এই বিধানটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামের আলোকে এই ধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কুরআন ও হাদীছের তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেভাবে জাতিসংঘ সনদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যেমন- কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে সে তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেই। উপরন্তু বলা হয়েছে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল। যা জাতিসংঘের ধারাতে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। ইসলাম ছয় প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া সকল প্রকারের হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে মানবাধিকার রক্ষার নামে পরাশক্তিগুলো বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিনরা বিশ্বব্যাপী মানুষ হত্যা ও নির্যাতনের জন্য জাতিসংঘের সার্টিফিকেট নিয়ে মাঠে নেমেছে। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, পাকিস্তান, কাশ্মীর, বার্মা, আসাম প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কখনও মৌলবাদী, কখনও সন্ত্রাসী, কখনও বা তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, কখনও মানবাধিকার রক্ষা(?) প্রভৃতি নামে তারা নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। আর একাজে নিয়োজিত রয়েছে আমেরিকার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের) পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে ২৬টি সন্ত্রাসী গোয়েন্দা বাহিনী। এ বাহিনী কোন দেশের প্রেসিডেন্ট হোক বা মন্ত্রী হোক অথবা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তি হৌন না কেন তাদের মত ও স্বার্থ বিরোধী হ'লে তাদেরকে হত্যা অথবা অপসারণ অথবা জেল-যুলুমের শিকারে পরিণত হ'তে হয়। বর্তমান প্রজন্মে ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের পতন এর অন্যতম উদহারণ। একইভাবে ভারত শাসিত কাশ্মীরে, আসামে মুসলিমদের উপর শুধু হত্যা-নির্যাতন নয়, তাদেরকে নিজ জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে। ফলে তারা আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী গরীব রাষ্ট্র বাংলাদেশে।

একটি রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা বিশ্বের সহযোগিতা নিয়ে মায়ানমার সরকার ৭০% মুসলমান অধ্যুষিত আরকান দখল করে ১ লক্ষ ১০ হাযার মুসলমানকে হত্যা করে। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরাকান হ'তে নির্মূল করে দেয়ার একটি মাত্র পরিকল্পনার অধীনে বর্মী সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে মুসলমানদের উপর অপারেশন চালায়। ১৯৪৮, ১৯৫৫-৫৯, ৬৬-৬৭, ৬৯-৭১, ৭৪-৭৮, ৭৮-৭৯ সাল সমূহে ১২টি অপারেশন চালিয়ে হাযার হাযার মুসলমানদেনকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে, ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। তাতেও বর্মীদের রক্ত পিপাসা মেটেনি। একই কায়দায় ১৯৯১ সালেও মুসলিম নিধন চালানো হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়া হয়েছে আরও প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশুকে। এভাবে ১৯৪২-১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ মুসলমানকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। তারা অনাহার-অর্ধাহার ও বিনা চিকিৎসায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুর্বিসহ মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে ফিলিস্তীন কাশ্মীর, বুলগেরিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, মিন্দানাও ও আফ্রিকার মুসলমানগণ বাস্তুহারা, অধিকার হারা হয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে। আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় ৯০% উদ্বাস্তু মুসলমান।[৩০]

---

১০৯. বুখারী হা/৩৪৭০, মুসলিম হা/২৭৬৬, মিশকাত হা/২৩২৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।

এখনও লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মানবেতর জীবন যাপনের বিষয়টি নিয়ে কোন মানবাধিকার রক্ষাকারী দেশ বা সংস্থার কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনেই হয় না। বাংলাদেশ সরকারও যেন মুখে কুলুখ এঁটেছেন। সরকার এর সামান্যতম নিন্দাও করতে পারে না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের!

অন্যদিকে ভারত কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘন করেই চলেছে। তারও প্রমাণ মেলে নিম্নের রিপোর্টে- সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী ৬৬ হাযার ১৫৮ জন কাশ্মীরী মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ৫৮৫ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ৫৬৮ জনকে দড়িতে বেঁধে ঝিলাম নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ৫৯ হাযার ১৭০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২ হাযার ২৩৫ জনকে নানাভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ১ লাখ কাশ্মীরবাসী গৃহহারা হয়েছে, ৩৮ হাযার ৪৫০ জন পঙ্গু হয়েছে, ২ হাযার ১০০ জন মানবিক নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, ৪৬১ জন ছাত্রকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, ৭২০টি শিশু অঙ্গ হারিয়েছে, ৭০ হাযার ৬০০ পুরুষ ও নারীকে বিনা বিচারে রাখা হয়েছে, ১৯ হাযার ২০ জন যুবককে টর্সার সেলে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ী বাড়ী তল্লাসীর নামে কত যে কাশ্মীরী নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।[৩১] দি নিউওর্ক টাইমস পত্রিকার রিপোর্ট মতে ভারতে প্রতি বছর ১০ থেকে ২০ হাযার স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে হত্যা করা হয়।

মার্কিন সেনারা গুয়ানতানামোবে, আবুগারিব সহ অন্যান্য কারাগুলোতে মুসলমানদেরকে উলঙ্গ করে, গায়ে প্রস্রাব করে, জুতা-লাথি মেরে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে, খেতে না দিয়ে বছরের পর বছর নির্যাতন করছে। এভাবে তারা প্রতিনিয়ত জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ লংঘন করে যাচ্ছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কেউ নেই। অনুরূপভাবে নির্যাতিতদের দেখার ও তাদের পক্ষে কথা বলারও যেন কেউ নেই। তবে একজন দেখার আছেন। তিনি হ'লেন মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ। অতএব হে আল্লাহ! বিশ্বব্যাপী তোমার প্রিয় মানুষগুলোকে হেফাযত কর।

পরিশেষে বলা যায় যে, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ৩নং ধারাটি কার্যত অচল। পক্ষান্তরে ইসলামী মানবাধিকারই বিশ্ববাসীর জান-মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তা দিতে পূর্ণভাবে সক্ষম।

[চলবে]

৩০. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃঃ ১১৬।*

৩১. *জ্বলন্ত কাশ্মির : সমাধান কোন পথে? মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯, পৃঃ ১৭।*

মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছায়মিন

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম**

হামদ ও ছানার পরে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য দ্বীন ও হেদায়াত সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় অন্ধকার পথ থেকে বের করে সত্য-সঠিক আলোর পথে পরিচালিত করেন। তাঁর নির্দেশনাবলী পালন ও নিষেধকৃত কাজগুলো থেকে বিরত থেকে, তাঁর প্রতি পূর্ণ নম্র ও বিনয়ী হয়ে তাঁর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি নম্র ও বিনয়ী হয়ে আল্লাহ্র ইবাদতের বাস্তবায়নকে আত্মার কামনা ও প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দিবেন। মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতা দানকারী এবং এর সার্বিক মাধ্যম অবলম্বন করে তার প্রতি আহ্বানকারী ও অসৎ চারিত্রিক গুণাবলীকে ধ্বংসকরী এবং তাতে নিপতিত হওয়ার সকল পথের সতর্ককারী হিসাবে আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেন। যার ফলে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ রূপে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আতের আগমন ঘটেছে, যার বিন্যাস ও পূর্ণতা সাধনে কোন সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হননি। কারণ এটা মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। যার দ্বারা বান্দাদের সংশোধন করেছেন, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে।

আর মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী যা দিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠান হয়েছে সেটাতো উত্তম চরিত্র, লজ্জার ভূষণ। যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈমানের অন্যতম শাখা হিসাবে গণ্য করেছেন। এটা অনস্বীকার্য যে, শরী'আত নির্দেশিত নারীর লজ্জাশীলতাও শালীনতা ও সেই চারিত্রিক গুণে বিভূষিত হওয়া উচিৎ যা তাকে সন্দেহের উপকরণ ও ফিতনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে রাখবে। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নারীর চেহারা ঢেঁকে পর্দা করা ও ফিতনার স্থানসমূহ আবৃত রাখাই বড় শালীনতা ও লজ্জাশীলতা, যা সে করবে এবং সে গুণে অলংকৃত হবে। যাতে ফিতনা থেকে নিরাপদ ও দূরে থাকতে পারে।

এই পবিত্র অহী ও রেসালাতের দেশ, শালীনতা ও লজ্জাশীলতার পূণ্যময় ভূমির মানুষেরা সুদৃঢ় সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারীরা প্রয়োজনে ঢিলা-ঢালা পোশাক পরে বড় চাদরে আবৃত হয়ে পর্দা সহকারে বাইরে বের হ'তেন এবং আগন্তুক গায়র মাহরাম পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা থেকে বিরত থাকতেন। আর আরবের অধিকাংশ শহরে এই নিয়মই চালু আছে। ফালিল্লাহিল হামদ। কিন্তু পর্দা সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তির আলোচনা ও তাদের আমলহীন দর্শন থেকে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। তারা নারীদের চেহারা উন্মুক্ত করে চলাফিরা করাকে কিছুই মনে করে না। ফলে কোন কোন মানুষের মনে নারীর পর্দা ও তার চেহারা ঢাকা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে,

নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকা ওয়াজিব, না মুস্তাহাব? নাকি অনুসরণীয় কোন অভ্যাস ও প্রথাকে অনুসরণ করে। আর ওয়াজিব না মুস্তাহাব তার কোন বিধানও নির্ণয় করা হচ্ছে না। এই সন্দেহ দূরীকরণ ও বাস্তব সত্য বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্যই আল্লাহ্র প্রতি আশা রেখে সহজভাবে তাঁর বিধান বর্ণনা করার ইচ্ছায় লিখা আরম্ভ করছি। যাতে সত্য সত্য রূপে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ আমাদের সত্যকে সত্য রূপে দেখার ও তাঁর অনুসরণকারী হিসাবে সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর মিথ্যাকে বাতিল রূপে গণ্য করে তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

হে মুসলিম! জেনে রাখুন, আগন্তুক গায়র মাহরাম পুরুষদের থেকে নারীর পর্দা করা ও তার মুখমণ্ডল আবৃত রাখা একটি আবশ্যিক বিষয়। এর আবশ্যকতার প্রমাণ বহন করে স্বয়ং আল্লাহ্র কিতাব, নবীর সুন্নাত বা হাদীছ, বিশুদ্ধ মতামত ও বহুল প্রচলিত যুক্তি।

কুরআনের দলীল সমূহ :

প্রথম দলীল : আল্লাহ্র বাণী

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তারা যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সকলকাম হ'তে পার' *(নূর ৩১)*।

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

অত্র আয়াত দ্বারা পর পুরুষদের থেকে নারীর পর্দার আবশ্যকতার উপর বহু দিক দিয়ে দলীল গ্রহণ করা যায়।

(ক) আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারীদেরকে তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করার নির্দেশ দান করেছেন। লজ্জাস্থান হেফাযত করার সাথে সাথে তা সংরক্ষণ হওয়ার মাধ্যমগুলো হেফাযত করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন জ্ঞানী সন্দেহে পতিত হবে না যে সে মাধ্যমগুলোর অন্যতম হ'ল, নারীর চেহারা আবৃত করা। কেননা চেহারা খুলে রাখাই তার দিকে তাকানোর কারণ। তার সৌন্দর্য নিয়ে ভাবা ও আনন্দ পাওয়া এবং এসবই তার সাথে মেলা-মেশার পর্যায়ে পৌঁছার কারণ।

হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ 'চোখদ্বয়ের যেনা হ'ল নারীর প্রতি তাকান। জিহ্বার যেনা হচ্ছে কথা বলা। প্রবৃত্তি (যেনার) আশা-আকাঙ্খা করে। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে অথবা তাকে যেনা থেকে বিরত রাখে' *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬)*। অতএব মুখমণ্ডল ঢাকাই যখন লজ্জাস্থান হেফাযতের মাধ্যম। সুতরাং তা অবশ্য পালনীয়। কেননা মাধ্যম সমূহ ও মূল লক্ষ্যের বিধান অভিন্ন।

(খ) আল্লাহ্র বাণী وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ 'আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে' *(নূর ৩১)*। আর ওড়না হ'ল যা দ্বারা নারী মাথা আবৃত করে। যেমন বোরকার নিকাব। সুতরাং যখন ওড়না দ্বারা বক্ষদেশ ও গ্রীবা আবৃত করা অবশ্য পালনীয় হবে, তখন চেহারা আবৃত করাও অবশ্য পালনীয় হবে। চেহারা ঢাকা হয়তো উপরোক্ত দলীল দ্বারা আবশ্যক, নতুবা কিয়াস দ্বারা। কারণ বক্ষদেশ ও গ্রীবা ঢাকা ওয়াজিব হ'লে চেহারা ঢাকা ওয়াজিব হওয়াটা আরো যৌক্তিক। কেননা চেহারাই হ'ল সৌন্দর্য ও ফিতনার কেন্দ্রভূমি। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য পিয়াসীরা কেবল মুখমণ্ডল সম্বন্ধে জানতে চায়। সুতরাং মুখমণ্ডল সুন্দর হ'লে দেহের অন্যান্য অঙ্গের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাকায় না। আর এ কারণে যখন বলা হবে মেয়েটি সুন্দরী, এর দ্বারা শুধু মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কথাই বুঝা যায়। সুতরাং বুঝা গেল মুখমণ্ডলই হ'ল চাহিদা ও সংবাদ প্রদানের দিক দিয়ে সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্র। বিষয়টি যদি এমনই হয়, তাহ'লে কিভাবে বুঝা যায় যে, এই বিজ্ঞানময় শরী'আত বক্ষদেশ ও গ্রীবা ঢাকার আদেশ করবে আর মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করবে?

(গ) আল্লাহ তা'আলা নারীদের সাধারণত প্রকাশমান সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য সকল সৌন্দর্য-শোভা প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। সেটা হ'ল যা প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। যেমন পোশাকের বাহ্যিক দিক (যা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়)। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, সাধারণত যা প্রকাশ পায়; সাধারণত তারা যা প্রকাশ করে বলেননি। তিনি আবার কতিপয় (মাহরাম) ব্যক্তি ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। ২য় বার নিষেধ করাটা প্রমাণ করে যে, ২য় বারে নিষিদ্ধ শোভা ১ম বারে নিষিদ্ধ শোভা থেকে আলাদা। ১ম শোভা হ'ল বাহ্যিক সৌন্দর্য, যা প্রত্যেক নারী প্রকাশ করে এবং তা গোপন রাখা সম্ভব নয়। আর ২য় শোভা হ'ল গোপন সৌন্দর্য, যা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। সেটা আল্লাহ্র সৃষ্ট হোক যেমন চেহারা অথবা মানব সৃষ্ট হোক যেমন অভ্যন্তরীণ সুন্দর পোশাক যা দ্বারা সে নিজেকে শোভামণ্ডিত করে তোলে। যদিও এই সৌন্দর্য বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট প্রকাশ প্রত্যেকের জন্য জায়েয। কিন্তু প্রথমটির মতো সর্বসাধারণের জন্য নয়। দ্বিতীয় সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে (নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে) ব্যতিক্রম হ'ল সর্বজনবিদিত উপকারিতা।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা নারীদের তাদের গোপন শোভা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন এমন পুরুষদের সামনে যাদের যৌন ক্ষমতা নেই। আর তারা হ'ল ঐ সকল দাস যাদের যৌন উত্তেজনা নেই। আর এমন ছোট শিশু, যারা যৌবনে পদার্পণ করেনি এবং নারীদের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলোর ব্যাপারে অনুভূতি হয়নি। এর দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়।-

(i) নারীদের গোপন শোভাগুলো এই দু'শ্রেণীর দূর সম্পর্কীয় মানুষ ছাড়া কারো সামনে প্রদর্শন করা হালাল নয়।

(ii) বিধান ও তার পরিধির কারণ নারীর সাথে ফিতনায় আপতিত হওয়ার আশংকার ওপর নির্ভরশীল। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে নারীর সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্র ও ফিতনার জায়গা হল তার মুখমণ্ডল। যার ফলে তা আবৃত করা ওয়াজিব। যেন যৌনক্ষম পুরুষেরা তার চেহারা দেখে ফিতনায় নিপতিত না হয়।

(ঙ) আল্লাহ্র বাণী وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِن زِيْنَتِهِنَّ 'তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে' *(নূর ৩১)*।

অর্থাৎ মেয়েরা রাস্তায় এমন সজোরে হাঁটবে না যাতে তাদের পায়ে পরিহিত নুপুর ও গহনা যা দ্বারা পা অলংকৃত করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ পায়। নারীদের নুপুর ও অনুরূপ গহনার শব্দ শুনে পুরুষদের ফিতনায় পতিত হওয়ার আসংকায় যখন তাদেরকে সজোরে পদক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন মুখমণ্ডল খুলে কী করে রাস্তায় চলতে পারে?

কোনটা বেশী ভয়ংকর ফিতনা? যুবকের নারীর পায়ের গহনার শব্দ শুনা, সে যুবক জানে না সে কে ও তার সৌন্দর্যই বা কি? সে জানে না যে, সে যুবতী, না বৃদ্ধা? সুন্দরী না কুশ্রী? কোনটা বেশী ভয়ংকর ফিতনা? এটা, না-কি একজন যৌবন ভরা, মসৃণ ও কমনীয়া সুন্দরী নারীর প্রতি তাকানোতে, যা যৌনক্ষম প্রত্যেক পুরুষের দৃষ্টি কাড়ে ও ফিতনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। যা দ্বারা জানা যায় কোনটা অতি বড় ফিতনা এবং আবৃত করা ও গোপন রাখা অধিক উপযুক্ত।

২য় দলীল : আল্লাহ্র বাণী

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ

جُنَاحٌ أَن يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বর্হিবাস (বাহ্যিক পোশাক) খুলে রাখে; তবে এটা হ'তে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(নূর ৬০)*। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণের দিক হ'ল, ঐ সকল বৃদ্ধা নারী যাদের অধিক বয়সের কারণে পুরুষদের সাথে বিবাহের আগ্রহ নেই, তাদের পোশাক খুলে রাখাকে আল্লাহ তা'আলা অপরাধ হিসাবে গণ্য করেননি। আল্লাহ গোনাহ গণ্য করবেন না এ শর্তে যে, শোভা-সৌন্দর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নগ্নতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হবে না। আরও জেনে রাখা দরকার যে, পোশাক খুলে রাখার অর্থ এই নয় যে, তারা উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করবে। বরং এর অর্থ হ'ল সাধারণ জামা-চাদরের উপরের পোশাক খুলে রাখা যা সাধারণত ঢেকে রাখা হয় না, বরং অধিক সময় প্রকাশ থাকে যেমন মুখমণ্ডল ও কব্জিসহ দু'হাত।

অতএব বৃদ্ধা নারীদের জন্য অনুমোদিত উল্লিখিত পোশাক হ'ল লম্বা জামা বা দীর্ঘ চাদর, যা গোটা দেহ ঢেকে ফেলে। আর এই বৃদ্ধাদের ব্যাপারে বিধানকে বিশেষিত করাটাই প্রমাণ করে, যে সকল যুবতী বিবাহে আগ্রহী তাদের বিধান এর বিপরীত। আর যদি পোশাক খুলে রাখা ও জামা-ওড়না পরার ক্ষেত্রে সকল নারীর বিধান একই হয়, তাহ'লে বিশেষ করে বৃদ্ধাদের কথা আলোচনা করার যৌক্তিকতা থাকতো না।

আল্লাহ্র বাণী, غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ 'সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' *(নূর ৬০)*। যুবতী নারী যে বিবাহের কামনা করে তার পর্দা ওয়াজিব হওয়ার অন্য একটি দলীল। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী যখন তার চেহারা খুলে রাখে সে তার সৌন্দর্য প্রকাশের দ্বারা নগ্নতার প্রদর্শনের ইচ্ছা করে। আর তার রূপ প্রকাশের মাধ্যমে তা পুরুষকে অবহিত করতে ও বিশেষভাবে তার প্রশংসা করা হোক এটাই সে চায়। এর বিপরীত বিষয় বিরল, আর এ বিরলের জন্য বিধান নয়।

৩য় দলীল : আল্লাহ্র বাণী-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً-

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা অধিক সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(আহযাব ৫৯)*।

প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারীদের এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, যখন তারা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হবে, তখন অবশ্যই একটা বড় চাদর দিয়ে মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডল ঢেকে দিবে এবং একটা চোখ খুলে রাখবে। ছাহাবায়ে কেরামের তাফসীর দলীল হিসাবে গণ্য। অধিকন্তু কতিপয় আলেম হাদীছটি মারফূ হওয়ার দাবী করেছেন। ইবনে আব্বাসের বাণী ويبدين عينا واحدا 'কেবল একটা চোখ খোলা রাখবে'। এক চোখ খোলা রাখার অবকাশ দেওয়া হয়েছে, কেবল পথ দেখার যরূরী প্রয়োজনে। যদি প্রয়োজন না হ'ত তাহ'লে এক চোখ খোলা রাখার অনুমতিও দেওয়া হ'ত না।

আর جلباب হ'ল বড় চাদর যা ওড়নার ওপর পরা হয়। যেমন আবা (এক প্রকার ঢিলা জামা বিশেষ)।

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আনছারী নারীরা যখন বাইরে বের হ'তেন তাদের মাথার উপর কালো কাপড় পরতেন, যেন তাদের মাথার উপর কালো কাক স্থির বসে আছে। আবু ওবাইদা সালমানী সহ অন্যান্যরা উল্লেখ করেন, মুসলিম নারীরা তাদের মাথার উপর দিয়ে বড় চাদর ঝুলিয়ে নিতেন, যাতে রাস্তা দেখার জন্য চোখদ্বয় ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ পেত না।

৪র্থ দলীল :

আল্লাহ্র বাণী-

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْداً-

নবী পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃস্পুত্রগণ ভগ্নিপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকার ভুক্ত দাস-দাসীগণের তা পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবী-পত্নীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন' *(আহযাব ৫৫)*। হাফেয ইবনে কাছীর বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে পর-পুরুষদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়ায় এ কথা স্পষ্ট হ'ল যে, এ সকল নিকট আত্মীয়দের থেকে পর্দা করা আবশ্যক নয়। যেমন আল্লাহ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ এসকল লোকদেরকে পৃথক করেছেন। কুরআন কারীমের উল্লিখিত চারটি দলীল পর পুরুষের থেকে মহিলাদের পর্দা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। আর প্রথম আয়াতটি নারীদের পর্দা ফরয হওয়ার বিষয়টি পাঁচটি দিক দিয়ে শামিল করে।

[চলবে]

রামুর ঘটনা সাম্প্রদায়িক নয় রাজনৈতিক

মেহেদী হাসান পলাশ

গত ২৯ নভেম্বর ফেসবুকে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে ছবি ট্যাগ করার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় পুলিশ, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয়পক্ষে পঁচিশ ব্যক্তি আহত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের গুলিতেও আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির ভাঙচুর-ভস্মীভূত হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, উত্তম বড়ুয়া নামে এক তরুণের ফেসবুকে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননাকর ছবি ট্যাগ করায় স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকরা বৌদ্ধ বসতি ও উপাসনা কেন্দ্রে হামলা করে। একটি পত্রিকা জানিয়েছে, উত্তমের ফেসবুকের ফটো আলবামে প্রায় ৫০টির মতো ইসলাম অবমাননাকর ছবি পাওয়া গেছে। হ'তে পারে উত্তম বড়ুয়া ইসলাম অবমাননাকারী গ্রুপের সাথে লিঙ্কড অথবা কেউ পরিকল্পিতভাবে তাকে এই কাজে জড়িত করেছে। উত্তম বড়ুয়াকে গ্রেফতার করলেই কেবল এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনার পর থেকে উত্তম বড়ুয়া নিখোঁজ। পুলিশ কেবল তার পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই গুম আতঙ্কে ঘুমহীন দেশে প্রকৃত সত্য প্রকাশে উত্তম বড়ুয়া আর কোনো দিন প্রকাশ্যে আসবে কি-না সে প্রশ্নের উত্তর কেবল ভবিষ্যতই দিতে পারবে। ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক রেওয়াজ অনুযায়ী সরকার বিরোধী দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে এবং বিরোধী দল তার বিপরীত। কিন্তু সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপিগণ ধারাবাহিকভাবে বলছেন, এ ঘটনার পেছনে বিএনপি, জামায়াত, মৌলবাদী, জঙ্গী, রোহিঙ্গা জড়িত। দেশবাসীর প্রশ্ন, সরকার যদি নিশ্চিত থাকে যে এ ঘটনার পেছনে কারা জড়িত তাহ'লে তাদের গ্রেফতার না করে মিডিয়া হাইপ সৃষ্টি করতে চাইছে কেন? সরকার ইতিমধ্যে প্রায় দুই শত সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার কারেছে, কিন্তু তাদের কাউকে বিএনপি, মৌলবাদী, জঙ্গী, রোহিঙ্গা প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু গত ২ অক্টোবরের প্রথম আলোতে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, মন্দিরে হামলার আগে আয়োজিত একটি সমাবেশে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। তাদের উপস্থিতিতেই উপাসনালয়ে হামলা হয়।... আকবর আলী নামের এক গ্রামবাসী জানান, এর (ফেসবুক ঘটনার) প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৯-টার দিকে ছাত্রলীগের নেতা সাদ্দাম হোসেন ও মৌলভী হাসানের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন লোক মিছিল বের করে। মিছিল শেষে একটি সমাবেশ হয়। এতে রামু নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও ছাত্রলীগের সাবেক নেতা নুরুল ইসলাম ওরফে সেলিম ও মৎস্যজীবী লীগের নেতা আনসারুল হক বক্তব্য দেন। সমাবেশের খবর পেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজিবুল ইসলাম সেখানে যান। তিনিও বক্তব্য দেন। সমাবেশে দুই-আড়াইশ' লোক জড়ো হয়। সমাবেশের ব্যাপারে জানতে চাইলে নুরুল ইসলাম বলেন, সমাবেশ করে তিনি সবাইকে শান্ত থাকার জন্য বলেছেন। তবে রাত ১০-টার দিকে তিনি লক্ষ্য করেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন যানবাহনে করে শত শত লোক রামুর দিকে আসছে। ঐ বহরে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারাও ছিলেন। এভাবে রাত ১২টা পর্যন্ত সেখানে শত শত লোক জড়ো হয়। এরপর তারা হামলা শুরু করে। রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এ হামলা চলে। হামলায় আওয়ামী লীগের নেতারা ছিলেন কি-না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাতের অন্ধকারে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। তবে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। তিনি বলেন, বিএনপির এমপি লুৎফর রহমান কাজলও আসেন। তিনি লোকজনকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সূত্র জানায়, সমাবেশে উপযেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোহেল সরোয়ার, উপযেলা ভাইস চেয়ারম্যান মুশরাত জাহান মুন্নী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের ব্যাপারে জানতে চাইলে সোহেল বলেন, 'আমি লোকজনকে ঠেকানোর চেষ্টা করছিলাম'। প্রথম আলো এই রিপোর্টে গোয়েন্দা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রোহিঙ্গাদের দায়ী করেছে। এ অভিযোগটি সরকারের মৌলবাদীদের দায়ী করার অভিযোগের সাথে মিলে যায়। কিন্তু একটি বড় এবং মৌলিক প্রশ্ন এখানে না করে পারছি না। কয়েক মাস আগে কক্সবাজারের বিভিন্ন সীমান্ত সংলগ্ন বার্মার আরাকান রাজ্যে মুসলমানদের ওপর যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও অত্যাচার চলেছে তার খুবই সামান্য অংশ বিশ্ব মিডিয়াতে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া, বগ, ইউটিউবের মাধ্যমে যেটুকু জানা গেছে, তাতে সেখানে শত শত মুসলিম নিহত, আহত, ধর্ষিতা হয়েছে। তাদের বাড়ি-ঘর, ফসল, ক্ষেত-খামার, মসজিদ ভস্মীভূত হয়েছে। আহত, নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুরা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছে। তাদের অনেকের আত্মীয়-পরিজনের বাস রয়েছে কক্সবাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে ও শরণার্থী ক্যাম্পে। আহত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, সেই মুসলিম ভাই-বোন, স্বজনদের দেখে যারা সহিংস হয়নি তারা কেন কুরআন অবমাননার অনলাইন ছবিতে এতটা সহিংস হয়ে উঠবে? বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় না দিলেও চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র দিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। তাতেও ঐ অঞ্চলের মুসলমানরা সহিংস না হয়ে সরকারী উদ্যোগে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। সে সময় সারা দেশে আরাকানের নির্যাতিত মুসলমানদের সমর্থনে অনেক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সেসময়ও ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন সংহিসতার কোন ঘটনা ঘটেনি। এমনকি বাংলাদেশের কোন নিভৃত প্রান্তেও একজন বৌদ্ধ বলেননি, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রাসূল (ছাঃ)-কে চরম অবমাননাকারী স্যাম নকৌলার ছবির প্রতিবাদে রাজধানীতে মাসব্যাপী লাখ লাখ মুসলমান বিক্ষোভ, মিছিল করেছে; এখনো করছে। কিন্তু একটি মিছিলও কোন গির্জার দিকে

যায়নি। ঢাকা শহরের কোন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বলেননি তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিশ্বে নজিরবিহীন। প্যাস্টর টেরি জোন্স যখন গ্রাউন্ড জিরোতে কুরআন পুড়িয়েছে, ইরাকে টয়লেটে ফ্লাস করা হয়েছে কুরআন শরীফ, আফগানিস্তানে অবমাননা হয়েছে, এসব ঘটনার প্রতিবাদে সোশ্যাল সাইটগুলোতে ইহুদী পণ্য বয়কটের জন্য বিপুল প্রচার চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের লাখ লাখ মুসলমান কেএফসি রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে, কিন্তু সে দিকে ফিরেও তাকায়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির এই বিরল দৃষ্টান্ত বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। প্রশ্ন তাহলে রামু ও পটিয়াতে কেন এমন জঘন্য ঘটনা ঘটতে পারল? এরই মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে, বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংক, ড. ইউনূস ও রোহিঙ্গা ইস্যুতে পাশ্চাত্য শক্তির সাথে বিরোধে জড়িয়ে প্রায় বন্ধুত্বহীন হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি, সুশাসনে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক সঙ্কট প্রভৃতিতে জড়িয়ে আগামী নির্বাচনে জয়লাভ চরম অনিশ্চয়তায়। সেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বন্ধু বৃদ্ধি ও সমর্থন লাভের জন্য সরকারের ভেতরের কোন অংশ এ ঘটনার ইন্ধনদাতা হ'তে পারে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে অবস্থান এবং মার্কিন বিশেষ দূতের বাংলাদেশে আগমনের ঘটনার সাথেও এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলে অনেকেই মন্তব্য করছেন। বিশেষতঃ ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ ওঠানো হয়েছিল। ২০০১ সালের শেষাংশ ও ২০০২ সাল পুরোটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে চারদলীয় জোট সরকারকে একবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। দেশে-বিদেশে বহু সেমিনার, কনভেনশন, অনলাইন প্রচারণার মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটিতে নির্বাচিত সরকারের মধুচন্দ্রিমা সময়কাল নরক যন্ত্রণায় পরিণত করেছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য ছিল, সেসময় বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি। হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণতার ঘটনা। আমি সাংবাদিক হিসাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৩/১৪টি যেলা সরেজমিন পরিদর্শন করে শতাধিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি। ঘটনার শিকার বিভিন্ন ব্যক্তির কথার অডিও, ভিডিও ধারণ করেছি। এ নিয়ে আমার দু'টি বই 'সংখ্যালঘু রাজনীতি' ও 'দি মাইনোরিটি কার্ড' প্রকাশিত হয়েছে। একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'গিম্পসেস অভ ট্রুথ' তৈরি করেছি। তাতে এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ নির্বাচনের আগে ও পরে যখন তারা ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে অত্যাচারীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনাই একমাত্র বিবেচ্য ছিল, সাম্প্রদায়িকতা নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তবে অকাট্য প্রমাণ হিসাবে এটা বলা যেতে পারে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' ঘটনার বিষয়ে যে তদন্ত কমিশন করেছে তার একটি তদন্ত রিপোর্ট তারা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। গণমাধ্যমে দেখেছি, সেই রিপোর্টেও বলা হয়েছে, ২০০১-২০০২ সালের 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের' ঘটনা ছিল রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। দুর্ভাগ্য বিএনপি'র। তারা মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে কিন্তু সত্য প্রমাণের কোন চেষ্টা করেনি। ক্ষমতায় বসে ক্ষমতার মৌতাঁত উপভোগে মত্ত হয়ে উঠেছিল। পরিণতি চিন্তা করেনি। এখন সরকার একদিকে সেই ঘটনার বিচার করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে, অন্যদিকে পুরাতন অস্ত্র দিয়ে আবার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর দামামা বাজানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারকে একটি অনুরোধ করা যেতে পারে, রাজনীতি অবশ্যই একটি সুপার গেইম। কিন্তু ফায়ার গেইম চূড়ান্ত পরিণতিতে কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। পাকিস্তান যেমন জঙ্গী ইস্যু নিয়ে ফায়ার গেইম খেলতে গিয়ে আজ গৃহদাহে পুড়ছে নিজের শরীর। বাংলাদেশের জন্যও এমন গেইম কারো কাম্য হ'তে পারে না। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভাইদের কাছে সবিনয়ে একটি কথা বলা যায়, বাংলাদেশের মুসলিম-বৌদ্ধ সম্প্রীতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। বৌদ্ধ অধ্যুষিত পাল রাজবংশের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি বৌদ্ধদের ওপর যে চরম অত্যাচার চালিয়েছিল, ইতিহাসে তা মাৎস্যন্যায় হিসাবে কুখ্যাত। সেই বিভীষিকা থেকে বৌদ্ধদের উদ্ধার করতেই বাংলায় মুসলিম শাসকদের আগমন। সেসময় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকরা মুসলিম শাসনের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারপর থেকে বাংলাদেশের আটশ' বছর ধরে মুসলিম ও বৌদ্ধ 'ভাই ভাই-এক ঠাঁই' রূপে বসবাস করে আসছে। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা চক্রান্ত যেন সম্প্রীতির এই মেলবন্ধনে ফাটল ধরাতে না পারে সেদিকে মুসলিম-বৌদ্ধ সহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের খেয়াল রাখা জরুরী।

॥ সংকলিত ॥

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১১০]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল-াহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[১১১]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুলাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[১১২]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ و أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ و مَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল-াহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[১১৩]

৫. (ক) আব্দুলাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুলাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আলাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুলাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[১১৪]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[১১৫]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আলাহ্র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুলাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআলাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[১১৬]

৬. আব্দুলাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[১১৭]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুলাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম

---

১১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*

১১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*

১১২. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।

১১৩. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*

১১৪. *মুসলিম হা/১১৩০।*

১১৫. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*

১১৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*

১১৭. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[১১৮] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উলাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আলাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মুর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তি পূজা করল'।[১১৯]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আলাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১২০]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২১]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১২২]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আলাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

---

১১৮. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১১৯. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।*

১২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১২১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১২২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

দিশারী

গোপালপুরের নব আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতিত

*জামীলুর রহমান বিন আব্দুল মতীন**

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের কুমিল্লা যেলার তিতাস থানার সন্নিকটে গোপালপুর গ্রাম অবস্থিত। এর আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। এখানকার কিছু মানুষ ধর্মীয় ফিৎরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে, নিজেদের স্বকীয়তা ও অনন্য বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, চির জাগ্রত তাওহীদকে আলিঙ্গন করেছে। শিরক ও জাহেলিয়াতের শিখণ্ডী বিজাতীয় মতবাদকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে, কুচক্রী মহলের সকল চক্রান্তকে উপেক্ষা করে, তাক্বলীদের জিঞ্জির ছিন্ন করে, গীবত-তোহমত ও মিথ্যাচারকে তুচ্ছজ্ঞান করে, বিশ্ববিজয়ী মুহাম্মাদী আদর্শকে এরা গ্রহণ করেছে। অসীম ধৈর্যের সাথে সকল ষড়যন্ত্রকে পদদলিত করে এই তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের দুর্দমনীয় কাফেলা অহী-র আলোকে নিজেদের সমাজকে ঢেলে সাজাতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

একদিকে আপোষহীন সুন্নাত পন্থী গুটি কতক মানুষের দুর্বার কাফেলা অন্যদিকে খৈ ভাজা বালুর চাইতেও উত্তপ্ত তাক্বলীদপন্থী জনসমুদ্র। একদিকে ডাকা হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের দিকে। অন্যদিকে চরম দাম্ভিক আত্মগরিমা সম্পন্ন দস্যুস্বভাব পাপাত্মা ও রক্ত লুলোপ জিহ্বা বার বার ধেয়ে আসছে এ আদর্শকে দংশন করে নির্মূল করে দেয়ার জন্য।

শত নির্যাতন-নিপীড়ণ, হাযারো প্রতিকূলতা, বাধার হিমাদ্রিশিখর পেরিয়েও হকের পথে টিকে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টারত জান্নাত পিয়াসী একদল মানুষ তাদের জিহাদী জীবনের ছিটেফোঁটা তুলে ধরার প্রয়াসেই এ লেখার অনুপ্রেরণা।

১৯৯৯ইং সালের কথা। জীবিকার তাকীদে ডা. সাখাওয়াত হোসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি সঊদী আরবের তায়েফে যান। সেখানে প্রায় চার মাস অতিবাহিত হ'লে 'তায়েফ ইসলামিক সেন্টার'-এর একজন বাঙ্গালী শিক্ষকের মাধ্যমে ছহীহ আক্বীদার দাওয়াত পান। আক্বীদা-আমল, তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত সহ বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করেন এবং দীর্ঘদিনের লালিত আক্বীদা পরিবর্তন করেন। ৫ বছর ২ মাস পর দেশে ফিরে এসে অর্জিত অহী-র জ্ঞানের মর্মকথা একই গ্রামের আখতার বিন আব্দুল বারেককে জানান। তাকে এ দাওয়াত দিলে তিনি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেন। আবার একই গ্রামের তরুণ আবুল বাদশা বিন আব্দুর রাযযাক সঊদী থেকে সংগ্রহকৃত মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের অডিও ক্যাসেটের দলীল ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা শুনে তার বক্তব্য পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে এক পর্যায়ে সেও আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

এই তিন জন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যেহেতু হক্বের সন্ধান পেয়েছি এ হক্বের অমিয় বাণী গ্রামের অন্যদেরকেও জানিয়ে দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা কাজ করতে থাকে। তারা দিকভ্রান্ত মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করে। ফলে তরুণরা মাযহাবী তাক্বলীদের জিঞ্জির মুক্ত হয়ে বাঁধভাঙ্গা গতিতে সঠিক আক্বীদার প্লাটফরমে সমবেত হ'তে থাকে।

এই অগ্রগতি কুচক্রী মহলের সহ্য হ'ল না। সূক্ষ্ম দূরভিসন্ধি এঁটে দুর্দমনীয় যুব কাফেলাকে বাঁধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। গোপালপুরের আকাশ যখন ষড়যন্ত্রের ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল, যমীনে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হ'ল ঠিক ঐ মুহূর্তে পূর্ব গগনে ঘন মেঘ ভেদ করে আল-হেরার আলোর ঝিলিক উদ্ভাসিত হ'ল এবং তার আলোয় আলোকিত হ'ল এক ঝাঁক তরুণ। গোপালপুর ও পার্শ্ববর্তী চেঙ্গারতুলী, বাঘাইরামপুর, যিয়ারকান্দি, দড়িকান্দির প্রায় অর্ধশত পুরুষ-মহিলা শরীক হয় ঐ কাফেলায়। অতঃপর তারা সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত আক্বীদার বিরুদ্ধে আপোষহীন দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। তারপর দুর্নীতিবাজ সমাজ মোড়লদের যোগসাজশে শুরু হয় বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ, আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বৈঠক, লিয়াজো সমাবেশ, কখনো হুমকি ধমকি, কখনোবা দা-বটি নিয়ে ধাওয়া। আবার কখনো সমাজ থেকে বহিষ্কারের হুমকি, কখনো বাপ-দাদার ধর্মে পুনরায় ফিরে এলে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফুলের মালা দিয়ে গ্রহণ করার আশ্বাস সহ নানান প্রস্তাব পেশ করা হয়। উত্থান-পতন, চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেল ১০-১২টি বছর।

সাম্প্রতিক কালে নতুন আহলেহাদীছগণের ব্যাপারে বিচার দায়ের করা হয় এ মর্মে যে, নতুন দলের লোকজন মসজিদে এসে ছালাতে জোরে আমীন বলে, ঘোড়ার লেজের মতো হাত নাড়াচাড়া করে, এতে আমাদের ছালাতের মনোযোগ নষ্ট হয়। এরা ওহাবী, এদের ব্যাপারে যরূরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে গ্রাম্য সালিশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এরা মসজিদের জামা'আতের আগে অথবা পরে ছালাত আদায় করবে। সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে জামা'আতে এদের স্থান দেওয়া যাবে না। এর প্রেক্ষিতে আহলেহাদীছগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, 'গোপালপুর ড. মোশাররফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে'র বারান্দায় জুম'আর ছালাত আদায় করবেন।

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

এহেন পরিস্থিতিতে নিজেদের একজন মসজিদ তৈরীর জন্য জায়গা দিতে চাইলে স্থানীয় মসজিদের মুয়াযযিন বাধা সৃষ্টি করে। আর এ ব্যাপারটি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় সামাজিক বিশৃংখলা, হুংকার, তর্জন-গর্জনের নীনাদ। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, দোকানপাট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুখে মুখে একই কথা গুঞ্জরিত হচ্ছে। এরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। কারণ তারা দীর্ঘদিনের সাজানো গোছানো সামাজিক অবয়বকে নষ্ট করেছে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি আত্মীয়-স্বজনের দীর্ঘ দিনের বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন কাল হ'তে চলে আসা ধর্মীয় বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছে। সমাজের সার্বিক পরিস্থিতিকে যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই এদেরকে দমাতে হবে। তাদের নতুন কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।

শুরু হয়ে গেল পাশাপাশি তিন গ্রামের মোড়লদের যৌথ ইশারায় মসজিদে মসজিদে মাইকিং-শ্লোগান ও মিছিল। 'ওহাবী ঠেকাও, ঈমান বাঁচাও; ওহাবী মত ছাড়, নূর নবীর পথ ধর; ওহাবীদের আস্তানা, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও; ঈমান চোরদের ধরিয়ে দাও, নগদ ছওয়াব লুফে নাও; আমেরিকার দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান! ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এলাকার মাযহাবী লোকেরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়ে হই হই রই রই ও ঘোর হট্টগোলে অংশ নেয়। অতঃপর এশার ছালাতের পর লাঠি-সোটা, ইট-পাটকেল ইত্যাদি সহ হায়েনারা প্রথমে আঘাত হানে বৃহত্তর গোপালপুরের প্রথম আহলেহাদীছ ডা. সাখাওয়াত হোসাইনের চেম্বারে। এরা দোকান ভাংচুর ও বেশ ক্ষয়-ক্ষতি করে সেখানে। শত শত লোক মিছিল করে একের পর এক নতুন আহলেহাদীছদের বাড়ীতে তাদেরকে ধরার জন্য ধাওয়া করে। মিছিল এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে এলোপাথাড়ি। সশস্ত্র মিছিলের তাণ্ডবে আহলেহাদীছ লোকজন আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এদিকে আবু যার নামক নব আহলেহাদীছ আটকা পড়ে যায় তার ভাই ও চাচাদের হাতে। তারা তাকে একটি কক্ষে বন্দি করে এবং চড়-থাপ্পড়, লাথি-ঘুষি ও এলোপাথাড়িভাবে পিটিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে। মাথায় আঘাতের কারণে ব্রেনে সমস্যা দেখা দেয়। পাশাপাশি অন্যদের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

পরদিন আবার গ্রাম্য সালিশ আহ্বান করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ নেওয়া হয় :

(১) ডা. সাখাওয়াতের ডিসপেন্সারী (ঔষধের দোকান) দুই মাসের জন্য খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হ'ল (২) বৃহত্তর গোপালপুরের কোন মসজিদে আহলেহাদীছরা ছালাত আদায় করতে পারবে না (৩) গোপালপুরের মাঠে-ময়দানেও ছালাত আদায় করতে পারবে না (৪) ছালাত আদায় করতে হ'লে একাই নিজ ঘরে ছালাত আদায় করবে (৫) দু'জন একত্রিত হ'তে পারবে না (৬) পারস্পরিক লেনদেন শলা-পরামর্শ, সকল প্রকার লিয়াজো বন্ধ থাকবে (৭) গ্রামে বসবাস করার জন্য ছয় মাস সময় বেঁধে দেওয়া হ'ল। এ ছয় মাসের ভিতরে উভয় পক্ষের আলেমদের এনে বাহাছের মাধ্যমে তাদের এ মতাদর্শ বুঝাতে হবে নতুবা অন্যত্র হিজরত করতে হবে (৮) এলাকার সর্বসাধারণের জন্য ফায়ছালা হ'ল- এখন থেকে ভিন্ন মতাদর্শের কাউকে 'ওহাবী' বলে তিরস্কার করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোনদিন সফল হয়নি। বরং তারা ব্যর্থ হয়েছে। আহলেহাদীছরাই খারেজী, শী'আ সহ প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের ফেৎনাকে অবদমিত করেছে; জাল-যঈফ হাদীছ, রায়-ক্বিয়াস ও বিভিন্ন ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে মযবূত কদমে আপোষহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পুরো বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছে; দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করে বিজয়ী নিশান ছিনিয়ে এনেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্যাদাকে সমুন্নত করতেই আহলেহাদীছরা যুগে যুগে জেল-যুলুম, ফাঁসি ও শাহাদত বরণ করেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবে। কারণ তারা আহলেহাদীছ। তারা আল্লাহ্র সৈনিক।

হাদীছের গল্প

সর্বাবস্থায় পূণ্যবান স্বামীর অনুগত হওয়াই পূণ্যবতী স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাধাসিধা। তিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা বরণ করেছিলেন। তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীগণও তা হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। কিন্তু ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পর বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার বিজয় এবং গণীমতের বিপুল মালামাল প্রাপ্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর নিকটে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য খরচাদি বৃদ্ধির আবেদন জানান। সাধারণ মুসলমানদের প্রাচুর্য দেখে মানুষ হিসাবে তাঁদের এ ধরনের আবেদন অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) এতে মর্মাহত হন এবং তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তাখয়ীরের আয়াত *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)* নাযিল হয়। সাথে সাথেই তাঁরা দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী সুখের কথা ভুলে গিয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী সুখের প্রতি আরো বেশী আগ্রহী হন। ফলে তাঁদের পারিবারিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে ঐ দু'জন সম্পর্কে ওমর (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যদি তোমরা দু'জনে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর (তবে সেটাই উত্তম), কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে' *(তাহরীম ৬৬/৪)*।

একবার আমি তাঁর সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা হ'লাম। তিনি রাস্তা হ'তে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র হ'তে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম, তিনি ওযূ করলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে সেই দু'জন কারা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যদি তোমরা দু'জন তওবা কর (তবে সেটাই কল্যাণকর)। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে' *(তাহরীম ৬৬/৪)*। তিনি বললেন, হে ইবনু আব্বাস! এটা তোমার জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি তা জান না। তারা দু'জন হ'লেন আয়েশা ও হাফছাহ (রাঃ)। অতঃপর ওমর (রাঃ) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। আমি ও আমার এক আনছারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবনু যায়েদের মহল্লায় বাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'তাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম। আমি যেদিন যেতাম সেদিনের অহী ও অন্যান্য খবর তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যেদিন যেতেন তিনিও অনুরূপ করতেন। আমরা কুরাইশ গোত্রের লোক মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনছারদের কাছে আসলাম, তখন দেখলাম মহিলারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনছারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রত্যুত্তর করল। তার এই প্রত্যুত্তর আমি অপসন্দ করলাম। সে বলল, আমার প্রত্যুত্তরে আপনি অসন্তুষ্ট হন কেন? আল্লাহ্‌র কসম! নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন স্ত্রী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ হ'তে আলাদা থাকেন।

একথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, যিনি এরূপ করেছেন তিনি বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে হাফছাহ! তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অসন্তুষ্ট রাখো? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহ'লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হ'লে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন? ফলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর সাথে বাড়াবাড়ি করো না, তাঁর কথার প্রত্যুত্তর কর না এবং তাঁর থেকে পৃথক থেকো না। তোমার কোন কিছুর দরকার হ'লে তা আমাকে বলবে। তোমার প্রতিবেশিনী তোমার চেয়ে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিক প্রিয় এটা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আয়েশা (রাঃ)-কে। সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাসসানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তার পালার দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং এশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করে বললেন, তিনি (ওমর রাঃ) কি ঘুমিয়ে গেছেন? তখন আমি ঘাবড়িয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, বড় এক ঘটনা ঘটেছে? আমি বললাম, সেটা কী? গাসসানের লোকেরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চেয়েও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বলেন, তাহ'লে তো হাফছার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটতে পারে।

আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কোঠায় প্রবেশ করলেন এবং একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফছাহ (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেইনি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন। আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছ আসলাম, দেখি যে, লোকজন মিম্বরের চারপাশে বসে আছে এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার আগ্রহ প্রবল হ'ল এবং তিনি যে কোঠায় ছিলেন আমি তার নিকটে আসলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, ওমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর। সে প্রবেশ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে কথা বলে বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। তাই আমি ফিরে এসে মিম্বরের পাশে বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আমার উদ্বেগ প্রবল হ'লে আমি এসে গোলামটিকে বললাম, ওমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর। এবারও সে আগের মতই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, তখন বালকটি আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করে দেখি তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝখানে কোন বিছানা ছিল না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, না।

এরপর আমি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। যখন আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। তিনি এ ব্যাপারে

আলোচনা করলেন। এতে নবী (ছাঃ) মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হাফছার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে একথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় ও নবী করীম (ছাঃ)-এর অধিক প্রিয়। একথা দ্বারা তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বুঝিয়েছেন। নবী করীম (ছাঃ) আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে মুচকি হাসতে দেখে আমি বসলাম এবং তাঁর ঘরের ভিতর এদিকে সেদিকে দৃষ্টি করলাম। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! তার ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মত আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমবাসীদেরকে সচ্ছলতা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন, বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার কি সন্দেহ আছে যে, তারা এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার ক্ষমার জন্য দো'আ করুন। হাফছাহ (রাঃ) একথা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট প্রকাশ করলেই নবী করীম (ছাঃ) স্ত্রীগণের নিকট হ'তে আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি একমাস তাদের কাছে যাব না। তাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভীষণ রাগের কারণে তা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যখন ঊনত্রিশ দিন কেটে গেল তিনি সর্বপ্রথম আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলেন।

আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। এ পর্যন্ত আমরা ঊনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি। যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করেছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। আর এ মাসটি মূলত ঊনত্রিশ দিনেরই ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন ইখতিয়ারের আয়াত নাযিল হ'ল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে এসে বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে এর জওয়াবে তাড়াহুড়া করবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ভাল ভাবেই জানি যে, আমার পিতা-মাতা আপনার নিকট হ'তে আলাদা হওয়ার পরামর্শ কখনো আমাকে দিবেন না। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালীন সাফল্য কামনা কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৎকর্মশীলদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)*।

(আয়েশা (রাঃ) বলেন) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার কী পরামর্শ নিব? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য পেতে চাই। তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণকেও ইখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে একই জবাব দিল, যা আয়েশা (রাঃ) দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৪৬৮, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ ২০১০ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫১-৫৫৫)*।

অপর বর্ণনায় রয়েছে- জাবির (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছার জন্য অনুমতি নিতে আসলেন। দেখলেন বহু লোক তাঁর দরজায় বসে আছে, তাদের কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি। রাবী বলেন, কিন্তু আবুবকরের জন্য অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আসলেন এবং অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দেয়া হ'ল। তিনি প্রবেশ করে নবী করীম (ছাঃ)-কে বিমর্ষ অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। তখন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারিদিকে বসা। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম যে, আমি এমন কথা বলব, যা নবী করীম (ছাঃ)-কে হাসিয়ে ছাড়বে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি দেখতেন (আমার স্ত্রী) বিনতে খারেজা আমার কাছে এরূপ খরচ চাচ্ছে, তাহ'লে আমি উঠে তার ঘাড়ে কিছু লাগিয়ে দিতাম (প্রহার করতাম)। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং বললেন, এই যে আপনি দেখছেন, তারা আমার চারপাশে ঘিরে আমার কাছে তাদের খরচাদি চাচ্ছে। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) উঠে গিয়ে (তাঁর কন্যা) আয়েশার ঘাড়ে প্রহার করতে লাগলেন এবং ওমর (রাঃ) উঠে গিয়ে (কন্যা) হাফছার ঘাড়ে প্রহার করতে লাগলেন ও তাঁরা উভয়ে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এমন জিনিস চাচ্ছ যা তাঁর নিকট নেই। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এমন জিনিস চাইব না, যা তাঁর নিকট নেই। অতঃপর তিনি (পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে) তাদের নিকট হ'তে একমাস বা ঊনত্রিশ দিন পৃথক থাকলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হ'ল- 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও ভোগবিলাস চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকে চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন' *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)*।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে ধরে কথা বলতে আরম্ভ করে বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি কথা বলতে চাই। আশা করি তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে ঐ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তা কী হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব? বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকেই গ্রহণ করলাম। তবে আমি চাই যে, আমি যা বলেছি তা আপনি আপনার অন্য স্ত্রীগণকে বলবেন না (দেখি তারা কী বলে?) তিনি বললেন, তা হবে না। তাদের মধ্যে যে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে (আয়েশা কী বলেছেন?) আমি তাকে তা বলব। কেননা কাউকে কষ্টে ফেলতে বা কারো পদস্খলন কামনা করতে আল্লাহ আমাকে পাঠাননি। বরং আমাকে শিক্ষা দিতে ও সহজ করতে পাঠিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৩২৪৯; অনুবাদ মিশকাত হা/৩১১১)*।

উপরোক্ত ঘটনায় সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা সুখে-দুঃখে প্রাচুর্যে-অভাবে সর্বাবস্থায় পূণ্যবান স্বামীর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে থাকেন। পার্থিব ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের জন্য তারা কখনোই পরকালীন চিরস্থায়ী সুখ বিকিয়ে দিতে পারেন না। এছাড়া আরো প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। বিধায় তাঁর মানবীয় গুণ, রাগ-অভিমান ও দুঃখ-বেদনা ছিল। স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে ঝালাই হয়ে আরো প্রগাঢ়, দৃঢ়তর ও মধুর হয়। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর মধ্যকার এ ধরনের ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভবিষ্যতে কোন মুমিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে তারা যেন আলোচ্য হাদীছের অনুসরণে সংসার ভেঙ্গে না দিয়ে আরো দৃঢ় করেন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

** আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

একজন কৃষকের আত্মবিশ্বাস

একজন কৃষক কৃষিকাজের মাধ্যমে তার অভাব-অনটন দূর করতে না পেরে ছালাত আদায় কালে আল্লাহ্র কাছে অতি বিনীতভাবে কিছু ধন-দৌলত তার উনুনের কাছে পাবার আবেদন-নিবেদন করে। একদিন সে মাঠে চাষ করতে গেলে তার লাংগল একটি গাছের শিকড়ের সাথে বেধে যায়। সে তখন লাংগল বের করার জন্য শিকড় খুঁড়তে গিয়ে একটি কলস দেখতে পায়। কলসের মুখে ঢাকনা আঁটা। ঢাকনা খুললে সে কলস ভরা ধন-দৌলত দেখতে পায়। এতে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কলসটি বাড়ী আনার সিদ্ধান্ত নেবার সাথে সাথে তার মনে পড়ে যায়, সে ধন-দৌলত পেতে চেয়েছিল তার উনুনের কাছে, এখানে নয়। তাই সে ভাবল আল্লাহপাক সম্ভবতঃ তাকে পরীক্ষা করছেন। একারণে কলসটি পূর্বের অবস্থায় রেখে সে বাড়ী চলে আসে।

বাড়ী এসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে ঘটনাটি বলে। স্ত্রী তখন তাকে ঐ ধন-দৌলত আনতে অনুরোধ করে নিরাশ হয়। সে কিছুতেই ঐ ধন-দৌলত আনতে রাযী হ'ল না। তার বিশ্বাস, আল্লাহ তাকে ধন-দৌলত দিলে তার উনুনের কাছেই দিবেন। স্ত্রী তাকে অনেক ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করে। তাকে রাযী করাতে না পেরে তার এক প্রতিবেশীকে ধনের খবর বলে এবং কোথায় কিভাবে আছে তাও স্বামীর বর্ণনা মোতাবেক বলে দেয়।

প্রতিবেশী লোকটি উৎসাহে বুক বেঁধে কোদাল হাতে নির্দিষ্ট স্থানে ছুটে যায়। অল্প মেহনতেই সে কলসটি দেখতে পায়। কিন্তু কি আশ্চর্য। কলসে তো কোন ধন নেই, আছে শুধু কলস ভরা বিষধর সাপ। লোকটির রাগ হ'ল। সে মনে করল, কৃষকের স্ত্রী তাকে বিপদে ফেলার জন্য মিথ্যা কথা বলেছে। তাই এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কলসের মুখটি ভালভাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কলসটি বাড়ী নিয়ে এল। উদ্দেশ্য, রাতের অন্ধকারে সে কলসটি কৃষকের উনুনের কাছে রেখে মুখটি খুলে দিবে। যাতে কৃষকের স্ত্রী উনুনের কাছে গেলে তাকে সাপে দংশন করে।

রাত ভোর হ'ল। কৃষকের স্ত্রী রন্ধন কাজে উনুনের কাছে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, উনুনের চার পাশে অনেক ধন-দৌলত রয়েছে। সে তার স্বামীকে ডেকে আনল। স্বামী বলল, আমার মনে এ বিশ্বাস ছিল। আল্লাহপাক আমাকে ধন-দৌলত দিলে আমার উনুনের কাছেই দিবেন। আমি আল্লাহ্র কাছে সে প্রার্থনাই করেছিলাম। স্ত্রী স্বামীকে ভর্ৎসনা ও গালমন্দের জন্য তার নিকট ক্ষমা চাইল। এখন থেকে পরম সুখে স্বামী-স্ত্রীর দিন কাটতে লাগল।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইঘাড়া, নওগাঁ।

নিঃসঙ্গ

নারীর জীবনে আজন্ম লালিত স্বপ্ন থাকে একটা সুন্দর সংসার, স্বামীর ভালবাসা, সন্তানের মা ডাক প্রভৃতির। একজন নারী সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বামীর সংসারকে আগলে ধরে রাখে স্বামীর এতটুকু ভালবাসার জন্য। সন্তান গর্ভ ধারণে, প্রতিপালনে সীমাহীন কষ্ট করে সন্তানের 'মা' ডাক শোনার জন্য। স্বামীর প্রেমের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারী তার সকল কষ্ট ভুলে যায়, সন্তানের মা ডাকে তার সকল বেদনা দূর হয়ে যায়। এসব থেকে যে বঞ্চিত হয়, সে ভাবে তার জীবনটা অর্থহীন। এ বিষয়ে নিম্নের গল্পটি।

নওরীন জাহান উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্ছল তরুণী। সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ, টানা দু'টি ভরাট চোখ, এক কথায় অপূর্ব চেহারা তার। বাবার বিশেষ স্নেহ-মমতায় আর দশটা মেয়ের চেয়ে একটু আলাদাভাবে বেড়ে উঠেছে সে। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অমায়িক একটি মেয়ে সে। উচ্ছলতা থাকলেও উচ্ছৃংখলতা তার মাঝে নেই। মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় সে অনন্য। কোন ছেলের মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে সে কখনও কারো দিকে ঝুঁকে পড়েনি। নিজের সতীত্বের প্রতি সে ছিল সজাগ।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, এভাবে তার জীবনের ২৩টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। একদিন বাবা মহা ধুমধামে নিজের সবচেয়ে আদরের মেয়েকে তুলে দেন একটি ছেলের হাতে। মেয়ের সুখের কথা ভেবে সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু কিনে দেন। যে সুখের জন্য বাবা এতকিছু করলেন মেয়ের কপালে সে সুখ জুটল না। হাতের মেহেদীর রং মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার স্বামী মারা যায়। নওরীন চোখে অন্ধকার দেখে। কি করবে সে? মেয়ের এই খবরে পিতা স্ট্রোক করেন। দশ দিন মারাত্মক অসুস্থ থাকার পর অবশেষে পরপারে পাড়ি জমান। নওরীন দু'দিক দিয়েই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। নারীর জন্য যে দু'টি নিরাপদ আশ্রয় থাকে পিতা ও স্বামী কোনটিই তার অবশিষ্ট রইল না। একসময় সে ফিরে আসে ভাইদের সংসারে। সন্ত ানহীনা নওরীন মা ডাক শোনার জন্য ও একাকীত্ব ঘুচানোর জন্য একটি কন্যা সন্তান দত্তক নেয়। এই সন্তানের পিছনেই তার সময় কেটে যায়। জীবনের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে সে ঐ সন্তানকে মানুষ করার জন্য চেষ্টা করছে। মেয়েটিও পড়ালেখায় ভাল। দিন যত যায়, নওরীনের চিন্তা তত বাড়ে। কারণ একদিন এই মেয়েও তাকে ছেড়ে চলে যাবে পরের বাড়ী। তখন সে আবার নিঃসঙ্গ একা হয়ে যাবে। ভাইদের সংসারের শত গঞ্জনা উপেক্ষা করেও সে কেবল মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় দাঁত কামড়ে পড়ে আছে। বিবাহের বহু প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তার একটাই চিন্তা মেয়ের জীবনেও যেন তার মত পরিণতি না আসে।

দিন গড়িয়ে যায় নওরীনের মেয়ে আজ পরিণত বয়সে উপনীত। মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তায় সে ব্যাকুল। সে ভাবে কেমন ছেলের ঘরে তার মেয়ে গিয়ে পড়বে? মেয়েটি তার সুখী হবে তো? এসব ভাবনার মধ্যে একদিন দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত মার্জিত স্বভাবের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলের হাতে নওরীন মেয়েকে তুলে দেয়। মেয়ের জন্য যথাসাধ্য সাংসারিক জিনিসপত্র কিনে দেয়। অনেক ধনীর দুলালরা প্রস্তাব দিলেও দ্বীনদার না হওয়ায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে নাওরীন।

আজ দ্বীনদার ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পেরে নওরীন আনন্দিত। সেভাবে মেয়ে আমার দ্বীনী পরিবেশে থাকবে, ছালাত-ছিয়াম পালন করবে, আমার মরার পর তারা আমার জন্য দো'আ করবে এটাই আমার পরম পাওয়া।

এ সবের মাঝেও নওরীন আজ একা, নিঃসঙ্গ সে। ভাই-ভাবী আছে, তাদের ছেলে মেয়েরা আছে। তবুও সে আজ একা, বড় একা। একা এই পৃথিবীতে এসেছিল, আবার তাকে একাই ফিরে যেতে হবে। এজগৎ সংসারে তার যেন আপন কেউ নেই।

শামীমা ফেরদৌসী
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

কবিতা

শেষ পরিচয়

আবুল কাশেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

সময় শেষ ধরেছ বেশ
এখন দিব্যি মুসলমান,
কুরআন-হাদীছ ধার ধারো না
আছে শুধু সুন্দর নাম।
ছালাত-ছিয়াম করো তোমরা
বলো একটি শেষ কথা,
বাপ-দাদা করে এসেছে
ছাড়ব না তাদের প্রথা।
কুরআন-হাদীছ পড়ছ সবাই
হয়েছ তোমরা নাফরমান,
তবু কি বলতে পারো
আমরা সত্য মুসলমান?
ধর্মের নামতো মুখে বলো
কর্মের কোন খবর নাই,
সত্য-মিথ্যার বিচার হবে
সেদিন কিন্তু খুব দূরে নাই।
একটি কথা বলে সবাই
দেশের অধিক মুসলমান,
সারা দেশটা দেখলাম ঘুরে
কবর পূজার খুব ধুমধাম।
শিরক-বিদ'আত আছে জুড়ে
বাংলার মানুষের হৃদয়,
পীর ছাহেবরা গ্রাস করেছে
কেরামতির দেয় দোহাই।
হকের দাওয়াত দেব আমরা
আছে সেই সকল আশা,
আহলেহাদীছ যুবসংঘ
হবে না কভু নিরাশা।

শিরক-বিদ'আতের অবসান

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ছিঁড়ে ফেল তোর লটকানো তাবীয
ভুলে যা তোর খাজার নাম,
নতুন করে সাজা জীবন
কণ্ঠে তোল তোর রবের গান।
মসজিদ ছেঁড়ে মাযার ঘরে
ধরিস না তুই যিকিরটা,
থাকতে সময় করিস না ভুল
পোঁড়াস না তোর কপালটা।
কেমন যিকির করিসরে তুই
পীরের মাযার চরণে,
বেহুঁশ হয়ে থাকিস পড়ে
হুঁশ থাকে না পরাণের।
নারী-পুরুষ একই সাথে
ডাকছিস কেমন আল্লাহু,
আমীর হয়ে সামনে খাজা
পানির পাত্র মারছে ফুঁ...।
কেউবা নিচ্ছে কচ্ছপের জল
কেউবা পীরের চরণ ধূলা,
কেউবা গর্ভে চাচ্ছে মানিক
সুখ-আনন্দের নতুন ভেলা।
ভণ্ডপীরের কাণ্ড দেখে
কেউবা হতবাক,
কেউবা তুলছে গাজার ধূয়া
কেউবা চাপছে নাক।
ছালাত ছেড়ে সমাজ নিয়ে
কেউবা হচ্ছে নেতা,
আশেক হয়ে পীর চরণে
বলছে মনের ব্যথা।
মাযার পূজা কবর পূজায়
দেশটা গেছে ভরে,
শিরক বিদ'আত ছড়াছড়ি
সারা বাংলা জুড়ে।
কেউবা মুরিদ আট রশিতে
কেউবা খানজাহান,
কেউবা আবার শাহ জালাল
কেউবা শাহ পরান।
এসব থেকে সত্য দ্বীনের,
কে জানাবে আহ্বান?
বাংলার বুকে হবে কবে
শিরক-বিদ'আতের অবসান?

***

পরিচয়

মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান
কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

আহলেহাদীছ যুবক মোরা
সবাই বলে ভালো,
দেশের সেবা করব মোরা
জ্বালব জ্ঞানের আলো।
ছহীহ সুন্নাহ্‌র দাওয়াত দিব
সরাব, শিরক ও বিদ'আত
অসৎ কর্ম আছে যত
মোরাই করব দূরীভূত।
বিশ্বের ভূমিতে জ্বালাবো মোরা
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো।
আহলেহাদীছ নামটি মোদের
এই তো মোদের পরিচয়
বলছেন রাসূল থাকবে এদল
হবে না তাদের কভু ক্ষয়।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর।
২. সূরা আলাকের ১-৫ নং পর্যন্ত ৫টি আয়াত।
৩. সুদীর্ঘ ২৩ বছরে।
৪. ওছমান (রাঃ)-কে।
৫. মাছহাফে ওছমান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১. নাক।
২. শিশির।
৩. চাঁদ।
৪. চালকুমড়া।
৫. কলা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. পবিত্র কুরআনের অবতরণস্থল কোথায়?
২. মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের নিকটে কি অবতীর্ণ করতেন?
৩. অহী নিয়ে অবতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার নাম কি?
৪. অহী কত প্রকার ও কি কি?
৫. রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে কয়টি পদ্ধতিতে অহী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তা কি কি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)

১. সূর্যের ব্যাস কত?
২. সূর্যের গ্যাসীয় উপাদান কি কি?
৩. সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ বড়?
৪. সূর্যের সমস্ত তাপের কতভাগ আমরা পেয়ে থাকি?
৫. সূর্য কোন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত?

সংগ্রহে : সাখাওয়াত হোসাইন
পরিচালক, রজনীগন্ধা শাখা, সোনামণি মারকায এলাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ এশা দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১২-এর শাখা পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ এশা দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে উপযেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

সেরা সোনামণি

-মুহাম্মাদ নাজমুস সা'আদাত
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

সোনার চেয়ে দামি জিনিস নেইকো ভুবন পর,
সোনামণি তার চেয়েও দামি শীর্ষে সবার।
সোনা চলে বেচা-কেনা হাট-বাজার মাঝে
সোনামণি যায় না কেনা সকাল কিংবা সাঝে।
স্বর্ণালংকার দেহের ভূষণ থাকে নারীর করে,
সোনামণি সবার ভূষণ বুঝাই বল কারে?
সোনা হ'ল অঙ্গের শোভা থাকে শরীর মাঝে,
সোনামণি গুণের বাহার লাগে সবার কাজে।
চুরি হওয়ার ভয়ে সোনা রাখে গোপন ঘরে,
সোনামণি হয় না চুরি ইহ-পরপারে।
এসিড ছাড়া আসল সোনা যায় না চেনা জানি
অহী-র আলোয় মন বিহারী সেরা সোনামণি।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সীমান্তে বিএসএফের হাতে ৯ মাসে ২৮ খুন

সম্প্রতি মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' চলতি বছরের ৯ মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, ৯ মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী ফোর্স (বিএসএফ) ২৮ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা ও ৭০ জনকে আহত করেছে। এ সময় অপহৃত হন ৫৩ বাংলাদেশী। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, গত ৯ মাসে কমপক্ষে ৬০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে এবং রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৩০ জন নিহত এবং ১২ হাজার ২০৬ জন আহত হয়েছে। এ সময় আওয়ামী লীগের ২৯৭টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৮ জন নিহত ও ৩৫২৬ জন আহত এবং বিএনপির ১০৭টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪ নিহত ও ১২৩৩ জন আহত হয়েছেন। এসময় আরো ৩৮৪ জন কন্যাশিশু সহ ৬৫১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ঝিনাইদহে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ

ঝিনাইদহের গাড়াগঞ্জের মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক শিশির ফিরোযের বিরুদ্ধে শ্রেণী কক্ষে রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীরা জানান, এই শিক্ষক গত ২২ সেপ্টেম্বর ক্লাসে রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননা করে আমেরিকায় তৈরী চলচ্চিত্রের প্রশংসা করে বলেন, 'হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন প্রতারক। তিনি হত্যাকারী, যুদ্ধবাজ এবং অতিশয় চালাক। কুরআন তার নিজের বানানো গ্রন্থ। আল্লাহ বলে কেউ নেই। নামাজ পড়ে লাভ কি? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে লালন শিল্পী শিশির ফিরোয ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ইবাদত ও প্রথা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আসছে। তিনি ক্লাসে আসলে ছাত্ররা তাকে সালাম দিতে পারে না। তিনি সালাম দেওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করেন। সালাম দেওয়ার শাস্তি হিসাবে ক্লাসে ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রাখেন।

রুয়েট ছাত্রের শব্দানুভূতি সম্পন্ন রোবট উদ্ভাবন

রোবট শুধু চোখে দেখবে এ ধারণার অবসান ঘটিয়ে শব্দানুভূতিসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় রোবট উদ্ভাবন করলেন সাদ্দাম ও আবুল মুনযের নামে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)-এর দুই ক্ষুদে বিজ্ঞানী। বহির্বিশ্বে শব্দানুভূতিসম্পন্ন রোবট নিয়ে কাজ শুরু হলেও বাংলাদেশে এই প্রথম শব্দানুভূতিসম্পন্ন রোবট তৈরি করা হয়েছে। রোবটটি গভীর অন্ধকার থেকে শুধু শব্দের মাধ্যমেই পথ চলতে পারবে। একে সামরিক খাত থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ক্ষেত্র, উদ্ধার অভিযানসহ ইন্ডাস্ট্রিতেও ব্যবহার করা যাবে। প্রস্তুতকারক দলটি দাবী অনুযায়ী রোবটটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করলে এর ব্যয় ২ থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে।

সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১১তম

বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১তম। গত ৩ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের বেসরকারী সংস্থা 'নিউ ইকোনমিকস ফাউণ্ডেশন' এই তালিকা প্রকাশ করেছে। এ বছর ১৬১টি দেশের তালিকায় ৮৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম অবস্থানে আছে কোস্টারিকা। এর পরপরই আছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম ও কলম্বিয়া। আর নিচের দিক থেকে ১৫১, ১৫০ ও ১৪৯তম দেশ যথাক্রমে বতসোয়ানা, চাদ ও কাতার। ৫৬.৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় ১১তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। এছাড়া প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ৩২তম। তবে সাম্প্রদায়িক সংঘাত এবং একের পর এক জঙ্গী হামলা সত্ত্বেও এগিয়ে আছে পাকিস্তান। তাদের অবস্থান ১৬তম। তালিকায় আফগানিস্তান রয়েছে ১০৯তম স্থানে আর যুক্তরাষ্ট্র ১০৫তম।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কর্মঠ বাংলাদেশীরা

বিশ্বের যেকোনো দেশের মানুষের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ শারীরিকভাবে সবচেয়ে সক্রিয়। আর শারীরিক সক্রিয়তায় সবচেয়ে পিছিয়ে আছে ইউরোপীয় দেশ মাল্টা। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা সাময়িকী ল্যানসেট সম্প্রতি এ প্রতিবেদন পেশ করে। ল্যানসেট এর তথ্য মতে ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে নিহতদের মধ্যে শতকরা ১০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে অলস জীবন যাপনের কারণে। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ দেশে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মাঝে কর্মহীনতা চেপে বসে। পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি কর্মহীন থাকে। আর উন্নত দেশগুলো সবচেয়ে বেশি কর্মহীন মানুষের ভার বহন করছে। প্রতিবেদনটি দেখিয়েছে, বাংলাদেশে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার হার মাত্র ৪.৭%। অন্যদিকে মাল্টায় এর হার ৭১.৯%। সৌদী আরবে ৬৮.৮%, বৃটেনে ৬৩%, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬২.৫%, ভুটানে ৫২.৩%, আমেরিকায় ৪১%। উচ্চমাত্রায় অলস জীবনযাপনে মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন হৃদরোগ, ডায়েবেটিক, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সারেরও ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

ফেসবুকে কোরআন অবমাননার ছবিকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারের রামুসহ বিভিন্ন এলাকার বৌদ্ধমন্দিরে হামলা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক যুবকের পবিত্র কুরআন শরীফ অবমাননার প্রতিবাদে কক্সবাজারের রামু উপযেলায় ১১টি বৌদ্ধমন্দির ও ১৫টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। ভাংচুর করা হয়েছে আরও দু'টি বৌদ্ধমন্দির এবং শতাধিক বসতঘর ও দোকানপাট। কক্সবাজারের রামু উপযেলার হাইটুপী গ্রামের উত্তম কুমার বড়ুয়া নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক যুবক সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ফেসবুকের 'ইনসাল্ট আল্লাহ' নামে একটি একাউন্ট থেকে 'কুরআনের ওপর মহিলার দু'টি পা', 'আল্লাহ শব্দের বিকৃতি' ও 'পবিত্র কা'বা শরীফে কেউ ছালাত আদায় করছে, কেউ পূজা করছে' এমনসব ছবি পোস্ট করার পর গত ২৯শে অক্টোবর রোজ শনিবার রাত ৯-টায় সর্বপ্রথম বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হয়ে কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু রাত ১১-টা থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে শত শত মানুষ বাস, ট্রাক সহ বিভিন্ন যানবাহনযোগে রামুর দিকে আসতে থাকে এবং তাদের হাতেই এই ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। এছাড়া উখিয়ায় দু'টি বৌদ্ধমন্দির এবং পটিয়ায় একটি বিহারসহ ৫টি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। পুরো ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরোক্ষ সহায়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুলিশ এ পর্যন্ত এ ঘটনার জন্য ২১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। রীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করলেও এর পিছনে কারা কলকাঠি নেড়েছে, সে ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিদেশ

মার্কিন যাজকের ৩৩০ বছরের কারাদণ্ড

শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালানোর অভিযোগে আমেরিকার এক খ্রিষ্টান যাজককে ৩৩০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ৬৯ বছর বয়সী যাজক অস্কার ডি পেরেজকে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আদালত পাঁচ থেকে ১৫ বছর বয়সী পাঁচ শিশুকে নির্যাতনের দায়ে ঐ শাস্তি দেয়। সরকারি কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন, পেরেজ গত পাঁচ বছর থেকে গির্জায় খ্রিষ্টান পরিবারগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাদের সন্তানদের গির্জার কাজ শেখানোর নাম করে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেন। গত বছর এক শিশু মায়ের কাছে তার ওপর পাশবিক নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ পায়।

৭৫০০ মার্কিন কর্মকর্তা ইসরাইলের খেদমতে ব্যস্ত

মার্কিন জাতীয় স্বার্থের জন্য ইহুদীবাদী ইসরাঈলকে বড় হুমকি মনে করলেও আমেরিকার সাড়ে সাত হাযার কর্মকর্তা তেলআবিবের পক্ষে কাজ করছে। এসব কর্মকর্তার সবাই আমেরিকার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন আইনজীবী ফ্রাঙ্কলিন ল্যাম্ব এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চলতি বছরের গোড়ার দিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি গবেষণা কমিশন বলেছে, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের জন্য ইহুদীবাদী ইসরাঈল মৌলিক হুমকি। ৮২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাঈল হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। কারণ তেলআবিবের কর্মতৎপরতা ও আচরণ আরব দেশগুলো এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ওয়াশিংটনের স্বাভাবিক সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তি ও মার্কিন অস্ত্র চোরাচালানীর মাধ্যমে ইসরাঈল দারুণভাবে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

এক সন্তান নীতির কুফল : চীনে শহরবাসী প্রবীণদের অর্ধেকই নিঃসঙ্গ

চীনে শহরে বসবাসকারী প্রবীণদের প্রায় অর্ধেকই তাদের ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে একা বাস করেন। প্রায় ৪৯.৭% প্রবীণ 'খালি বাসায়' একা থাকেন। সম্প্রতি চায়না ন্যাশনাল কমিটি অন এজিংয়ের সহকারী পরিচালক ইয়ান কুইংচুন এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, পল্লী এলাকার ৩৮.৮% প্রবীণ একা নিজেদের মতো বসবাস করতে বাধ্য হন এবং এর জন্য এক সন্তান নীতিই দায়ী। এছাড়া চীনে শিল্পোন্নতির কারণে ছেলেমেয়েরা মা-বাবা থেকে দূরে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে পারিবারিক বন্ধনও ভেঙে যাচ্ছে।

আরো এক দশক আফগানিস্তানে থাকতে চায় আমেরিকা

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই বলেছেন, আমেরিকা ২০১৪ সালের পর আরো এক দশক আফগানিস্তানে নিজ ঘাটিগুলো ধরে রাখার পরিকল্পনা করছে। তিনি বলেন, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সেনা সরিয়ে নেয়া হ'লে সেখানে মহাদুর্যোগ দেখা দেবে বলে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো দাবী করছে। কিন্তু এসব খবর সত্য নয়। কারণ, দেশের যে সব এলাকায় আফগান সেনারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেসব জায়গায় নিরাপত্তা ফিরে এসেছে।

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইন্টারনেটের আওতায়

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইন্টারনেটের আওতায় আছে ২০%-এর বেশী পরিবার। তবে বাংলাদেশে এই হার মাত্র ৩.৩%। অবশ্য বাংলাদেশে মুঠোফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে আইসল্যান্ড। দেশটির ৯৫% মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর সবচেয়ে পিছিয়ে আছে পূর্ব তিমুর। ইন্টারনেটের জগতে যাতায়াত আছে মাত্র ০.৯% মানুষের। মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে মোট ৫৯৭ কোটি মুঠোফোন ব্যবহারকারীর মধ্যে ইন্টারনেটের সংযোগ আছে ১০৯ কোটি ব্যবহারকারীর।

খুন না করেও যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করছে ক্যালিফোর্নিয়ার দেড় শতাধিক কিশোর

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৫৭০ জন রয়েছে যুবক। এর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারে রয়েছে ৩০১ জন। এদের সকলেই খুনের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত। তবে সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে চমকে উঠেছে সেদেশের সুশীল সমাজ। যাতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীদের অর্ধেকের বেশী প্রকৃত অর্থে খুনী নয়!

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র হ্রাস পেয়েছে ২০১১ সালে

২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা হ্রাস পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় 'আরব বসন্তের' মাধ্যমে প্রবর্তিত হওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। আর এসব দেশের নতুন শাসকরা আবার একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'ফ্রিডম হাউস' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। 'আরব বসন্তে'র দেশগুলোর মধ্যে শুধু তিউনিসিয়ার সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উত্তরণে উল্লেখ করার মতো সাফল্য অর্জন করেছে বলে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়। এক্ষেত্রে মিসরের অগ্রগতি সামান্য। আর বাহরাইনের একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আরো কঠোর রূপ নিয়েছে।

১০ বছর পর ইসরাঈল থাকবে না : কিসিঞ্জার

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বলেছেন, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, ১০ বছর পর ইসরাঈল নামে কোন রাষ্ট্র থাকবে না। গত ১৭ সেপ্টেম্বর সিনডে অ্যাডামস নিউইয়র্ক পোস্টে তার এক কলামে এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। হেনরী কিসিঞ্জারের মন্তব্য সম্পর্কে মার্কিন রাজনৈতিক ভাষ্যকার কেভিন ব্যারেট এক প্রবন্ধে বলেছেন, কিসিঞ্জারের এ মন্তব্য সোজাসাপ্টা ও নিষ্ঠুর। তবে ১৬টি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে আরব অঞ্চলে ইসলামী জাগরণের ফলে প্যালেস্টাইনীদের আত্মাহুতি এবং ইসলামী ইরানের জেগে ওঠার ফলে ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে ইসরাঈল টিকতে পারবে না। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একশ' কোটির বেশি মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করে ইসরাঈলকে অব্যাহত সমর্থন দেয়ার মতো সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নেই। এর বিপরীতে মার্কিন সরকারকে তার নিজ স্বার্থ দেখা এবং ইসরাঈলের লাগাম টেনে ধরা উচিত। যেসব কারণে ইসরাঈলের পতন হবে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদীদের মধ্যে ইসরাঈল ইস্যুতে দিন দিন বেড়ে চলা অনৈক্য, ৯/১১-এর ঘটনায় ইসরাঈল জড়িত বলে মানুষের মাঝে ধারণা বদ্ধমূল হওয়া এবং ইসরাঈলের গোঁড়াবাদী নীতির প্রতি মার্কিন জনগণের বিরূপ ধারণা উল্লেখযোগ্য বলে ব্যারেট তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের জন্য সহজ পথ হচ্ছে কিসিঞ্জারের বক্তব্য মেনে নেওয়া। উল্লেখ্য যে, হেনরী কিসিঞ্জার জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদী। তিনি কিশোর বয়সে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন এবং ঝানু কূটনীতিক হিসাবে বিশ্বব্যাপী নাম কুড়ান।

মুসলিম জাহান

ফ্রান্সের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দিয়ামসের ইসলাম গ্রহণ

ফ্রান্সের প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী দিয়ামস ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পাশাপাশি হিজাবও পরছেন। দিয়ামস লিখেছেন, 'সঙ্গীত নিয়ে সাফল্যের চূড়ায় ওঠার পরও আমি নানা ধরনের হতাশায় ভুগছিলাম এবং এ পরিস্থিতিতে আমি বহু মনোচিকিৎসকের কাছে যাই। কিন্তু তাদের কেউই আমাকে সাহায্য করতে পারেননি'। এ অবস্থায় তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাত আদায়ের মাধ্যমে হতাশা দূর করতে সক্ষম হন। তার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

ফিলিপাইনের ঘোষণা : মরো মুসলিম গেরিলাদের সঙ্গে শিগগির চুক্তি

ফিলিপাইন সরকার বলেছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মরো ইসলামিক গেরিলাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি হবে। ঐতিহাসিক রোডম্যাপের আওতায় এ চুক্তি হবে যার ফলে গত কয়েক দশকের রক্তক্ষয়ী সহিংসতার অবসান হবে বলেও উল্লেখ করেছে ম্যানিলা। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের গেরিলা নেতাদের সঙ্গে এক শান্তি বৈঠকের পর ম্যানিলা এ কথা ঘোষণা করে। ফিলিপাইন সরকারের হিসাব মতে, এ সহিংসতায় এ পর্যন্ত দেড় লাখ মানুষ মারা গেছে। সমঝোতা অনুযায়ী, মিন্দানাওয়ে একটি একটি স্বায়ত্বশাসিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হবে যার নতুন নাম হবে বাঙ্গসামরো। উল্লেখ্য যে, মিন্দানওয়ের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধানত মরো জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

আফগানিস্তানে নিহত মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ২০০০-এ উন্নীত

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে এ পর্যন্ত নিহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ২০০০-এ দাঁড়িয়েছে। ১১ বছর ধরে চলা এ সংঘাতে মার্কিন সেনাদের পাশাপাশি ন্যাটো নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সদস্য অন্যান্য দেশের আরো এক হাজার ১৯০ জন সেনা নিহত হয়েছে। উল্লেখ্য, ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ হাযার ১৩৮ ও ইরাকে চার হাযার ৪৮৩ সৈন্য নিহত হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিহত সেনাদের ৩০.৬% প্রাণ হারিয়েছে মিত্র আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হামলায়। এছাড়া জাতিসংঘের হিসাবে গত পাঁচ বছরে আফগানিস্তানে মোট ১৩ হাযার ৪৩১ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে।

হাইতিতে ইসলাম ধর্মের বিস্ময়কর প্রসার ঘটছে

ক্যারিবিয়ান দ্বীপ দেশ হাইতিতে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটছে। এ অঞ্চলের অনেক নিগৃহীত মানুষ এখন স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে চাইছেন। দেশটিতে ইসলামের এই বিস্ময়কর প্রসার ঘটতে শুরু করে ২০১০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর থেকে। তবে দেশটির সরকার এটিকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না। প্রচলিত জাদুমন্ত্রের ধর্ম ও খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস থেকে দলে দলে লোকজনের ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হওয়াকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে ঐ দেশের সরকারকে। যদিও সরকার এখনও এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। হাইতির স্কুল শিক্ষিকা ডারল্যান্ড ডারসিয়ার জানান, ভূমিকম্পের পর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার স্বামী। এরপর তিনি একটি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওখানে এখন প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলমান প্রতিদিন ছালাত আদায় করছেন। গড়ে উঠেছে মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গভীর প্রশান্তি লাভ করেছেন। ভূমিকম্পের পর আমরা অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি- বললেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম রবার্ট উঁচুঁ। তিনি বলেন, এই ধর্মগ্রহণ আমার এবং আমাদের জন্য একটি বিজয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, আমার ছেলে এবং মেয়ে ইসলাম ধর্ম পালন করবে এটি ভেবেই আমার আরও আনন্দ হয়। আসলে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াও বাঁচবে মানুষ!

শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াও বাঁচবে মানুষ। মার্কিন বিজ্ঞানী ডা. জন খেইর রক্তে অক্সিজেন সঞ্চালনের নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। সম্প্রতি বিজ্ঞান বিষয়ক দৈনিক 'সায়েন্স ডেইলি'র এক প্রতিবেদনে বিষয়টি প্রকাশ পায়। এ আবিষ্কারের ফলে জটিল অস্ত্রোপচারের সময় রোগী বাঁচিয়ে রাখতে আর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হবে না। এ পদ্ধতিতে রক্তকণিকায় ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি অক্সিজেন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে শ্বাস না নিয়েও মানুষ অতিরিক্ত ৩০ মিনিট বেঁচে থাকতে পারবে।

চিনির বিকল্প হ'তে পারে স্টেভিয়া

বিশ্বব্যাপী চিনির বিকল্প হিসাবে স্টেভিয়ার ব্যবহার বেড়ে চলেছে। বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ চিনির বিকল্প হিসাবে স্টেভিয়া ও এর নির্যাস কাজে লাগায়। কিন্তু এখনও সনাতন চিনির স্থান দখল করতে পারেনি চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি এই উদ্ভিদটি। এটির পক্ষে ও বিপক্ষে চলছে তর্ক-বিতর্ক। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বেক করা খাদ্যদ্রব্যের জন্য স্টেভিয়া ব্যবহারের অনুমোদন মেলেনি এখনও। তবে ২০০৭ সাল থেকে কোকাকোলা সুইটনার্সের বিকল্প হিসাবে স্টেভিয়া ব্যবহার করছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পেপসিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। তারা পানীয়তে মেশাচ্ছে এই উদ্ভিদের নির্যাস। ব্রাজিলই হ'ল প্রথম পশ্চিমা দেশ, যারা বাণিজ্যিকভাবে স্টেভিয়ার চাষাবাদ শুরু করে। এই উদ্ভিদটিতে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এমন কিছু চোখে পড়েনি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগায় এতে এমন পদার্থ পাওয়া গেছে যা ক্যান্সার উদ্দীপক। বাস্তবে স্টেভিয়া মেশানো কোন মিষ্টি খাওয়ার পর একটা তিতকুটে স্বাদ জিভে লেগে থাকে, যেটা খাবারের সুস্বাদকেও অনেকটা মাটি করে দেয়। তাই কৃত্রিম সুটনার্সের ন্যায় স্টেভিয়া কখনোই চিনির বিকল্প হ'তে পারবে না বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। তবে বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন, এই উদ্ভিদের স্বাদ চিনির কাছাকাছি আনতে।

মাথাব্যথা কমাতে কলা

ব্রিটেনের একদল গবেষক জানিয়েছেন শর্করা জাতীয় খাবার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কলা একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য। তাই কলার মতো শর্করা জাতীয় খাদ্য রক্তের সুগার প্রতিহত করে, ফলে তীব্র মাথাব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একটি কলা খেয়ে সোজা হয়ে কিছু সময় বসে থাকলে মাথাব্যথা কমে। নিউরো সার্জারীর বিশেষজ্ঞ ড. নাইক সিলভার বলেন, বৃটেনে প্রতিদিন একশ' কোটির বেশি লোক মাথাব্যথায় ভোগেন এবং ব্যথার ওষুধ খান। কিন্তু গত সপ্তাহে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সেলেন্স (এনআইসিই) সতর্ক করে দিয়েছে, নিয়মিত ব্যথানাশক ওষুধ গ্রহণ করলে দেহে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাথাব্যথা কমার চেয়ে আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই মাথাব্যথা কমাতে প্রাকৃতিক ফল কলা বিশেষ সাহায্য করতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কিশোর বয়সে ধূমপানে হৃদরোগে মৃত্যুর আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়

কিশোর বয়সে ধূমপান করলে অল্প বয়সেই হৃদরোগে মৃত্যুর আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এমনকি পরবর্তী সময়ে ধূমপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও এ আশঙ্কা থেকেই যায়। জার্নাল অব দ্য আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। যারা কিশোর বয়সে ধূমপান শুরু করে সারা জীবন তা ধরে রাখে, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি অধূমপায়ীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

বরগুনা ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব বরগুনা যেলা শহরের ক্রোক জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আবু ছালেহ ও সঊদী আরব মদীনা শাখার কর্মী মাওলানা হাবীবুর রহমান।

বরগুনা ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা বরগুনা সদর উপযেলার কদমতলা গ্রামে জনাব আব্দুস সাত্তারের বাসভবনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। একই দিন বরগুনা শহরস্থ ক্রোক জামে মসজিদে তিনি বাংলা ভাষায় খুৎবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এবং এ মসজিদে এটাই ছিল প্রথম সুন্নাতী তরীকায় মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা প্রদান *(ফালিল্লাহিল হাম্দ)*। বরগুনা যেলায় এটিই প্রথম দাওয়াতী সফর। এছাড়াও এখানে এদিন মাসিক আত-তাহরীক-এর ১০ ও ৫ কপির দু'টি এজেন্ট হয়।

বড়কালিকাপুর, আত্রাই, নওগাঁ ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আত্রাই থানাধীন বড় কালিকাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন। উল্লেখ্য, বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

যুবসংঘ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২

অহিভিত্তিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২**-এ প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, সেদিন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতে সবাই তাঁর শত্রু হয়েছিল। আজকে আমরা বলেছি, সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর। তাই আমাদেরও শত্রু চারিদিকে। তিনি বলেন, বস্তুবাদ মানুষকে দুনিয়াপূজারী করে। আর বস্তুবাদের আদর্শিক নাম হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ইসলামী চেতনাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই ও মতাবাদকে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। এই মতবাদ প্রথমে মানুষকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে মানুষের সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপরে অগ্রাধিকার দেয়। এভাবে সে ক্রমে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে চলে। তিনি বলেন, ধর্মীয় জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মান্য করাই আমাদের ব্রত। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের একমাত্র সমাজ সংস্কারবাদী যুবসংগঠন। এজন্য তোমাদেরকে ব্যক্তি জীবনে আদর্শ নমুনা হতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে যেকোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তথাপি হক ছেড়ে বাতিলকে গ্রহণ করা যাবে না। বাতিলের সঙ্গে কোন অবস্থায় আপোষ করা যাবে না। তিনি যুবসংঘের ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা শহীদী মৃত্যুর আকাংখী হও। কোন অবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে ছাড়বে না। কথিত জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার ধারে-কাছেও যাবে না। মনে রাখবে, অহি ভিত্তিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য; আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেরা ও সোনামণির ছেলেরা তাদের উপর আরোপিত এই মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে, আমরা সর্বদা এই প্রার্থনা করি।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দারুল ইফতা'র সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ

আহসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার এবং কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, 'যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান, রাজবাড়ী যেলা সভাপতি মুনীরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, বগুড়া যেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অহীদুয্যামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠির প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) এবং আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, যিয়াউর রহমান ও আব্দুল গফুর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম।

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মিলনায়তনের বাইরে বসে বহু কর্মী প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শ্রবণ করেন। কর্মীদের মুহূর্মুহু শ্লোগানে সম্মেলন কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রাণবন্ত এ সম্মেলনে বক্তাগণের বিষয়ভিত্তিক তথ্যবহুল আলোচনা কর্মীদের কর্মস্পৃহা, কর্মচাঞ্চল্য ও ঈমানী চেতনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক বাধার কারণে সম্মেলনের কার্যক্রম যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি সম্মেলনের একদিন পূর্বে বিনা নোটিশে সম্মেলনের অনুমতি প্রত্যাহার করা হয় প্রশাসন থেকে। পরে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুমতি পাওয়া গেলেও সম্মেলনের আগ পর্যন্ত এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে দিনব্যাপী সুষ্ঠুভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কুয়েতী মেহমানের বক্তব্য :

উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতের শারঈ আদালতের সম্মানিত বিচারপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আল-আলামী'র পরিচালক ড. ফায়ছাল আল-হাশেমী। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান বক্তব্যে অত্যন্ত উজ্জীবিত হন উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ। তাঁর বক্তব্য আরবী থেকে তরজমা করে শোনান মুহতারাম আমীরে জামা'আত। সম্মানিত অতিথি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেন, এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। কেননা ইসলামী মজলিস হল পৃথিবীর সর্বোত্তম মজলিস, যে মজলিসে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। তিনি বলেন, আমি সৌভাগ্যবান যে, আমি এমন মানুষদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যারা হলেন 'আহলেহাদীছ'। আমি আপনাদের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। এজন্য আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে ছুটে এসেছি। কোন মুসলমান যখন দ্বীনী মহব্বাতে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সেটা তার জন্য গুনাহ মাফের অসীলা হয়ে যায়। আমি আমার দ্বিতীয় দেশ এই সুন্দর বাংলাদেশে নামার পর চলতি পথে বিদ'আতের ছড়াছড়ি দেখতে পেয়েছিলাম। অতঃপর যখন আহলুস সুন্নাহ আহলেহাদীছের এই জামা'আতকে পেলাম, তখন খুশীতে আমার অন্তর ভরে গেল। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, হেদায়েত প্রাপ্তদের অনুসারী হও *(আন'আম ৯০)*। আলহামদুলিল্লাহ আহলেহাদীছরাই হল সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত দল। এটা সত্য যে, হক্বপন্থীরা সর্বদা সংখ্যায় কম হয়ে থাকে। তাই পথভ্রষ্টদের সংখ্যাধিক্য যেন আমাদেরকে হতাশ না করে। কেননা কুরআনে সংখ্যাগরিষ্টদের নিন্দা করা হয়েছে *(আন'আম ১১৬)*। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য হল আহলেহাদীছরা কখনও চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা আমরা হলাম মধ্যপন্থী উম্মত *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। কুরআনের অনুসারীদেরকে সর্বদা হতে হবে মধ্যপন্থী। অতএব 'আহলেহাদীছ' হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব হকের এই পথকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদেরকে অবশ্যই হকের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। আপনাদেরকে ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ শারঈ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্র কসম, বাংলাদেশে হোক, মক্কার হারাম শরীফে হোক এমনকি জান্নাতেই হোক মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার ইলম অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে *(মুজাদালাহ ১১)*। সুতরাং যারা শারঈ ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উচিৎ হল মানুষকে তার দিকে আহ্বান করা।

দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমাদের যুবকরা কুরআন মুখস্ত করছে, হাদীছ মুখস্ত করছে; কিন্তু তার উপর আমল করা বা মানুষকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। অথচ সমাজের মানুষ চরমভাবে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে রয়েছে। অতএব তাদেরকে উপদেশ দেওয়া ও হকপথে আহ্বান করা আমাদের যুবকদের অপরিহার্য দায়িত্ব। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হিকমত অবলম্বন করা। যদি বিদআতী, কবরপুজারী কিংবা ছূফীও হয়, তবুও তাদেরকে নরম ভাষায় শিষ্টাচারের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। আপনার কাছে শরী'আতের দলীল মওজূদ। আপনি আহলেহাদীছ। আহলেহাদীছদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা ইলম অনুযায়ী আমল করে এবং আল্লাহ্র দিকে হিকমত ও ছবরের সাথে আহ্বান করে। মানুষকে দাওয়াত প্রদানের সময় এই বিষয়টির দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনি যদি কর্কশভাষী ও রুক্ষ মেযাজের হন, তবে মানুষ আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন এই আদর্শের বাস্ত ব নমুনা। তাঁর আচরণ দ্বারা তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে মানুষকে হকপথে আহ্বান করতে হয়। যেহেতু আমরা

আহলেহাদীছ, সেহেতু আমরাই রাসূল (ছাঃ)-এর এই আদর্শ অনুসরণের অধিক হকদার। তিনি আরো বলেন, আপনারা যেমন সঠিক জ্ঞানে সুশোভিত, তেমনি সে জ্ঞান অনুযায়ী আমলে অগ্রগামী। যখনই আপনি বাজারে যাবেন, সেখানে একটি সুন্নাত জীবিত করবেন। সেটা যে কোন উপায়েই হোক না কেন। যখনই কোন বাড়িতে বা হাসপাতালে যাবেন, মানুষকে অবহিত করবেন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত সম্পর্কে। এভাবে যেখানেই যাবেন হকের ঝাণ্ডাকে সর্বদা সমুন্নত রাখা আপনাদের কর্তব্য। কেননা আপনি যেখানেই থাকুন না কেন একজন আহলেহাদীছ হিসাবে আপনি সমাজের আদর্শ। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন। দুনিয়া থেকে যেন খালি হাতে আমাদের বিদায় নিতে না হয়। এভাবে সকলেই যদি আমরা দায়িত্ব সচেতন হই, তাহ'লে রিসালতের বিশুদ্ধ বাণী সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং সে পথের উপরই বেড়ে উঠবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

আলোচনা সভা

মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর রেলবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর শাখা গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল মালেক ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে আল-আমীনকে সভাপতি ও আব্দুল হামীদকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘ' মহিষালবাড়ী শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ৫ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চিরিরবন্দর থানাধীন মত্তমণ্ডল সর্দারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চিরিরবন্দর এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওলিয়া পুকুর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক জনাব যহূর বিন ওছমান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট চিরিরবন্দর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ১৯ আগষ্ট রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন (গাযীপুর)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ পেশ করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ শফীক (নরসিংদী) ও মুফাযযল হোসেন (মেহেরপুর)। তাবলীগী ইজতেমায় বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী ও মানছূরুর রহমান (টাঙ্গাইল), আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা), মু'আযযেম (বগুড়া)। আরো বক্তব্য পেশ করেন আবু ক্বায়েস (বাগেরহাট), কাযী মাসঊদ (রাজবাড়ী), মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), ফরীদ আহমাদ (কিশোরগঞ্জ), শামীম (বি. বাড়িয়া), মুহাম্মাদ আলী (চুয়াডাঙ্গা) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর), মুহাম্মাদ হাসান (টাঙ্গাইল), হাবীবুর রহমান (টাঙ্গাইল), রফীকুল ইসলাম (মাগুরা)। অনুষ্ঠানে কয়েকজন আহলেহাদীছ হন। তারা হ'লেন- ১. ফরীদ আহমাদ (কিশোরগঞ্জ), ২. রকীবুল ইসলাম (মাগুরা), ৩. মীযানুর রহমান (ফরিদপুর), ৪. মাসঊদ (রাজবাড়ী), ৫. হাফিয আল-আসাদ (রাজবাড়ী), ৬. আব্দুল কাইয়ূম (ফরীদপুর), ৭. শামীম (বি. বাড়িয়া), ৮. আব্দুল মতীন (কুমিল্লা), ৯. জাহাঙ্গীর আলম (কুমিল্লা)।

উল্লেখ্য, সকাল ১০-টা থেকে এশা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত (মেহেরপুর)।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলার পাটকেলঘাটা থানাধীন নগরঘাটা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুছ ছামাদ (৪৮) গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০-টায় মারা যান। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে গেছেন। পর দিন বেলা ২-টায় নিজ গ্রাম পাঁচপাড়ায় তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : মিশকাতের ৯২৪, ৯২৬ ও ৯২৮ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে 'উম্মতের দরূদ ও সালাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে'। ৯২৫নং হাদীছে বর্ধিতভাবে এসেছে 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট আমার রূহ ফেরত দেন যাতে আমি সালামের জবাব দিতে পারি'। সারাবিশ্বে প্রতিনিয়ত দরূদ ও সালাম পাঠ হচ্ছে। এমতাবস্থায় নবী (ছাঃ)-এর জীবিত থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষণে হাদীছদ্বয়ের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কামাল আহমাদ
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উম্মতের দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয় *(নাসাঈ; মিশকাত হা/৯২৪)*। এখানে সালাম অর্থ দো'আ। চাই তা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হৌক বা দূর থেকে হৌক। দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বারযাখী জীবনের অন্ত র্ভুক্ত। যেখানে মানুষের হায়াত বা মঊত বলে কিছু নেই। তাই রূহ ফেরত দেওয়ার অর্থ তাঁকে অবহিত করানো এবং তিনি তা বুঝতে পারেন। আর সেটাই হ'ল তাঁর উত্তর *(মির'আত হা/৯৩১-এর ব্যাখ্যা, ৪/২৬২-৭৪)*। বারযাখী জীবনের বিষয় দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয়। অতএব এ হাদীছগুলির মাধ্যমে 'হায়াতুন্নবী' প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। যা পরিষ্কারভাবে শিরকী আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন *(যুমার ৩৯/৩০, আম্বিয়া ২১/৩৪-৩৫, আলে-ইমরান ৩/১৪৪, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪)*। দুনিয়াবী জীবনের সাথে তাঁর এখন কোনই সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩)*। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে *(নমল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তিনি বলেন, মৃতদের সামনে পর্দা (বরযখ) রয়েছে, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : মসজিদে মহিলাদের ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকায় ৫০ গজ দূরে একটি ঘরে সাউণ্ডবক্সের মাধ্যমে তাদের জন্য জুম'আ ও তারাবীহর ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি শরী'আতসম্মত হবে?

-ডা. শাহীনুর রহমান
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : পুরুষ ও মহিলার ছালাতের স্থানের মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে ছালাত আদায় করা যাবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘরের মধ্যে ছালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা তাঁর ঘরের পিছন থেকে ছালাতের ইক্তেদা করত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : আমরা যে মাযহাবী ভাইদের সাথে অর্থাৎ বিদ'আতীদের সাথে বিবাহ দিয়ে থাকি। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা জায়েয আছে কি?

-মুহাম্মাদ উজ্জ্বল হোসেন
গাযীপুর, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : যে কোন মুসলিম নর-নারী পরস্পরের মধ্যে বিয়ে-শাদী করতে পারে। এক্ষণে (১) কোন মাযহাবী ব্যক্তি যদি ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পরেও তা মানতে অস্বীকার করে ও নিজ মাযহাবী ভুলের উপর দৃঢ় থাকে (২) ওই ব্যক্তি যদি শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত হয় এবং তা ছাড়তে রাযী না হয়। যেমন মাযহাবপূজা, পীরপুজা, গোরপুজা, মীলাদ, ক্বিয়াম, কুলখানি, চেহলাম, কদমবুসি ও অন্যান্য কুসংস্কার (৩) যদি ঐ ব্যক্তি চরমপন্থী খারেজী কিংবা শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া আক্বীদার অনুসারী হয় এবং এগুলি থেকে তওবা করতে অস্বীকার করে, তবে তার সাথে বিয়ে-শাদী থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একটি ঈমানদার মেয়ে একটি মুশরিক মেয়ের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর তোমরা কোন মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন মুমিন পুরুষ মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি লোকদের জন্য স্বীয় আয়াত সমূহ বিবৃত করেন। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে *(বাক্বারাহ ২/২২১)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : ভাগ্যে তো সবকিছু আছেই। আর তা অবশ্যই ঘটবে। অতএব চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি? বিষয়টি স্পষ্ট করে বাধিত করবেন।

-মুত্ত্বালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ 'তোমরা আমল করতে থাক। কেননা প্রত্যেকের জন্য ঐ কাজ সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৮৫)*। অনুরূপ আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, سَدِّدُوا وَقَارِبُوا 'তোমরা সৎকর্ম কর ও আল্লাহর নৈকট্য তালাশ কর'। কারণ জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন এবং জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামী কাজের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে সে যে আমলই

করুক না কেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের পালনকর্তা ফায়ছালা শেষ করে ফেলেছেন। 'তোমাদের একদল জান্নাতে যাবে ও একদল জাহান্নামে যাবে' *(শূরা ৪২/৭; তিরমিযী হা/২১৪১, মিশকাত হা/৯৬)*।

ভাগ্যে কি লিপিবদ্ধ আছে, মানুষ তা জানে না। অতএব মানুষকে একনিষ্ঠ চিত্তে সৎ আমল করে যেতে হবে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ 'প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্র নির্ধারণ অনুযায়ী রয়েছে। এমনকি বুদ্ধির স্বল্পতা ও তীক্ষ্ণতা পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮০)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ দরস : তাক্বদীরে বিশ্বাস, মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ২০০৩)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : জনৈক ব্যক্তি ৬ বছর আগে ১ লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে এবং সে টাকা দিয়ে সে ২ লাখ টাকা আয় করেছে। এখন ঐ ব্যক্তি যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে চায়। তিনি কি শুধু মূল টাকা ফেরত দিবেন, না লাভ সহ ফেরত দিতে হবে?

-হাবীবুর রহমান সিরাজী
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মূল টাকা ফেরত দেওয়া তার জন্য অপরিহার্য। লাভের টাকা ফেরত দেওয়াটা অধিক তাক্বওয়ার পরিচয় হবে।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : জনৈক আলেম বলেন, ওমর (রাঃ) জীবনে ১৫টি ভুল করেছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ছাদিক
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিজের রায়কে বাদ দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করতেন এবং সর্বাবস্থায় হাদীছকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রাঃ) হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে এধরনের ১৫টি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যেসব ব্যাপারে ইতিপূর্বে তাঁর হাদীছ জানা ছিল না। কিন্তু পরে জানতে পেরে সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করেন *(থিসিস পৃঃ ১৩৮; গৃহীত: ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/২৭০-৭২)*।

এগুলি মূলতঃ কোন ভুল নয়, বরং অজানা বিষয়। যে বিষয়ে জানার পরে তিনি সেদিকে প্রত্যাবর্তন করেন। এ রীতি কেবল ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে নয়, বরং সকল ছাহাবী ও তাবেঈর মধ্যেই ছিল। যেমন শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে অবিরত ধারায় একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে হাদীছ পৌঁছে গেলে তাঁরা বিনা শর্তে তা মেনে নিতেন' *(আল-ইনছাফ পৃঃ ৭০)*। প্রত্যেক মুসলিমের এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : ঈদের মাঠ পাকা করা যাবে কি?

যমীরুদ্দীন
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদগাহের জন্য মেঝে পাকা করা, ছায়ার জন্য সামিয়ানা টাঙানো বা ছাদ করা কোনটাই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে প্রমাণিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা অনেক ইখতেলাফ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আবশ্যিক হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা' *(আহমাদ, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/১৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর মাত্র ৫০০ গজ পূর্বে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭, মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*। আমাদেরও সেটাই করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৮/৪৮): আমি একটি দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু তার পরিবার গরীব হওয়ায় আমার পরিবার এ বিয়েতে বাধা প্রদান করছে। এক্ষণে আমি কি পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিয়ে করতে পারি?

-রোকনুযযামান
আবুধাবী, দুবাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে : (১) তার সম্পদের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দ্বীনদারীর কারণে। এর মধ্যে তোমরা দ্বীনদার নারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে ধ্বংস হও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতঃপর তিনি ছেলে সম্পর্কে বলেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কোন ছেলে বিবাহের পয়গাম দেয়, যার দ্বীনদারী এবং সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন ঐ ছেলের সাথে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে পৃথিবীতে ফিৎনা ও বড় ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*।

উপরোক্ত দু'টি হাদীছে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বিবাহের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকীগুলি যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে পারস্পরিক বিবাহ সম্পাদন করাই শরী'আত সম্মত। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পিতা-মাতার উক্ত বিয়েতে অসম্মতি জানানো শরী'আতের অনুকূলে হয়নি। কেননা শুধুমাত্র গরীব হওয়ার কারণে বিয়েতে অসম্মতি জানানো ঠিক নয়। সুতরাং ছেলের উচিৎ হবে পিতা-মাতাকে সাধ্যমত বুঝানো এবং পিতা-মাতারও উচিৎ হবে বিষয়টি ধৈর্যের সাথে অনুধাবন করা। অন্যথায় মেয়েটির সাথে ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেলে শরী'আতের তরফ থেকে তাতে কোন বাধা থাকবে না।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : কত হিজরী থেকে মুজাদ্দিদ আসা শুরু হয়েছে? এ পর্যন্ত কত জন মুজাদ্দিদ এসেছেন?

-মামূন
শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর মাথায় একজন যুগসংস্কারক (মুজাদ্দিদ) পাঠাবেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪২৯১, মিশকাত হা/২৪৭; ছহীহাহ হা/৫৯১)*। অত্র হাদীছে বর্ণিত مَنْ শব্দটির ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, এর অর্থ 'একজন'

বা ‘একদল’ দু’টিই হ’তে পারে। যিনি বা যাঁরা উম্মতের সংস্কার সাধন করবেন। এখানে يجدد لها دينها অর্থ إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة الصحيحة ‘কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র যেসব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, তা পুনর্জীবিত করা’। অথবা دينها অর্থ أهل دينها ‘দ্বীনের অনুসারীগণ’। কেননা দ্বীন আল্লাহ প্রেরিত এবং আল্লাহই এর হেফাযতকারী *(হিজর ৯)*। এতে কোন সংস্কার প্রয়োজন নেই। সংস্কার প্রয়োজন দ্বীনের অনুসারীদের। যারা দ্বীনের অনুসরণে গাফেল এবং বিশুদ্ধ আক্বীদা হ’তে বিচ্যুত হয়। হাদীছে বর্ণিত ‘সংস্কার’ অর্থ মূলতঃ আক্বীদার সংস্কার। যার মাধ্যমে আমলের সংস্কার হয়ে থাকে। আর দ্বীন-এর ব্যাখ্যা হ’ল, শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস এবং ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নেক আমল। উম্মত যখন এ দু’টির মূল ধারা থেকে সরে যায়, তখনই আল্লাহ্‌র রহমতে যুগে যুগে প্রেরিত হন যুগ-সংস্কারক কোন আপোষহীন ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগী একটি দল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই উম্মতের মধ্যে এরূপ ভ্রান্তি দেখা দিবে, সেখানেই এরূপ মুজাদ্দিদ আসতে পারেন। এখন নবী আসবেন না, তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে উম্মতের জন্য এটি একটি বিশেষ রহমত স্বরূপ। হাদীছে ‘প্রতি শতাব্দীর মাথায়’ বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার বলেন, এটি আবশ্যিক নয়, বরং যেকোন সময়ে এটি হ’তে পারে। তবে উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয *(খেলাফতকাল : ৯৯-১০১ হিঃ)* সম্পর্কে বিদ্বানগণ সকলে একমত যে, তিনিই ছিলেন প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। বাকী ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইবনে হযম, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রমুখ বিদ্বানগণ স্ব স্ব যুগের মুজাদ্দিদ বলে খ্যাত। তবে এটির কোন সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহ তাঁর রহমতের জন্য কখন কাকে খাছ করে নিবেন, এটা সম্পূর্ণ তাঁরই এখতিয়ারে।

প্রশ্ন (১০/৫০) : শ্যামুয়েল নামে কোন নবী কি দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন? যদি এসে থাকেন, তবে তাঁর সংক্ষিপ্ত কাহিনী জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুসলিম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : শ্যামুয়েল নামে কোন নবীর নাম কুরআন বা হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উক্ত নামে একজন নবী এসেছিলেন হারূণ (আঃ)-এর বংশে। মূসা (আঃ)-এর ভাগিনা নবী ইউশা‘ বিন নূনের ৪৬০ বছর পরে। সুদ্দী স্বীয় সনদে ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসঊদ ও একদল ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আমালেক্বাগণ গাযা ও আসক্বালান প্রভৃতি ভূখণ্ড বনু ইস্রাঈলের নিকট থেকে দখল করে নেয় এবং তাদের বহু লোককে হত্যা করে ও বাকীদের বন্দী করে, তখন মাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা বেঁচে থাকে। উক্ত মহিলা আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে দো‘আ করেন যে, আল্লাহ যেন তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন এবং মহিলা তার নাম রাখেন শ্যামুয়েল। হিব্রু ভাষায় যার অর্থ : আল্লাহ আমার দো‘আ শুনেছেন’। অতঃপর সন্তান বড় হ’লে তার মা তাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে পাঠান এবং সেখানে তার শিক্ষা-দীক্ষা ও ইবাদতের জন্য তাকে একজন সৎ লোকের হাতে সোপর্দ করেন। ছেলেটি যুবক হলে একদিন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি শব্দ শূনে জেগে ওঠে। ভীত হয়ে সে তার উস্তাদের কাছে যায়। তিনি বলেন, আমি তোমাকে ডাকিনি। এভাবে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তৃতীয়বারে জিবরাঈল তার সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন, তোমার পালনকর্তা তোমাকে তোমার কওমের প্রতি প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তিনি কওমের নিকটে দাওয়াত দিলে নেতারা তার নিকটে একজন সেনাপতি কামনা করেন। যার ফলে আল্লাহ তালূতকে সেনাপতি হিসাবে প্রেরণ করেন। *(দ্রঃ আল-বেদায়াহ ওয়ান-নেহায়াহ ২/৬ পৃঃ; নবীদের কাহিনী ২/১২০)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : কবরকে মযবুত করে বাঁধানো এবং জন্ম-মৃত্যু তারিখ লেখা কি জায়েয?

-মইনুল ইসলাম
হরিহরা পাকুড়, ঝাড়খাণ্ড, ভারত।

উত্তর : কবরকে বাঁধানো বা তার উপর কিছু লেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জাবের (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা ও চুনকাম করতে, তার উপর লিখতে এবং পায়ে দলিত করতে নিষেধ করেছেন’ *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭০৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : জনৈক আলেম বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) সূরা নাস ও ফালাক্বকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মাহফূয
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং কুরআনের সকল সূরা ও আয়াত সমূহ ‘মুতাওয়াতির’। এবিষয়ে কোন ছাহাবীর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে বিদ্বানগণের বক্তব্য এই যে, তিনি এ সূরা দু’টিকে প্রথমে কুরআনের অংশ হিসাবে মনে করেন নি। বরং ঝাড়-ফুঁকের দো‘আ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। সেকারণ তাঁর মুছহাফে এটা লেখেননি। পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে একমত হন এবং এটিকে কুরআনের অংশ হিসাবে গণ্য করেন। *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৪৯৭৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : সামর্থ্যহীন ব্যক্তি কারো টাকায় হজ্জ করার পর পরবর্তীতে তার সামর্থ্য হ’লে তাকে কি পুনরায় হজ্জ করতে হবে?

-শহীদুল্লাহ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে না। কেননা হজ্জ জীবনে একবারই ফরয এবং তা তিনি আদায় করেছেন।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : বাজারে মশা মারার জন্য র‌্যাকেটের মত এক ধরনের ইলেকট্রিক নেট পাওয়া যায়। এতে মশাটি পুড়ে যায়। তাছাড়া গ্লোব বা কয়েলের ধোঁয়ার মাধ্যমেও মশা মারা হয়। এভাবে ইলেকট্রিক শট ও ধোঁয়া দিয়ে মশা মারা যাবে কি?

-কাযী আব্দুল ওয়াহহাব, কুষ্টিয়া।

উত্তর : কোন প্রাণী যদি কষ্টদায়ক এবং ক্ষতিকর হয় তাহ'লে সেগুলোকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে মারা যাবে না *(বুখারী হা/৩০১৬, আবুদাউদ হা/২৬৭৫)*। আর ইলেকট্রিক নেট এবং কয়েলের দ্বারা মশা মারলে তাকে আগুনে পুড়ানো বুঝায় না। অতএব এভাবে মারতে কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং-৫১৭৬, উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৫৯/১২)*।

প্রশ্ন (১৫/৫৫): ছিয়াম অবস্থায় রক্ত দান করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তর : শক্তি থাকলে দিবে। এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। ডাক্তারগণের সিদ্ধান্ত যদি এটাই হয় যে, রোগীর জন্য এখুনি রক্তের প্রয়োজন, তাহলে ছিয়াম অবস্থায় রক্তদান করবে এবং দুর্বলতা অনুভব করলে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্যদিন ক্বাযা করে নিবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ফৎওয়া নং ৪১৯, পৃঃ ৪৭৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬): শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকা যাবে কি?

-আবুল হুসাইন
দক্ষিণ তোয়াজ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : শ্বশুর-শাশুড়ীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে আব্বা-আম্মা বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস ও আনাস (রাঃ)-কে আদর করে 'ইয়া বুনাইয়া' বা 'হে আমার ছেলে' বলতেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২৬১৩, ৪৬৫২)*। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে 'চাচাজী' ও বলা যায়। যেমন বদরের যুদ্ধে মু'আয ও মু'আউওয়ায নামক দুই তরুণ প্রবীণ ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা)-কে 'ইয়া 'আম্মে' বা 'হে চাচাজী' বলে সম্বোধন করেন *(বুখারী হা/৩১৪১)*।

উল্লেখ্য যে, সূরা আহযাবের ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় যায়েদ বিন হারেছাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুত্র এবং সালেমকে আবু হুযায়ফার পুত্র হিসাবে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেখানে মূলতঃ তাদেরকে প্রকৃত পুত্র বলে সম্বোধন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে মাত্র *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। সুতরাং শ্বশুর-শাশুড়ীকে সম্মানসূচক আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : অসুস্থতার কারণে পা সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে হয়। পাশের মুছল্লীরা মনে করে তার ছালাত হয় না। কেউ বলেন, চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে হবে। সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
কোয়ালীপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : অসুস্থতার কারণে বসে হৌক, শুয়ে হৌক, চেয়ারে বসে হৌক সাধ্যমতে ক্বেবলার দিকে চেহারা করে ছালাত আদায় করবে। 'পা সামনে রেখে ছালাত আদায় করলে তাতে পাশের মুছল্লীদের ছালাত হয়না' কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : সংসার সচ্ছল করার লক্ষ্যে স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করা কি শরী'আত সম্মত? স্ত্রীকে ছাড়া কতদিন বাইরে থাকা যায়?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ওমর (রাঃ) তাঁর মেয়ে হাফসা কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এক জন নারী তার স্বামী ছাড়া কতদিন থাকতে পারে? তিনি উত্তর দিয়ে ছিলেন ছয় মাস বা চার মাস। তারপর থেকে তিনি কোন সৈনিককে ছয় মাসের বেশি বাহিরে থাকতে দিতেন না *(মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাক্বী ১৪/২৪৯)*। এ থেকে বুঝা যায় যে বিশেষ প্রয়োজনে ৬ মাস স্ত্রী ছাড়া থাকা যায়। এর চেয়ে বেশি থাকলে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক্ব আছে তোমাদের স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমরা সবার হক্ব আদায় করবে *(বুখারী হা/৬১৩৯)*। তাই একান্ত অসুবিধায় না পড়লে স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশোনা করার যে দায়িত্ব প্রত্যেক স্বামীর রয়েছে তা পালনার্থে সকলকে নিয়ে একত্রে বসাবস করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : কুরআনে মাওলানা অর্থ এসেছে প্রভু। এক্ষণে আলেমদের নামের পূর্বে 'মাওলানা' লেখা কি শিরক নয়?

- মাযহারুল ইসলাম, পঙ্গুল, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এটি বলা যাবে এবং এটি শিরক নয়। কেননা 'মাওলা' অর্থ কেবল 'প্রভু' বা 'উপাস্য' নয়। বরং মাওলা অর্থ বন্ধু, সুহৃদ, অভিভাবক, নেতা, গোলাম ইত্যাদি হয়ে থাকে। যা আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত। 'মাওলানা' শব্দটির মাদ্দাহ ولي পবিত্র কুরআনে প্রায় ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন প্রভূ *(ইউনুস ৩০)*, সন্তান *(মারিয়াম ৫)*, সাথী, বন্ধু *(কাহফ ১৭)*, নিকটজন *(দুখান ৪১)*, সাহায্যকারী *(মুহাম্মাদ ১১)*, শরীক ইলাহ সমূহ *(যুমার ৩)*, উত্তরাধিকারী *(নিসা ৩৩)*, দ্বীনী বন্ধু *(তওবা ৭১)*, আযাদকৃত দাস *(আহযাব ৫)* ইত্যাদি। এটি আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনে এটি গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। অতএব কোন দ্বীনী আলেমকে এ শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা আপত্তিকর নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কেউ বলোনা যে, আমার রবকে খাওয়াও ও পান করাও। বরং বল যে, আমার নেতা ও অভিভাবককে (سيدى ومولاي) খাওয়াও' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৬০)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহকে أنت أخونا ومولانا 'তুমি আমার ভাই ও গোলাম' বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৩৭৭)*। কোন সম্মানী ব্যক্তির জন্য 'মাওলানা' বলার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে কোন ব্যক্তির জন্য নিজের পরিচয় দানে এই শব্দ ব্যবহার করা অর্থগতভাবে ভুল এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মপ্রশংসার নামান্তর। অতএব নিজের আসল নামের সাথে এ শব্দটি যুক্ত করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন (২০/৬০) : ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইলে কথা বলা বা কোন আগন্তুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এলে তার সাথে কথা বলা যাবে কি?

-আশরাফ আলী, ওমরপুর, ভারত।

উত্তর : ইতিকাফ অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় কোন কথা মোবাইল যোগে কিংবা কোন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে বলা যায়। রাসূল (ছাঃ) ইতিকাফ অবস্থায় দু'জন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৫)*। ইতিকাফের পবিত্রতা বিরোধী কোন কথা বলা যাবে না এবং প্রয়োজনীয় কথা অতি সংক্ষেপে সারতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৬১) : আমি ২য় পক্ষ গ্রহীতা। আমার জমি ক্রয়ের প্রয়োজনে নগদ টাকার দরকার হওয়ায় ১ম পক্ষ দাতার কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ টাকা গ্রহণ করি। এর বিপরীতে ১ম পক্ষকে উক্ত টাকার উপর লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মাসিক আনুমানিক ১৫০০/= হারে প্রদান করতে বাধ্য থাকি। বছর শেষে তখনকার সময় জমির হারাহারি মূল্যের উপর লভ্যাংশ বিবেচনা করে চূড়ান্ত লাভ-লোকসান হিসাব করা হবে। উক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা সূদ হবে কি-না। যদি সূদ হয়, তবে কোন পদ্ধতিতে সূদ হবে না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
মাহমূদপুর, জামালপুর।

উত্তর : যদি প্রতিমাসে প্রদেয় ১৫০০/=টাকা বছর শেষে বিক্রয় মূল্যের হিসাবে লভ্যাংশ থেকে কাটা যায়, আর লোকসান হলে যদি ১ম পক্ষকে মাসে মাসে প্রদত্ত টাকা মূল টাকা হতে কাটার শর্ত থাকে, তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ লাভ হ'লে মাসে মাসে প্রদত্ত টাকা লভ্যাংশ হতে কাটা যাবে, আর লোকসান হলে ১ম পক্ষ লোকসান দিতে বাধ্য থাকবে। এরূপ হলে সমস্যা নেই। অন্যথায় এ পদ্ধতি হারাম হিসেবে গণ্য হবে। কারণ বছর শেষে পুনরায় বিক্রয় করতে না পারলে লাভ-লোকসান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (২২/৬২) : ইসলাম মদীনা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলাম আবার মদীনায় ফিরে আসবে, সাপ যেমন তার গর্তে ফিরে যায়। উক্ত হাদীছটি ছহীহ ইসলাম মদীনায় ফিরে যাওয়ার তাৎপর্য কি?

অলিউর রহমান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : হাদীছটি বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে *(বুখারী হা/১৮৭৬, মুসলিম হা/১৪৭, আহমাদ হা/৯৪৫২; মিশকাত হা/১৬০)*। এর তাৎপর্য হ'ল, শেষ যামানায় যখন ফেতনা বৃদ্ধি পাবে তখন মানুষ তার ঈমান রক্ষার জন্য মদীনায় চলে যাবে দ্রুত বেগে, যে ভাবে সাপ দ্রুত তার গর্তে ঢুকে পড়ে *(মির'আত ১/২৫৬ পৃঃ)*।

ছাহেবে লুম'আত আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল বের হওয়ার পরে এ ঘটনা ঘটবে- যা অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়'। অবশ্য ক্বাযী আয়ায, ইমাম কুরতুবী, ইমাম নববী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে, এ ঘটনা সকল যুগেই ঘটতে পারে'। তবে ছাহেবে মির'আত বলেন, والأول أظهر অর্থাৎ ছাহেবে লুম'আত-এর বক্তব্যই অধিকতর স্পষ্ট'। কারণ দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/২৭৪২)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩): অপারেশনের মাধ্যমে তিনটি সন্তান হওয়ার পর পুনরায় গর্ভ ধারণ করা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?

-মুবীনুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহ'লে স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। কারণ আল্লাহ হারাম জিনিসকে কখনো কখনো হালাল করেছেন। যেমন নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত হালাল *(বাক্বারাহ ১৭৩, নাহল ১১৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪): কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। উক্ত কথার তাৎপর্য কি?

-তরীকুল ইসলাম
সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : এর অর্থ মেয়ে তার মায়ের উপর খবরদারী করবে এবং তারা চরম অবাধ্য হবে। অন্য বর্ণনায় ربها পুংলিঙ্গ এসেছে। ফলে এর ব্যাখ্যায় অনেকগুলি মত এসেছে। ছাহেবে মির'আত বলেন, আমাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, সন্তানেরা পিতা-মাতার চরম অবাধ্য হবে। সন্তান তার মাকে গালি-গালাজ ও মারধর করবে এবং তার সঙ্গে এমন হীনকর আচরণ করবে, যেমন মনিব তার দাসীর সাথে করে থাকে *(মির'আত ১/৪১)*। এখানে মায়েদের 'খাছ' করার কারণ এই যে, বৃদ্ধাবস্থায় সাধারণতঃ মায়েরাই সন্তানের কাছে বেশী লাঞ্ছিত হয়।

প্রশ্ন (২৫/৬৫): কুরআন ও হাদীছের ছেঁড়া পাতা কি করতে হবে?

-আব্দুর রাকীব
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কুরআন ও হাদীছের ছেঁড়া পাতা ও বই-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কুরআন ও হাদীছ অতীব পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। এগুলির ছিন্ন পাতা বা কিতাব কোনভাবে যাতে অসম্মানিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখেই সম্ভবতঃ ছাহাবায়ে কেরাম এগুলি পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মূল কুরায়শী আরবীতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। পরে অন্য উপভাষাতেও কুরআন পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাতে শব্দ ও মর্মগত বিপত্তি দেখা দিলে ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) কুরআনের মূল কুরায়শী কপি রেখে বাকী সব কপি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বর্তমানে কেবল সেই কুরআনই সর্বত্র পঠিত হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২২২১)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬): দৈনিক করতোয়া ১৯/৬/১২ ইং তারিখে খবর প্রকাশিত হয় যে, ঘুঘু মুন্সি চরমোনাই-এর মুরীদ। মরার ৩২ বছর পরেও তার লাশ পচেনি। চরমোনাই পীর বলেন, চরমোনাই তরীকায় যিকির করার কারণে ঘুঘু মুন্সির লাশ পচেনি। তার এ দাবী কি ঠিক? তাদের তরীকা কি সঠিক?

-আসাদুযযামান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : প্রচলিত সকল পীরবাদী তরীকাই বাতিল। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। কেবল ঘুঘু মুন্সি নয়, বহু মানুষের লাশ এরূপ পাওয়া যায় মাঝে-মধ্যে বহু বছর পরে অক্ষত অবস্থায়। এগুলি আল্লাহ্র কুদরত। এতে কারু মর্যাদার কমবেশী হয় না।

প্রশ্ন (২৭/৬৭): ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা টুপী ছালাতের আবশ্যিক পোষাক নয়। তবে তা তুলে নেওয়ায় দোষ নেই। কেননা ছালাত অবস্থায় খুশু-খুযূ বিনষ্ট না করে ছোটখাট কাজ করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৮৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮): ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে আলহামদুল্লাহ বলা যাবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত ৯৯২)*। কিন্তু হাঁচির জওয়াব দেওয়া যাবে না। মু'আবিয়া ইবনে হাকাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম এ সময় একজন লোক হাঁচি দিল। তখন আমি يرحمك الله বললাম। ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, নিশ্চয় এ ছালাতের মধ্যে মানুষের কথা-বার্তা জায়েয নয়। ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াতের নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯): কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর খুঁতযুক্ত হয়ে গেলে সে পশু দিয়ে কুরবানী হবে কি?

-সাইফুল্লাহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : সময় থাকলে নিখুঁত পশু কুরবানী দেয়াই উত্তম। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন শর্ত ছাড়াই নিম্নোক্ত দোষগুলি দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণ-শীর্ণ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) শিংভাঙ্গা এবং লেজকাটা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৬৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০): মৃত স্ত্রীর অনাদায়ী মোহরানার টাকার অংশীদার কারা হবেন, কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে সুষ্ঠ বণ্টননীতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-দেলোয়ার
পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীর পরিত্যক্ত মোট মোহরানার টাকা বা সম্পদ নিম্ন বর্ণিত তাফসীল অনুযায়ী বণ্টিত হবে- (১) উক্ত মাল থেকে তার কাফন-দাফন ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হবে। (২) অতঃপর অবশিষ্ট মাল থেকে তার কর্য পরিশোধ করতে হবে। (৩) অতঃপর অবশিষ্ট মাল থেকে তার অছিয়ত পূরণ করতে হবে। তবে অছিয়ত ১/৩ অংশের বেশী হলেও ১/৩ অংশ দিয়েই তা পূরণ করতে হবে। (৪) অতঃপর অবশিষ্ট মাল শরী'আত নির্ধারিত বণ্টন নীতির আলোকে তার ওয়ারিছগণের মধ্যে বণ্টিত হবে।

প্রশ্ন (৩১/৭১): আমাদের আহলেহাদীছ মসজিদে তারাবীহ ছালাতের শেষে বিতর ছালাত জামা'আতে পড়ানোর সময় ইমাম ছাহেব কোন দিন এক রাক'আত কোন দিন তিন রাক'আত পড়ান। কিন্তু মুছল্লীগণকে কিছু বলেন না। এমতাবস্থায় মুছল্লীরা কিভাবে নিয়ত করবে। আর এভাবে কি ইমাম ছাহেবের ছালাত পড়ানো ঠিক হচ্ছে।

-আব্দুল্লাহ, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : নিয়তের শাব্দিক অর্থ মনের সংকল্প। পারিভাষিক অর্থ শারঈ বিধান অনুযায়ী আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য হৃদয়ে সংকল্প করা। যেহেতু ইমাম ও মুছল্লীগণ এই সংকল্প করেই মসজিদে আসেন, ইমাম ছাহেব বিতর ছালাত এক রাক'আত না কি তিন রাক'আত পড়াবেন তারও নিয়ত বা সংকল্প তিনি গ্রহণ করবেন। আর এতটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। মুক্তাদীগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলার কোন প্রয়োজন নেই। তবে কোন ইমাম ছাহেব যদি বলে দেন, তাহ'লে তা হবে তার পুনরাবৃত্তি। জামা'আতে তারাবীহ আদায়ের অধ্যায়ে কোথাও পাওয়া যায় না যে ইমাম বিতর ছালাতের সময় মুক্তাদীদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৩৭-৪৪৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২): মে'রাজে রাসূল (ছাঃ) যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে একটি স্বর্ণের ছাদের চারপাশে প্রজাপতি উড়তে দেখলেন, তখন জিব্রীল (আঃ) তাকে বললেন, প্রজাপতিগুলি একেকটি মানবাত্মা। বক্তব্যটি কি সঠিক?

জুয়েল আহমাদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : স্বর্ণের ছাদ নয়। বরং সিদরাতুল মুনতাহা নামক বৃক্ষটি আচ্ছাদিত ছিল 'স্বর্ণের পতঙ্গ সমূহ' দ্বারা। এ ব্যাখ্যাটি রাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৫ মি'রাজ অনুচ্ছেদ)*। 'স্বর্ণের পতঙ্গসমূহে'র ব্যাখ্যায় কোন বিদ্বান বলেছেন, ফেরেশতা, কেউ বলেছেন নবীগণের আত্মা' *(মিরক্বাত)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩): মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা ভ্রমণ করতে পারে না। এক্ষণে সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে যারা বিদেশ গমন করতে চান, তাদের জন্য কি তা জায়েয হবে?

নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সেখানে মাহরাম সাথে থাকলে জায়েয হবে, নইলে নয়।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪): টিভি চ্যানেলের অধিকাংশ বক্তা বলছেন যে, ব্যবহার্য স্বর্ণালংকারের যাকাত দিতে হবে না। যেমন ব্যবহার্য দামী আসবাবপত্রের যাকাত নেই। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

মুখলেছুর রহমান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : অলঙ্কারে যাকাত দেওয়া সম্পর্কিত হাদীছগুলি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/১৫৬৩; নাসাঈ হা/২৪৭৯; তিরমিযী হা/৬৩৫; মিশকাত হা/১৮০৮-১০ 'যাকাত' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে অলঙ্কারের যাকাত নেই মর্মে জাবের (রাঃ) বর্ণিত মওকূফ হাদীছটি ভিত্তিহীন (باطل لا أصل له) *(ইরওয়াউল গালীল হা/৮১৭; যঈফুল জামে' হা/৪৯০৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : কোন ব্যক্তিকে জিনে ধরলে তাকে কবিরাজের মাধ্যমে গলায় তাবীয দিয়ে জিন ছাড়ানো হয়। তাবীযটি সর্বদা না বাঁধা থাকলে পুনরায় জিন আছর করে। এরূপ তাবীয ব্যবহার কি শরী'আত সম্মত? যদি না হয়, তবে করণীয় কি?

হাবীবা আখতার,

মহিলা আলিম মাদ্রাসা, পাবনা।

উত্তর : তাবীয কোন ঔষুধ নয়, বরং আক্বীদাগত কারণে তাবীয ব্যবহার করা শিরক। কখনও কখনও শিরকী কর্ম করার দ্বারা মানুষের ধারণা মতে সাময়িক উপকার হতে পারে। কিন্তু তা স্থায়ীভাবে ক্ষতি করে। তাবীয থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) এক ছাহাবীর বায়'আত নেননি। সে তা কেটে ফেলে দিলে তিনি তার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বলেন : 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। আপনি সকাল সন্ধ্যার দো'আ বা যিকরগুলো নিয়মিত পাঠ করুন। শয়তান হতে স্থায়ীভাবে নিরাপদে থাকবেন ইনশাআল্লাহ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৮, ৩৮৬৭, ৩৮৬৯, তিরমিযী হা/৩৪৬৮)*। এছাড়া শয়তান থেকে নিরাপদে থাকার জন্য হাদীছে বিভিন্ন দো'আ রয়েছে, সেগুলোও পড়ুন।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬): অমুসলিমদের বানানো মিষ্টি, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া বা তা দিয়ে ইফতার করা যাবে কি? এছাড়া তাদের রান্না খেতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

আব্দুর রহমান,
আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমদের বানানো মিষ্টি, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া যাবে এবং তাদের রান্না করা খাদ্যও খাওয়া যাবে, যদি সে খাদ্যটি হারাম না হয় এবং তাতে যদি হারাম কোন কিছুর সংমিশ্রণ না থাকে। রাসূল (ছাঃ) ইয়াহূদী মহিলার হাদিয়া দেওয়া খাদ্য খেয়েছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহ করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আমার স্ত্রী অত্যন্ত দ্বীনদার এবং দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ দাঈ। কিন্তু সে যৌন জীবনের প্রতি চরম অনাগ্রহী। সে এ মানবীয় চাহিদাকে অস্বীকার করে এবং একে ইবাদত বন্দেগীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসাবে গণ্য করে। এক্ষণে এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

আব্দুল হামীদ, সিলেট।

উত্তর : কোন মহিলার শারীরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝের মানবীয় চাহিদাকে অস্বীকার করা এবং একে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য ক্ষতিকর গণ্য করা ইসলামী নীতির চরম লঙ্ঘন। কারণ স্বামী ও স্ত্রীর মিলিত হওয়াও একটি ইবাদত *(মুসলিম; মিশকাত হা/১৮৯৮)*। যে যত বেশী দ্বীনদার হবে, সে তত বেশী স্বামীকে খুশী রাখার চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) স্বামীর আনুগত্যকে স্ত্রীর জান্নাত লাভের কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৬০, ৬৬১)*। এছাড়া স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণকুহর পার হয় না (অর্থাৎ কবুল হয় না)। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ না দেয় এবং সম্পর্ক না রাখে, সে ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীর অমতে বাইরে কাজ করে, তবে সে কি জাহান্নামী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

ফাতিমা তানভীর
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে জাহান্নামে যাবে, এ কথা ঠিক নয়। কারণ স্বামী শরী'আত বিরোধী কোন নির্দেশ দিলে স্ত্রী তা মানতে বাধ্য নয় *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

স্বামীর উপর স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা ফরয। যদি সে তার দায়িত্ব পালন না করে অবশ্যই সে গুনাহ্গার হবে। এ ক্ষেত্রে জীবিকার তাগিদে যদি স্ত্রীকে বাইরে কাজ করতে হয়, তাহলে শারঈ পর্দা রক্ষা করে সে তা করতে পারবে। তবে কাজ করার পূর্বে বিষয়টি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অবশ্যই সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে শরী'আতের যাবতীয় বিধান মেনে দায়িত্বহীন স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জীবিকার তাকীদে প্রয়োজনমত কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯): আমাদের মসজিদের ইমাম আযাবুল ইসলাম, গোলামুন্নবী নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখতে বলেছেন। তিনি বলেন, ১০ বার ইয়া গাফুর পাঠ করে দু'চোখের পাতায় ৩ বার বুলালে আজীবন চোখে কোন রোগ হবে না। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

নূরুল আমীন
কাটলা বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : আযাবুল ইসলাম, গোলামুন্নবী নাম পরিবর্তন করতে হবে ইমাম ছাহেবের এ কথাটি সঠিক। কেননা যেসব নামে বড়ত্ব, অহংকার কিংবা নিজের পবিত্রতা কিংবা ভাল হওয়া কিংবা শিরক প্রমাণিত হয় নবী করীম (ছাঃ) সে নামগুলো পরিবর্তন করে তার থেকে ভাল নাম রাখতে বলেছেন *(বুখারী হা/৫৯৫০)*। আল্লাহ্র নাম বা কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। কিন্তু চোখের জন্য ইয়া গাফুর ১০ বার বলতে হবে তাহ'লে কখনোও চোখে আর কোন রোগ হবে না মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪০/৮০): শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন কেন শিরক? এগুলোর আসল উদ্দেশ্য কি?

-নাসরীন
নাটোর সদর, নাটোর।

উত্তর : কেউ যদি অগ্নিশিখাকে অনির্বাণ এবং চিরন্তন মনে করে, তাহলে তার এরূপ আক্বীদা পোষণ করাই হবে বড় শিরক। যার ফলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কেননা সৃষ্টিজগতে সবই ধ্বংস হবে। কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। রাজত্ব কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮; বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।